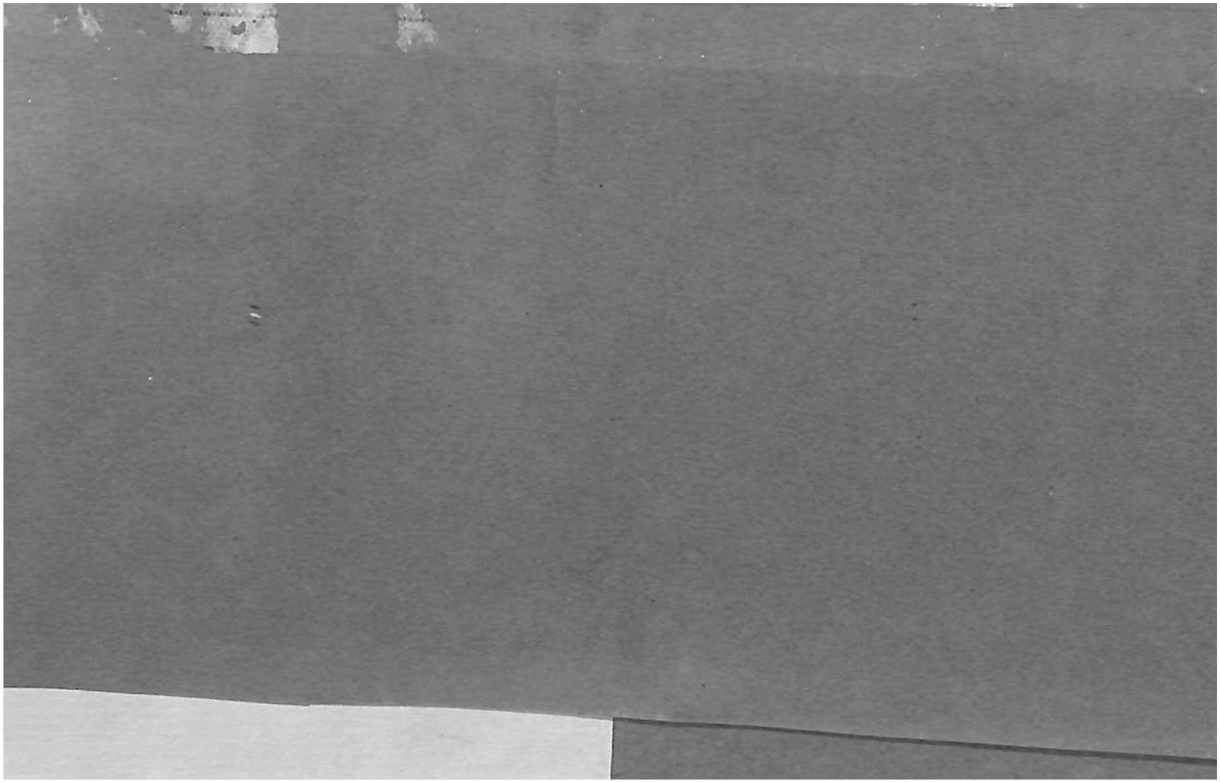

HISTORY OF BACKERGANJ.

KHOSAL CHANDRA ROY.

ADARSHA PRESS.

1895.

All rights reserved.

Price 10 Ten Annas.

Printed and Published by Nanda Kumar Das,
at the Adarsha Press, Barisal.

DAMAGED
B
954.14
R812H

এই পুস্তক বরিশালস্থ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে বাবু খোসালচন্দ্র রায় শিক্ষক মহাশয়ের নিকট ও বরিশালের ডাক্তার বাবু রাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল এল্, এম্, এস্ মহাশয়ের ডিস্পেন্সারীতে পাওয়াযাইবে।

—(§)—

বিষয় আর কি হইতে পারে? পুস্তক-প্রণেতা বাখরগঞ্জের প্রধান প্রধান গ্রাম ও সুন্দরবনাদি পর্য্যবেক্ষণ ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমায় পঞ্জাব পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বরিশালের প্রসিদ্ধ ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে এগার বৎসর কাল পর্য্যন্ত ম্যানেজার ও শিক্ষক নিযুক্ত থাকিয়া, বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

উপসংহারে আমার বিনীত প্রার্থনা যে, এই পুস্তকের ভুল-প্রমাদগুলি পাঠকবর্গ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক জ্ঞাত করাইলে, আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার সংশোধন করিয়া দিব। বলা বাহুল্য যে, এই প্রকার পুস্তক সঙ্কলনে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, সুতরাং প্রথম বারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা সহজ নহে। স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণের সহানুভূতির প্রত্যাশায়ই এ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। আশা করি, ইহা এ দেশবাসীর একটী আদরের সামগ্রী মধ্যে পরিগণিত হইবে। বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার পক্ষ হইতে অন্তঃপুর মহিলাগণের পরীক্ষায়, এই পুস্তকখানি পাঠ্য করিবার প্রস্তাব হওয়ায়, আমরা সভার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কীর্ত্তিপাশা,
২০শে অগ্রহায়ণ,
সন ১৩০২।

শ্রীশশিকুমার রায় চৌধুরী
জমিদার, কীর্ত্তিপাশা।

ভূমিকা।

মাননীয় বিভারিজ সাহেব মহোদয়ের লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের সাহায্য না পাইলে, আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সঙ্কলন করা দুরূহ ব্যাপার হইত। উক্ত মহাত্মার পদানুসরণে এই পুস্তকের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। গ্রামের ইতিহাস, স্থানীয় লোকের সাহায্যে প্রকাশিত হইল। উপক্রমণিকা ও প্রাকৃতিক বিবরণ লিখিতে, পূর্ব্ববঙ্গচক্রের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর বাবু দীননাথ সেন মহাশয়ের বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নামক পুস্তকখানির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে, এজন্য আমরা উক্ত মহাত্মার নিকট চিরঋণী রহিলাম। তদ্ভিন্ন আইন কবরী, এসিয়াটিক্-সোসাইটিস্-জর্নেল, সেনসাস্ রিপোর্ট, এডমিনিষ্ট্রেসন রিপোর্ট, বিশ্বকোষ, কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ, নব্যভারত, ভিলেজ্ ডিরেক্টরী প্রভৃতি হইতে আমরা অনেকানেক বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি। এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে বরিশালের ডিষ্ট্রিক্ট মাননীয় লামেজারার ও ফিলিমোর সাহেব মহোদয়, ডিভিল সার্জ্জন মিঃ কে, পি গুপ্ত সাহেব মহোদয়, পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ডাণ্ডেস্ সাহেব মহোদয়, মিউনিসিপালিটীর চ্যারম্যান বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, স্পেশিয়াল সব্ রেজিষ্টর বাবু রাধানাথ রায়, পোষ্টমাষ্টার বাবু হৃদয়নাথ বসু, জেইলর বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহোদয়গণ নিজ নিজ আফিসাদি হইতে, আমাদিগের প্রয়োজনানুসারে কতকগুলি বিষয়ের বিবরণ প্রদান

করিয়া, আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। পটুয়াখালী- সব ডিভিসনের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এম,এ, বি, এল্ এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া, আমাদিগের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। গৈলা নিবাসী বাবু আনন্দচন্দ্র সেন কলিকাতা -হইতে বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার বিবরণ প্রেরণ করিয়া, আমাদিগের একটী প্রকৃত উপকার করিয়াছেন। কীর্ত্তিপাশার প্রসিদ্ধ জমিদার ও আমাদিগের পরম বান্ধব বাবু শশিকুমার রায় চৌধুরী এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লোক সমক্ষে প্রকাশিত করিবার প্রধান উদ্যোক্তা, তজ্জন্য আজীবন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিব। বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত বাবু অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উহার ভাষা সংশোধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

উপসংহারে আমাদিগের নিবেদন এই-যে, এই পুস্তক করিয়া পাঠকবর্গ যে সকল ভুল-প্রমাদ দেখিতে পাইবেন, সেই তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে অবগত করাইলে, আমরা দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

বরিশাল, ব্রজমোহন বিদ্যালয়।
২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

শ্রীখোসালচন্দ্র রায়।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা। ১—৪ পৃষ্ঠা।

বিস্তৃতি ও সীমা (২), প্রধান প্রধান গ্রাম সমূহের নাম-বরিশাল সদর (৩), পিরোজপুর (৪), পটুয়াখালী (৪), ভোলা (৪)।

প্রথম অধ্যায়। ৫—১৩ পৃষ্ঠা।

প্রাকৃতিক বিবরণ (৫), দ্বীপ (৬), নদী (৭), দোন সমূহের নাম (৮), বরিশাল গান (৯), বিল (৯), উৎপন্ন সামগ্রী (১০), শস্যাদি (১০), মৎস্য (১১), পশ্বাদি (১২), ঝটিকাবর্ত্ত (১২)।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৩—১৯ পৃষ্ঠা।

পুরাতন ইতিহাস (১৩)।

তৃতীয় অধ্যায়। ১৯—৩৯ পৃষ্ঠা।

পরগণার বিবরণ ও রাজস্ব (১৯), পরগণা সমূহের নাম (২১), চন্দ্রদ্বীপ (২৩), বোজরগোমেদপুর (২৭), সিলেগাবাদ (২৯), ইদিল-পুর (৩০), নাজিরপুর (৩২), রত্নদি কালিকাপুর (৩২), উত্তর সাবাজপুর (৩২), দক্ষিণ সাবাজপুর (৩৩), সুলতানাবাদ (৩৩), ইদ্রাকপুর (৩৪), বাঙ্গোরোড়া (৩৪), বীরমোহন (৩৪), অরঙ্গপুর (৩৫), সৈদপুর (৩৫), পরগণার হকিয়ত (৩৫), পরগণার জমিদার (৩৬), গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তি (৩৭), সুন্দরবন (৩৭)।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪০—৫০ পৃষ্ঠা।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশের অবস্থা (৪০)।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫০—৮০ পৃষ্ঠা।

লোক সংখ্যা (৫০), মুসলমান (৫১), হিন্দু (৫২), বৌদ্ধ (৫৪), খৃষ্টান (৫৫), ব্রাহ্ম (৫৬), লোকের স্বাভাবিক লক্ষণ (৫৬), বাখরগঞ্জের জাতি সমূহের নাম (৫৭), মাদকদ্রব্য (৫৮), আমোদ (৫৯),

কারখানা ও বাণিজ্য (৬১), জল পথ ও স্থল পথ (৬৪), স্বাস্থ্য ও রোগ (৬৬), দাতব্য ঔষধালয় (৬৮), জন্ম ও মৃত্যু (৬৯), শিক্ষা (৬৯), সাধারণ পুস্তকালয় (৭৭), সংবাদ পত্র (৭৭), মুদ্রাযন্ত্র (৭৮), গ্রন্থ ও গ্রন্থকার (৭৮)।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮১—৯৬ পৃষ্ঠা।

বাখরগঞ্জে ইংরেজ রাজত্ব (৮১), ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যা (৮৭), জেল (৮৯), রেজিষ্টরী আফিস ও পোষ্টাফিস (৯০), স্বায়ত্ত শাসন (৯২), পথকর (৯৪)।

সপ্তম অধ্যায়। ৯৭—১৭২ পৃষ্ঠা।

বরিশাল (৯৭), গারুরিয়া ও কলসকাঠী (৯৯), কীর্ত্তিপাশা (১০১), তারপাশা (১০৭), কেওরা-বেলদাখান ও রণমতি (১১১), বাসণ্ডা (১১২), হাবেলীসিলেমাবাদ-সরসহল-দেউরী-পোনাবালিয়া-বারইকরণ ও কুলকাঠী (১১৪), উত্তর সাবাজপুর-গোবিন্দপুর-গোয়ালভাওর-দাদপুর ও নলগোড়া (১১৬), সায়েস্তাবাদ (১১৭), বাশীপুর (১১৮), লাখুটীয়া (১২০), রংমৎপুর (১২১), শিকারপুর (১২২), উজিরপুর ও বারপাইকা (১২৫), নথুল্লাবাদ (১২৭), গাভা (১২৮), নারায়ণপুর (১২৯), বাটাজোড় (১৩১), শোলোক (১৩৫), মাহিলাড়া (১৩৬), জয়শীরকাঠী (১৩৭), নলচিড়া (১৩৮), গৈলা ও ফুল্লশ্রী (১৪০), চাঁদশী (১৪৬), বাঁকাই (১৪৯), বাগধা (১৫০), রামচন্দ্রপুর ও কাচাবালিয়া (১৫১), সিদ্ধকাঠী-ভাটীয়া-তেওলা-অভয়নীল ও বুশঙ্গল (১৫৩), ফয়রা ও মানপাশা (১৫৫), পিরোজপুর (১৫৭), রায়েরকাঠী (১৫৮), সাতুরিয়া (১৬১), জলাবাড়ী (১৬৩), আমড়াজুরী (১৬৪), বানরিপাড়া-নরোত্তমপুর-কুন্দিহার ও মাছরং (১৬৫), খলিসাকোটা (১৬৮), পটুয়াখালী (১৭১), ভোলা ১৭২)।

পরিশিষ্ট। ১৭৩—২১০ পৃষ্ঠা।

বাখরগঞ্জের ইতিহাস।

—০:০—

উপক্রমণিকা।

অতি প্রাচীন কাল অবধি ১০০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুখে বঙ্গদেশ হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১০০০ অব্দে মুসলমানেরা আক্রমণ করিয়া, ক্রমে সমুদয় বঙ্গদেশ অধিকৃত করে এবং ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক, সেই অবধি প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে।

ইংলণ্ডীয় কয়েকজন বণিক ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কারবারের কুঠি স্থাপন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। পরে তাহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর সমস্ত বঙ্গদেশ অধিকার করে। ১৮৫৭ অব্দের বিদ্রোহের পর অনেকগুলি হিতকর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয় ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতবর্ষের সাম্রাজ্ঞী হয়েন। বঙ্গদেশের বিস্তার এক লক্ষ দশ হাজার বর্গ মাইলের ন্যূন নহে; লোক সংখ্যা সাড়ে তিন কোটির অধিক।

বঙ্গদেশ পাঁচ বিভাগে বিভক্ত; যথা—বর্দ্ধমান, রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম।

ঢাকা বিভাগ—বাঙ্গলার মধ্য ও উত্তর পূর্ব্ব অংশে স্থিত। এই বিভাগ পাঁচটী জিলায় বিভক্ত। পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বাখরগঞ্জ। বাখরগঞ্জের উত্তরে ফরিদপুর। ফরিদপুরের উত্তর পূর্ব্বে ঢাকা। ঢাকার উত্তরাংশে ময়মনসিংহ। পূর্ব্বে কমিল্লা ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।

বিস্তৃতি ও সীমা।

বাখরগঞ্জের উত্তর সীমা ফরিদপুর ও ঢাকা; পশ্চিম সীমা ফরিদপুর, খুলনা ও বলেশ্বর নদী; দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, সাহাবাজপুর নদী ও বঙ্গোপসাগর। বাখরগঞ্জের উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণ প্রান্ত প্রায় ৮৭ মাইল ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত প্রায় ৬০ মাইল। ইহার বিস্তৃতি ৩৬৪৯ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২১৫৩৯৬৫। তন্মধ্যে ১৪৬২৭১২ জন মুসলমান। ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু। ৬০৮০ জন বৌদ্ধ। ৪৬৫৯ জন খৃষ্টান ও ১৩৩ জন ব্রাহ্ম। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা ১৮৭৮১৪৪ জন ছিল। সমস্ত অধিবাসীর মধ্যে মুসলমান তিন ভাগের দুই ভাগ ও অপর এক ভাগের মধ্যে অত্যল্প সংখ্যক বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম বাদে অবশিষ্টাংশ হিন্দু। সমস্ত বাখরগঞ্জে ৪৭০৮ খানা গ্রাম। বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জে ১৫৬২৫৯০৲ টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয়।

বাখরগঞ্জ চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—বরিশাল সদর, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলা।

প্রধান প্রধান গ্রাম সমূহের নাম।

বরিশাল সদর।

বরিশাল, মাধবপাশা, লাঁকুটীয়া, কাশীপুর, ধগুরা, আমানত-গঞ্জ, জাগুয়া, কালীজিড়া, কলসগ্রাম, ব্লায়পাশা, কড়াপুর, রহমৎ-পুর, বারপাইকা, উজিরপুর, সিকরপুর, বেড়মহল, রামচন্দ্রপুর, কাচাবালিয়া, গাভা, নারায়ণপুর, আওসার, তেরদরুণ, গুঠিয়া, দেহেরগতি, পঞ্চকরণ, মোহনগঞ্জ, বারুইখালী, বামরাইল, বাটা-জোড়, চন্দ্রহার, আধুনা, শোলোক, আটক, বেজাহার, হরহর, জয়শীরকাঠী, মাহিলাড়া, নলচিড়া, বাসুদেবপাড়া, বিল্বগ্রাম, হরিষণা, হানুয়া, হস্তীশুণ্ড, গৌরনদী, আগরপুর, বড়পাইখা, গৈলা, ফুল্লশ্রী, বাকাল, চাঁদশী, বাকাই, বাগধা, বার্থী, মেহেন্দী-গঞ্জ, সায়েস্তাবাদ, চড়াগদ্দি, হিজলা, কাজিরচর, লতা, সাহসপুর, উলানিয়া, কাউয়ার চর, রাণীরহাট, কাজলাকাঠী, গোবিন্দপুর, সিয়ালগুণী, বাখরগঞ্জ, শিবপুর, শ্যামতী, কলসকাঠী, ভাতশালা, গাড়ুরিয়া, গৌরীপাশা, নলছিঠী, সিদ্ধকাঠী, সরমহল, হয়বৎপুর, ভাটিয়া, অভয়নীল, কুলকাঠী, বারইকরণ, কুশঙ্গল, পোণাবালিয়া, নাগপাড়া, কৈলকাশী, শ্যামরাইল, দেউরী, রাজাপুর, ঝালকাঠী, আগোলপাশা, বিকনা, কৃষ্ণকাঠী, প্রতাপ, মগর পেমার, সুতালড়ী, হবিরকাঠী, নবগ্রাম, কাফুরকাঠী, বেতরা, বাউকাঠী, নথুল্লাবাদ, বাসণ্ডা, পিপইলথা, মটবাড়ী, গোবিন্দধবল, গাবখান, কীর্ত্তিপাশা, তারপাশা, কেওরা, বেলদাখান, বণমতি, বেউখির, রুণসী, খাজুরা ইত্যাদি।

পিরোজপুর।

পিরোজপুর, রায়েরকাঠী, উমেদপুর, বাইসারি, বানরিপাড়া, নরোত্তমপুর, মাছরং, বুড়িহারি, ইলুহার, জুলুহার, বরছাকাঠী, স্বরূপকাঠী, খলিশাকোটা, চাখার, শাখারীকাঠী, কামারকাঠী, সমুদয়কাঠী, পুখরিয়া, মটবাড়িয়া, বামনা, জ্ঞানপাড়া, কাউখালী, ভাণ্ডারিয়া, নাজিরপুর, আমরাজুড়ী, দাউদখালী, সাতুরিয়া, জলা বাড়ী, তুষখালী, সোহাগদল ইত্যাদি।

পটুয়াখালী।

পটুয়াখালী, মৃজাগঞ্জ, কালাইয়া, তাফালবাড়িয়া, গজালিয়া, গুলসাখালী, আয়েলা, ফুলঝুরি, চাঁদখালী, ধুলিয়া, আমতলী, বাউফল, কালীসুরী, কচুয়া, গলাচিপা, সেহালগঞ্জ, বরগুণা, বাদুরিয়া, কনকদিয়া, কুক্ষ্যা, মুরদিয়া ইত্যাদি।

ভোলা।

ভোলা, দৌলাতখাঁ, বরানদ্দি, গাজীপুর, গঙ্গাপুর, টজুমদ্দি বাঞ্চাপুর, রাজপুর, জয়পুর, গোকুলগুহা, লক্ষ্মীরচর, কাশীগঞ্জ, লালমোহন, মৃজাকালা, তালতলী, জয়নগর ইত্যাদি।

প্রথম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক বিবরণ।

প্রাকৃতিক শাস্ত্র-বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী, অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময় রসোদ্দীপক। এই পুস্তক-বর্ণিত বাখরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। সমুদ্র গর্ভ হইতে সুন্দরবনের দক্ষিণে মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন দেশ উদ্ভাবিত হইতেছে—অসাধারণ বেগ সহকারে বাত্যা ও ঝটিকা প্রবাহ এবং বৃষ্টি ও বজ্রপাত হইয়া থাকে—বিচিত্র প্রকৃতি পশু পক্ষী, বৃক্ষ লতা ও শস্যাদি এ দেশে উৎপন্ন হয়; তৎসমুদয়ের বিদ্যমানতাবশতঃ এ দেশ অতীব রমণীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এ স্থান বহুসংখ্যক নদী ও খালে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে বৃষ্টির জল বদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্র বা বৃহদায়তন বিল উৎপন্ন করিয়াছে। নদী বা খালের তটদেশ দিয়া মৃত্তিকা প্রায়শঃ উচ্চ। তদ্ভিন্ন প্রায় সমুদয় স্থানই বর্ষার সময়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে। গ্রামগুলির মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত প্রশস্ত প্রশস্ত কর্ষিত ক্ষেত্র আছে, তৎসমুদয়ের মধ্যভাগ প্রায়ই নিম্ন বলিয়া সেখানে বিল উৎপন্ন হইয়া, বার মাস জলপূর্ণ থাকে। এই সমস্ত নিম্ন স্থান দেখিলে অনুমিত হয় যে, এই স্থানগুলি পূর্ব্বে নদীর অংশ ছিল। পরে নদীর গতি পরিবর্ত্তনে মাটি পড়িয়া ভরিয়া যাইতেছে। বাস্তবিকই মনে হয়, এ দেশে এমন স্থান নাই যাহা কোন না কোন সময়ে নদীর গর্ভস্থ ছিল না।

সমভূমি, জলাভূমি ও সুন্দরবন এই তিন ভাগে বাখরগঞ্জকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। সমভূমি প্রদেশে বহুসংখ্যক লোকের বসতি স্থান ও বহুল পরিমাণে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলা-ভূমি প্রদেশের মধ্য দিয়া অসংখ্য খাল ও নদী চারি দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। জোয়ারের সময়ে সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত হয় বলিয়া, এই প্রদেশের জল অধিক বা অল্প পরিমাণে লবণাক্ত। জোয়ারের সময়ে এই সমুদয় জলাভূমিতে নূতন জল বেগ সহকারে আসিয়া মৃত্তিকা নিক্ষেপ করতঃ, জলাভূমিগুলিকে ক্রমে ভরিয়া উঠাই-তেছে। এই প্রদেশে লোকের বসতি প্রায়ই নাই। স্থানে স্থানে শুভ্রবর্ণ কার্পাস সদৃশ, চাকচিক্যময় ও পুষ্পবিশিষ্ট নল ও খাগড়া, কোথাও বা বহুদূরব্যাপী পরিষ্কার জল ও স্থানে স্থানে অনাচ্ছাদিত বালুকা ও কর্দ্দম দৃষ্টিগোচর হয়। সুন্দরবন বিভাগ গভীর অরণ্যে আবৃত; তথায় মনুষ্য সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। আবাদী স্থল সমূহে অল্পসংখ্যক মনুষ্য বসতি করিতেছে। এই প্রদেশের দক্ষিণাংশে অতল সলিল ও বহুদূর বিস্তৃত অপার সমুদ্র বেগে ধাবমান হইতেছে।

দ্বীপ।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর বাখরগঞ্জের দ্বীপ সমূহ মধ্যে বৃহৎ। ইহার পরিসর প্রায় ৮০০শত বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা সওয়া দুই লক্ষের অধিক। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উপদ্বীপ লক্ষিত হয়; তন্মধ্যে কালী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, ছোট বাইশদিয়া, কোড়ালিয়া, রাঙ্গাবালী, কালমী, ছোপা,

কুকড়ী, মুকড়ী, মানপুরা ইত্যাদিই প্রধান। মানপুরার লোক সংখ্যা ৫০০০ হাজারের অধিক।

নদী।

বাখরগঞ্জের নদীগুলির মধ্যে মেঘনা, আড়িয়ালখাঁ ও বলেশ্বর নদী প্রধান।

(১) মেঘনা নদী প্রথমতঃ ঢাকা ও ত্রিপুরা, তৎপর বাখরগঞ্জ জিলার পূর্ব্বদিক দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। সাতবাড়িয়া, ইলসা ও তেতুলিয়া, মেঘনার নামান্তর মাত্র।

(২) আড়িয়ালখাঁ পদ্মানদীর এক শাখা। এই নদী পালেরদির ধার দিয়া বাখরগঞ্জে প্রবেশ করিয়া অবশেষে মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। আড়িয়ালখাঁর দক্ষিণ মোহানাকে ডাকাতিয়া নদী কহে। আড়িয়ালখাঁ হইতে এক উপনদী বাহির হইয়া বাখরগঞ্জ জিলার উত্তর পূর্ব্বাংশ দিয়া তেঁতুলিয়ার মোহানাতে পতিত হইয়াছে। আড়িয়ালখাঁ হইতে আর একটী নদী প্রথমতঃ বরিশালের নদী, তৎপর বিষখালী নামে, বরিশাল নগর পশ্চিম পাড়ে রাখিয়া, হরিণঘাটা মোহানায় পতিত হইয়াছে। আড়িয়ালখাঁর দক্ষিণ অংশ হইতে নূতন বা নয়াভাঙ্গনী, লাটার গাঙ্গ প্রভৃতি শাখা উত্তর পূর্ব্ব দিকে গিয়া মেঘনায় পতিত হইয়াছে।

(৩) বলেশ্বর নদী। এই নদী কুষ্টিয়ার সম্মুখে ডাকদহের মোহানা হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে যশোহর জেলার পূর্ব্ব সীমা এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীমা দিয়া হান্স, মধুমতী, এলেনখালী ইত্যাদি বিভিন্ন বিভিন্ন নামে

হরিণঘাটা নামক প্রশস্ত মোহানা দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। বলেশ্বর গঙ্গা নদীর উপশাখা।

(ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা ও মেঘনা পরস্পরে সংযোগ দেখা যায়। আড়িয়ালখাঁ শীতকালে ৩৪০০ শত হস্ত এবং বর্ষাকালে ৬০০০ হাজার হস্ত প্রশস্ত দেখা গিয়াছে)।

বরিশাল বা কীর্ত্তন খোলা নদী—নলছিঠী, মধিপুর ও ঝাল-কাঠীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধানসিদ্ধের বাগ কাউখালী ও কচা নাম ধারণ করিয়া বলেশ্বরে মিলিত হইয়াছে। বিষখালী ও খয়েরাবাদ নদী বরিশাল নদী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ থানায় পাণ্ডব নদী; বাউফলে কারখানা, ধুলিয়া ও খয়েরাবাদ নদী; পটুয়াখালী থানায় নেহালিয়া; গলাচিপা থানায় গলাচিপা ও বিষখালী নদী, শ্যামতী ও কালমেঘার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; বিষাই নদী, মৃজাগঞ্জ ও গুলিসাখালী থানার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে; গুলিসাখালী থানায় আন্ধারমাণিক নদী; মটবাড়িয়া থানায় সাপলেজ ও আগুনমুখা নদী দক্ষিণবাহিনী হইয়া চলিতেছে।

দোন সমূহের নাম।

বিষখালী, আমুয়া, মুরদিয়া, কচা, দামুদা, পটুয়াখালী, আয়েলা, বগা, গজালিয়া, ধানসিদ্ধেরবাগ, কালীজিড়া, জোবখালী ইত্যাদি।

বরিশাল গান্।

বরিশাল গান্ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম কথা বলিয়া থাকেন। কতকগুলি লোকের বিশ্বাস যে যমের বাড়ীর কপাট বন্ধ হয়। কেহ কেহ মনে করে লঙ্কায় রাবণের বাড়ীর কপাট বন্ধ করার শব্দ। কতক লোকের বিশ্বাস বঙ্গোপসাগরের তীরস্থিত মৃত্তিকার ভিতর দিয়া খোড়োল হইয়া গিয়াছে, তথায় জলের আঘাত লাগিয়া ঐরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। বাস্তবিক এখন পর্য্যন্ত কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতই বরিশাল গান্ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বঙ্গোপসাগরের জল অতল ও সুপ্রশস্ত, বর্ষাকালে তুফানের সময়ে কোটি কোটি ঢেউ উঠিতে থাকে। ঢেউ উঠিবার সময়ে কোন কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোলার মধ্যে হ্রদের আকার ধারণ করে, সেই সময়ে ঢেউর উপর ঢেউ আসিয়া ঘোলার খাতে ঐরূপ শব্দ হওয়া অসম্ভব নহে। বান ডাকিয়া জোয়ার হয়, সেই বানের শব্দ হওয়াও অসম্ভব নহে।

বিল।

বাখরগঞ্জের উত্তর পশ্চিমাংশে এক স্থান দিয়া কতকগুলি বিল আছে। তন্মধ্যে রামশীল দীঘী, বাঘিয়া, বড়ইয়া, কাজলা, চন্দনা, ধলবাড়িয়া, দোবড়া, বলদিয়া, হরতা, ঝন্‌ঝনিয়া, সতলা, দেওপুরা ও আস্কর বিল প্রভৃতি বৃহৎ। বরিশালের দক্ষিণে রামপুর চাঁচুরী বিল দেখিতে প্রশস্ত। বাউফলে ধরণদি, আদমপুর ও কালারাজা বিলগুলি বৃহদাকার। ঝালকাঠী থানার উত্তরে

খাজুরা, আতা, ডুমরিয়া প্রভৃতি বিল বৃহৎ। স্বরূপকাঠী থানার বিল সমূহ হইতে বড় বড় মৎস্য কলিকাতা মহানগরীতে প্রেরিত হয়। খাজুরার বিলে হোগোল ও নল বহুল পরিমাণে জন্মে।

উৎপন্ন সামগ্রী।

বাখরগঞ্জের উৎপাদিকাশক্তি সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের অন্যান্য সমুদয় স্থান অপেক্ষা অধিক। বর্ষার জলে সমুদয় নিম্ন স্থান প্লাবিত হইলে তদুপরি মৃত্তিকা ও গলিত উদ্ভিজ্জ পতিত হইয়া উৎপাদিকাশক্তির বৃদ্ধি করে।

বাখরগঞ্জে কৃষি কার্য্যের বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বৃক্ষ লতা ও ফলাদি, পশু পক্ষী ও মৎস্যাদিও বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জেলায় অন্য স্থানাপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হয়।

শস্যাদি।

নিম্ন স্থানে উৎকৃষ্ট আমন ধান্য জন্মে। আমন ধান মাঘ মাসে সুপক্ক হয়। প্রায় ১৫০ রকমের আমন ধান জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে ক্ষিরইজালী, বউয়ারী, চাউলামগী, সাক্করখোরা, বালাম, হিঙ্গরভূবী, ভাটী আস্কর, কালজারা, গান্ধিনারী, চেঙ্গাই, লক্ষ্মীবিলাস, কুটীয়া আগুনী, মুচরই, বাসপ্রাতী, দুধকলম, শ্যামমুনার, জোয়ালগাথা, রূপেশ্বর, খুচিমাঘী, পারিজাত, স্বর্ণলতা, সীতাভোগ, মহিষদল, দুধমনর, আইলমাবাজ, দুধকলই প্রভৃতি ধান অতি উৎকৃষ্ট। আষাঢ় মাসে আর এক রকমের ধান্য উৎপন্ন

হইয়া থাকে, তাহাকে আশু ধান্য বলে। এই ধান প্রায় ২২ রকম জন্মিয়া থাকে। ফাল্গুন্ মাসে এক রকম ধান্য জন্মিয়া থাকে, উহার নাম বোড়ো। প্রায় ১০ রকমের বোড়ো দেখা যায়। গরীব ও ছোট লোকে আশু ও বোড়ো ধান্যই প্রায়শঃ ব্যবহার করে। চড়ামন্দি ও কাউয়ার চরে যে এক রকম ধান জন্মে, তত উৎকৃষ্ট ধান্য বাখরগঞ্জের আর কোন স্থানেই উৎপন্ন হয়না। পটুয়াখালী সব ডিভিসনের অন্তর্গত কালমেঘা ও বাইন চটকিতে উৎকৃষ্ট বালাম পাওয়া যায়। বাখরগঞ্জে প্রত্যেক বিঘা জমি হইতে গড়ে প্রায় ১২ মণ ধান উৎপন্ন হয়।

গম, যব, খেসারী, মুগুরী, মটর, তিল, তিসি, সর্ষপ, প্রায় সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হয়। পাট ও আকের চাষ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। এদেশে হরিদ্রা, মরিচ, আদা, নারিকেল, চাইল্‌তা, লেবু, সুপারী, আম, কাঠাল, আনারস, জাম, তেতুল, কলা, খর্জ্জুর, তাল, দাড়িম, বেগুণ, পটল, মূলা, লাউ, আলু, পিঁয়াজ, শসা, ফুট, ক্ষীরই, তরমুজ, প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মৎস্য।

রুই, সিং, মজগুর, খলিসা, পুটী, বাটা, বাইন, পোমা, ফেসা, পোণা, চিতা, রামছোড়, তপস্বী, পায়েবা, ভেটকী, বাইলা, শৈল, গজাল, ফলই, ইলসা, ঢাইঙ্গ, রুই, কাতল, কালীবায়স, পাঙ্গাস, বোয়াল, সিলন্দ, বাসপাতি, চিঙ্গরী ইত্যাদি মৎস্য বহুল পরিমাণে নদী, খাল, পুষ্করিণী ও বিল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ হইতে বার্ষিক প্রায় ১৭০০০ হাজার টাকার মৎস্য কলিকাতায় চালান হইয়া থাকে।

পশ্বাদি।

ব্যাঘ্র, শূকর, নেকড়িয়া বাঘ, শৃগাল, কুকুর, খাটাস, চিতা বাঘ, বানর, বিড়াল, বনবিড়াল, খরগোষ, হরিণ, মহিষ, অশ্ব, গো, ছাগ, মেষ ইত্যাদি বন্য ও গৃহ পালিত পশু এদেশে জন্মে।

(এদেশে নানা প্রকারের বৃক্ষ লতা ও কীট পতঙ্গাদি অনেকানেক উৎপন্ন হইয়া থাকে)।

ঝটিকাবর্ত্ত।

আইন আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী বজ্রবিদ্যুৎ সহকৃত ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল। উহার প্রতাপে সমুদ্র বারি উত্থিত হইয়া, দেব মন্দির চূড়া ও অত্যুচ্চ স্থান ব্যতিরিক্ত বাখরগঞ্জের অনেকাংশ নিমজ্জিত করিয়াছিল। ইহাতে প্রায় ২ লক্ষ জীবের মৃত্যু হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে এদেশে যে বন্যা হয়, তাহাতে বাখরগঞ্জে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া, এতদ্দেশীয় অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয়। ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এদেশে একটী ভয়ঙ্কর ঝটিকাবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অনেক অপকার করে। বহুসংখ্যক গৃহ ও বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়। অনেক নৌকা ডুবিয়া যায় এবং ঝরের প্রতাপে বঙ্গোপসাগরের সলিল রাশি এদেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কত শত মনুষ্য জীবজন্তু ও লোকালয় বিনষ্ট করিয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর অর্থাৎ ১২৮৩ সালের ১৬ই কার্ত্তিক তারিখে যে বন্যা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। উহার বলে মেঘনা

ও বঙ্গোপসাগরের জল বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া প্রায় ৩ লক্ষ লোক, বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু এবং অগণ্য নৌকা ও গৃহ বিনষ্ট করিয়াছে। এই সময়ে দৌলাতখাঁ জলমগ্ন হইয়া, মহা প্রলয় কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গলা ১৩০২ সালের ১৫ই ও ১৬ই আশ্বিন তারিখে যে বন্যা হয়, উহার প্রতাপে বরিশাল নগরের অধিকাংশ গৃহাদি ও বহুসংখ্যক বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। উল্লিখিত কয়েকটী বন্যা ব্যতীত, ১৮২২, ১৮৬৭ ও ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের বন্যায় এ অঞ্চলে ভয়াবহ বিশেষ কোন ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। বাখরগঞ্জ সমুদ্রের সংলগ্ন বলিয়াই এ স্থলে ঝটিকার প্রকোপ প্রবল হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—:০:—

পুরাতন ইতিহাস।

অতীতের পুরাতন স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্ধকারে অন্তর্হিত হইতে ছিল। যাহা প্রত্যক্ষ ঘটনা, তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে ছিল ও বিস্মৃতি গর্ভে ডুবিয়া যাইতে ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, বঙ্গদেশে প্রাচীন বিষয় অনুশীলন জন্য তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। সুতরাং প্রাচীন তত্ত্ব, প্রাচীন বিবরণ ও প্রাচীন রহস্য পাঠের উপকারিতা, এখন আর যত

করিয়া বা ক্লেশ স্বীকার করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা পাইতে হয় না। এই পুস্তক-বর্ণিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিয়া জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে এ দেশের অনেকাংশ সুগন্ধ বা সোন্ধা নদীর বক্ষে নিহিত ছিল। নলছিটী নদীর উত্তর পাড় হইতে সোন্ধার কুল নামে বাখরগঞ্জে যে একটী সুবৃহৎ অঞ্চল আছে, ঐ অঞ্চল সোন্ধানদীর চর। সোন্ধা নদীর পূর্ব্ব পাড়কে বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, আর পশ্চিম পাড়কে সিলেমাবাদ বলে।

মুর্শিদকুলিখাঁর শাসন সময়ে আগাবকর, বোজরগোমেদপুরের ষোল আনার ও সিলেমাবাদের সাড়ে এগার আনার ভূস্বামী ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৭০১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নামানুসারেই "বাখরগঞ্জ" নাম হইয়াছে। বাখরগঞ্জ থানা বোজরগোমেদপুর পরগণার অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে বারজন "ভূইয়া" শাসনকর্ত্তাদ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ শাসিত হইত এবং তাঁহাদিগের মধ্যেই একজন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন। পটুয়াখালী সব ডিভিসনের অন্তর্গত বাউফল থানার অধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল। তথায় দুই একটী পুরাতন দালান ভগ্নদশাপন্ন হইয়া রহিয়াছে; অপর কোন চিহ্ন নাই। আইন আকবরী পাঠে জানা যায়, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে একবার জল প্লাবন হয়, সেই সময়ে চন্দ্রদ্বীপের রাজা পূর্ণানন্দ রায় কতিপয় অমাত্য ও প্রজাবর্গ সহিত নৌকারোহণে অতি কষ্টে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এ ঘটনায় বাখরগঞ্জের প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর জীবন নষ্ট হয়। পূর্ণানন্দ রায়ের অতি পূর্ব্বে চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর শিষ্য দনুজমর্দ্দন দে, বাঙ্গালা ৬০৬ সালে চন্দ্রদ্বীপের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া-

ছিলেন। এই চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর নামেই চন্দ্রদ্বীপ পরগণার সৃষ্টি হইয়াছে।

১৪৬৫ খৃষ্টাব্দে (৮৭০ হিজিরা) পটুয়াখালী সব্‌ডিভিসনের অন্তর্গত ওলিসাখালীর নিকটবর্ত্তী বিষাই নদীর তীরে, সুন্দর বন মধ্যে, সুলতান মামুদের পুত্র আবুয়াল মোজাফর বারবেকের রাজত্ব কালে মোজাম ও জোয়ালখাঁ একটী অতি মনোরম মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। একজন ফকির তথায় বাস করেন। শত শত মুসলমান সেখানে গিয়া নমাজ পড়ে। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় উক্ত ফকিরের আহারাদির সংগ্রহ করিয়া দেয়। বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত সিয়ালগুণী গ্রামে একটী মস্‌জিদ দেখা যায়। নছরত গাজী নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ন্যামতীর নিকটবর্ত্তী বিবিচিনি গ্রামে একটী ও গৌরনদী থানার এলেকাধীন রামসিদ্ধি নামক গ্রামে আর একটী মসজিদ দৃষ্ট হয়। এতদুভয়ই অতি প্রাচীন কালের স্মৃতি চিহ্ন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৬১ সালে সফি নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান মেহেন্দীগঞ্জে অতীব রমণীয় একটী সস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাখরগঞ্জ থানার এলাকাধীন নন্দপাড়া গ্রামে বার আওলিয়ার দরগা প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বারজন ফকির আসিয়া ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামে ক্রম্‌ খাঁয়ের দীঘী বিখ্যাত।

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত পোনাবালিয়ার নিকটবর্ত্তী শ্যামরাইল নামক স্থানে বিশ্বেশ্বরের একটী মন্দির আছে। তথায় শিব রাত্রির সময়ে শত শত হিন্দু নরনারী গমন করিয়া থাকেন। প্রবাদ

আছে যে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব সতীর মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ কালে, সতীর বাম হস্তের একটী অঙ্গুলি শ্যামরাইলে পতিত হয় এবং তদবধি শ্যামরাইল পীঠ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে।

নথুল্লাবাদের দেব মন্দির "দক্ষিণ চক্র" নামে অভিহিত। বৎসর বৎসর বহু সংখ্যক যাত্রী তথায় গমন করে। কীর্ত্তিপাশার নিকটবর্ত্তী মটবাড়ী নামক স্থানে একটী শিব মন্দির আছে। দেখিলে মনে হয় শত শত বৎসর অতীত হইয়াছে যে, এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসের শেষ দিবসে হিন্দুগণ তথায় উপস্থিত হইয়া বিগ্রহ দর্শন করেন। সে দিবস তথায় চড়ক পূজা হইয়া থাকে। রায়েরকাঠীর সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর পুরাতন দালানগুলি ও দেবমূর্ত্তি সকল এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গৈলা গ্রামের বিজয় গুপ্তের মনসা বাড়ী এখনও পরিষ্কার ভাবে রহিয়াছে। বাটাজোড় দত্তের বাড়ীতে একটী বালাখানা ও একখানি ঝিকটী দালান অতি প্রাচীন কালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। দুই শত বৎসরের অধিক কাল গত হইল ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বারপাইকা গ্রামের কুণ্ডখোলা নামক স্থানে একটী বিস্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপ শুনা যায় যে, রূপরাম নামক এক ব্যক্তির সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, প্রজ্জ্বলিত চিতানলে দেহত্যাগ করে। স্বামী বিদেশ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, স্ত্রীর চিতা সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। নির্ব্বাপিত চিতা হইতে তৎক্ষণাৎ অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, স্বামীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

তদবধি সেই স্থান "কুণ্ডখোলা" নামে অভিহিত হইতেছে। ঘটনা যাহাই হইয়া থাকুক, কুণ্ডখোলা নাম হওয়া, অবশ্যই বিশেষ কোন ঘটনানুবর্ত্তী তাহার সংশয় নাই।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা সুলতান সুজার আমলে, ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশীয় মঘজাতি যখন এ দেশ আক্রমণ করে, তখন সুজা, বরিশালের দক্ষিণ পশ্চিমে সুজাবাদ নামক স্থানে মৃত্তিকার দেয়াল দ্বারা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সাসুজার নামানুসারেই ঐ স্থানের নাম "সুজাবাদ" হয়। বাখরগঞ্জের কালেক্টরীর কাগজে ও সেরেস্তায় ইহার উল্লেখ আছে। ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রূপসীয়ায় ও ইন্দ্রপাশায়ে দুইটী দুর্গের চিহ্ন লক্ষিত হয়।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে হইতে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে সরকারী আফিসগুলি সংস্থাপিত ছিল। তথা হইতে বাখরগঞ্জে পরিবর্ত্তিত হয় এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ হইতে বরিশালে সদর কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছে। এ দেশ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইলেও প্রায় ৩৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জ ঢাকা জিলার অন্তর্গত ছিল। তৎপরে ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জকে পৃথক্ একটী জিলা করা হয়। তদবধি এখানে পৃথক্ একজন মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ঢাকার কালেক্টর সাহেবের হস্তে বাখরগঞ্জের কালেক্টরী সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্যের ভার ছিল। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে কালেক্টরের পদ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব কালেক্টরের কার্য্যও করিতেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

বাখরগঞ্জ জিলার নানাস্থানে বিশেষতঃ গৌরনদী থানায় ছবিখাঁর জাঙ্গাল দেখা যায়। আদালতের অনেক কাগজ পত্রে, জমিদারদিগের হিসাব সেরেস্তায়, ছবিখাঁয়ের জাঙ্গালের উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে, তিনি নবাব সরকারে কোতোয়াল বা জল্লাদের কার্য্য করিতেন বলিয়াই, তাহার নামানুসারে "কোটালি-পাড়া" নাম হইয়াছে। যাহা হউক অতি প্রাচীন কালে ছবিখাঁ যে একজন খ্যাতনামা ও সম্পন্ন লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

বাখরগঞ্জ হইতে কোটের হাট পর্য্যন্ত, তথা হইতে সুতালড়ী পর্য্যন্ত একটী রাস্তা অতি প্রাচীন কালে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। সুতালড়ী হইতে মাধবপাশার মধ্য দিয়া মকসদপুর পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার বিস্তার দেখা যায়।

ঝালকাঠী ষ্টেসনের অধীন সুতালড়ী ও রৈভদ্রদী গ্রামে, কোতালীর এলেকায় চহটা গ্রামে ও গৌরনদী থানার অন্তর্গত মাহিলাড়া গ্রামে বড় বড় মঠ দেখা যায়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরে ১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণ, রেসম ও পাথর চূণার কারখানা ছিল; ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রায় মঙ্গল নামক স্থানে লবণের দুইটী কারখানা ছিল। বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয়ে লবণের কারখানা ছিল; প্রায় ৯০ বৎসর হইল ঐ কারবার বন্ধ হইয়াছে।

এ দেশে প্রথমে মুসলমান জাতিই প্রধান ছিল। সম্ভবতঃ প্রথমে তাহারাই এ দেশে আসিয়া সংস্থাপিত হয়। তাহারাই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে বল প্রয়োগে বা প্রলোভন দিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। নচেৎ এ দেশে মুসলমানের সংখ্যা এত

অধিক হইত না। বাখরগঞ্জ জিলার পরগণা সমূহের নামে প্রায়ই মুসলমানী নামের চিহ্ন দেখা যায়। তদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ দেশে প্রথমে মুসলমান জাতিরই প্রাধান্য ছিল। কয়েকটী পরগণার নাম এস্থলে উল্লেখ করা গেল। যথা-বোজোরগোমেদপুর, সিলেমাবাদ, নাজিরপুর, শাবাজপুর, আলিনগর, সুলতানাবাদ, কাশীম নগর, খাজাবাহাদুর নগর, আবদুল্লাপুর, কাদিরাবাদ, আজিমপুর, জাহাপুর, ইদ্রাকপুর, রসলপুর, মইজদ্দি, জালালপুর, সায়েস্তাবাদ, সায়েস্তা নগর, সাজাদপুর, সৈদপুর ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়।

—•::•—

পরগণার বিবরণ ও রাজস্ব।

পরগণার উল্লেখ করিতে হইলেই প্রথমতঃ চন্দ্রদ্বীপ পরগণার বিবরণ একটী অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। বাখরগঞ্জের ইতিহাসে চন্দ্রদ্বীপের নাম স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। এমন এক সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে স্বাধীন রাজা সমাসীন ছিলেন। এমন এক দিন চলিয়া গিয়াছে, যখন লোকের ভিড় ভেদ করিয়া, রাজ সমীপে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। আর এখন সে স্থান, জন-মানবশূন্য মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কেবল রাজবংশের কয়েকটী যুবক অশ্রুপাত করিতেছেন। অতুল ধন সম্পত্তিপূর্ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশীয়েরা

আজ ভিক্ষা প্রার্থী। প্রাচীন মহত্ত্ব, প্রাচীন গৌরব, সমস্তই প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সে সময় চিরদিনের জন্য অতীতের অনন্ত স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে, মাত্র কয়েকটী ভগ্ন অট্টালিকা ও দেব মন্দির এবং ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট একটী কামান অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত সম্রাট আকবর সাহের রাজস্ব দেওয়ান টোডরমল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্ত করিবার সময়ে বাখরগঞ্জের বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত শ্রীরামপুর, সাহাজাদপুর ও ইদিলপুর নামক আরও তিনখানি মহালের নামোল্লেখ করেন এবং এই পরগণা চতুষ্টয়ের মোট রাজস্ব ১৭৮২৬৬৲ টাকা ধার্য্য করিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার শাসন সময়ে দ্বিতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত হয়। তিনি চন্দ্রদ্বীপের রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে না করিয়া, মাত্র সুন্দর বন বা মুরাদখানার রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে নবাব জাফরখাঁ তৃতীয়বার রাজস্বের বন্দোবস্ত করিবার সময়ে সরকার বাকলার মাত্র নামোল্লেখ করিয়া যান। বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন করেন না। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মিরকাসিম চতুর্থবার রাজস্বের একটী হিসাব করেন।

সুবিখ্যাত রাজা টোডরমল অতিশয় চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ লোক ছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহা প্রায় দুই শত বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থায় থাকে। তৎপরে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের প্রবর্ত্তিত

রাজস্ব বন্দোবস্তের নিয়ম পত্রানুসারে, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে মহামতি লর্ড কর্ণওয়ালিস্ জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের দশসালা বন্দোবস্ত করেন; ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২০০ সনে উক্ত দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বা কায়েম হইয়া যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে বাখরগঞ্জ ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। মিঃ উইলিয়ম ডগলাস্ সাহেব তদানীন্তন ঢাকার কালেক্টর ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে দেখা যায়, বাখরগঞ্জ হইতে মোট ১০০৯৫৬২৲ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। তদতিরিক্ত গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল, সুন্দরবন, ইজারা মহাল প্রভৃতি হইতে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব আদায় হয়। সর্ব্ব সমেত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৫৬২৫৯০৲ টাকা রাজস্ব বাবদে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরগণা সমূহের নাম।

(১) চন্দ্রদ্বীপ, (২) গিরিধিবন্দর, (৩) বোজোরগোমেদপুর, (৪) সিলেমাবাদ, (৫) তপ্পে হাবেলি সিলেমাবাদ, (৬) তপ্পে হাবেলি, (৭) ইদিলপুর, (৮) তপ্পে নাজিরপুর, (৯) পরগণা রত্নদি কালিকাপুর, (১০) উত্তর সাবাজপুর, (১১) দক্ষিণ সাবাজপুর, (১২) কৃষ্ণদেবপুর, (১৩) আলিনগর, (১৪) রামনগর, (১৫) রামহরি চর, (১৬) কালমিচর, (১৭) সুলতানাবাদ, (১৮) কাশীমনগর জোয়ার দাসপাড়া, (১৯) খাজাবাহাদুর নগর, (২০) শ্রীরামপুর, (২১) তপ্পে আবদুলাপুর, (২২) তপ্পে কাদিরাবাদ, (২৩) তপ্পে আজিমপুর, (২৪) পরগণা জাহাপুর, (২৫) ইদ্রাকপুর, (২৬) রসলপুর, (২৭) বাঙ্গোরোড়া, (২৮) বীরমোহন, (২৯) তপ্পে বীরমোহন, (৩০)

হবিবপুর, (৩১) মইজদ্দি, (৩২) জালালপুর, (৩৩) সায়েস্তাবাদ, (৩৪) সায়েস্তা নগর, (৩৫) সাজাদপুর, (৩৬) তপ্পে বাহাদুরপুর, (৩৭) পরগণা অরংপুর, (৩৮) সৈদপুর, (৩৯) বৈকুণ্ঠপুর, (৪০) তপ্পে লক্ষ্মীরদিয়া, (৪১) রাজনগর, (৪২) তপ্পে সফিপুর কোলা, (৪৩) আমিরাবাদ, (৪৪) গোপালপুর, (৪৫) দুর্গাপুর এবং (৪৬) কাশীমপুর শেলাপট্টি।

যে সকল পরগণার উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে সৈদপুর পর্য্যন্ত ৩৮টী পরগণা অল্পাধিক বা সম্পূর্ণরূপে বাখরগঞ্জের এলেকাধীন রহিয়াছে। বক্রী ৮টী পরগণা, ফরিদপুর ও ঢাকা জিলার অন্তর্গত হওয়ায় জমিদারীর রাজস্ব ফরিদপুর ও ঢাকার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে, কেবল কতকগুলি তালুকের খাজানা বাখরগঞ্জের কালেক্টরীতে দাখিল হয় বলিয়াই এস্থলে ঐ পরগণা গুলির নামোল্লেখ হইয়াছে।

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণা গুলিকে বাদ দিয়া সমগ্র বাখরগঞ্জকে নিম্নলিখিত প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা, বাখরগঞ্জের উত্তর ভাগে, বাঙ্গোরোড়া, বীরমোহন, ইদ্রাকপুর এবং চন্দ্রদ্বীপ। পূর্ব্ব ভাগে, উত্তর সাহাবাজপুর, দক্ষিণ সাহাজপুর, ইদিলপুর, সুলতানাবাদ, নাজিরপুর এবং রত্নদি কালীকাপুর। মধ্য ও পশ্চিম দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে, চন্দ্রদ্বীপ, সিলেমাবাদ, বোজোরগোমেদপুর এবং অরঙ্গপুর। পশ্চিম ভাগে, সিলেমাবাদ এবং সৈদপুর। দক্ষিণ ভাগ সুন্দর বন নামক মহা অরণ্যে আবৃত। সুদরবন কোন পরগণা ভুক্ত হয় নাই। ইহার পুরাতন নাম মুরাদখানা বা জিরাদখানা।

উল্লিখিত ১৪টী প্রধান পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

(১) চন্দ্রদ্বীপ।

বিক্রমপুর নিবাসী চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী কাত্যায়নীর উপাসক ছিলেন। তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বিক্রমপুরের নদীগর্ভ হইতে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল বিগ্রহদ্বয় উঠাইতে গিয়া জলমগ্ন হওয়ায়, ভক্তাধীনা ভগবতী তাঁহার জীবন রক্ষা করিলেন। ব্রহ্মচারী বিগ্রহদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, ভবানীর বরানুসারে সেই নদী ভরিয়া গিয়া সুপ্রশস্ত স্থল ভাগের উৎপত্তি হইয়াছে। তাঁহার পরম ভক্ত চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর নামানুসারে এই স্থানের নাম "চন্দ্রদ্বীপ" হইয়াছে। অদ্যাপিও মাধবপাশার রাজ বাড়ীতে উক্ত কাত্যায়নী ও মদন গোপাল বিগ্রহদ্বয়ের নিত্য পূজা হইতেছে। চন্দ্রশেখরের শিষ্য দনুজমর্দ্দন দে, বাঙ্গলা ৬০৬ সনে চন্দ্রদ্বীপের রাজাসনে সমাসীন হয়েন। কেহ কেহ বলেন, চন্দ্রদ্বীপের আর একটী নাম ইস্‌মাইল-পুর। পটুয়াখালীর এলেকাধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী। কচুয়া সমুদ্রের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়াই হউক অথবা অপর যে কোন কারণেই হউক, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানী তথা হইতে মাধবপাশায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপের রাজ-বংশীয়েরা বঙ্গজ কায়স্থ। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম কথা বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক দনুজমর্দ্দন দে এই বংশের আদি পুরুষ বলিয়া জানা যায়। তাহার পুত্র রামনাথ দে, তৎপুত্র রামবল্লভ, তৎপুত্র শ্রীবল্লভ, তাঁহার পুত্র হরিবল্লভ

এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের পুত্র ন' ায় কমলা নাম্নী কন্যা তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হয়েন। কমল. দেবী কচুয়ার নিকটবর্ত্তী কালাইয়া নদীর পাড়ে এক পুষ্করিণী খনন করেন। এইরূপ প্রকাণ্ড পুষ্করিণী কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার কতক অংশের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এখন চরা পড়িয়া সে স্থানে উৎকৃষ্ট ধান্যাদি উৎপন্ন হইতেছে। তিন দরুণ তের কাণি স্থান ব্যাপী এই পুষ্করিণীর পরিসর। খনন কার্য্যে প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কৃষ্ণবল্লভের দৌহিত্র প্রেমানন্দ বসু রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হয়েন। তৎপুত্র জগদানন্দ; অকস্মাৎ নদী গর্ভে পতিত হইয়া জগদানন্দের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র কন্দর্প নারায়ণ পিতার অপমৃত্যুতে ভীত হইয়া কচুয়া পরিত্যাগ করিয়া মাধবপাশায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং কন্দর্পের পুত্র রামচন্দ্র রায় মাধবপাশার রাজাসনে সমাসীন হয়েন। রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময়ে রামাই ভর নামক একটী লোক সঙ্গে করিয়া নিয়া ছিলেন, রামাই ভর স্ত্রী-বেশে প্রতাপাদিত্যের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই প্রকার কুৎসিত ব্যবহারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া জামাতাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। জামাতার নৌকা অবরোধ মানসে প্রতাপাদিত্য, বৃক্ষ ফেলিয়া তদ্দ্বারা খাল বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের শরীর রক্ষক রামমোহন মাল অবলীলাক্রমে সেই ৬৪ দাড়ের নৌকা নদী গর্ভে নিয়া গেল। জামাতা এইরূপে

জীবন রক্ষা করিলে, প্রতাপাদিত্য তাঁহার কন্যাকে চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে পাঠাইয়া দেন। যে স্থলে কন্যা নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহার সম্মানার্থ সে স্থলে একটী বাজার স্থাপিত হয় এবং এখনও উক্ত বাজার "বধূমাতা বা বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে খ্যাত হইতেছে। রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ। তাঁহার পুত্র প্রতাপনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা হয়েন। তাঁহার পুত্র প্রেমনারায়ণ। প্রেমনারায়ণের পুত্র না থাকায়, তদীয় জামাতা গৌরীচরণ মিত্র মাধবপাশার রাজাসনে সমাসীন হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে উদয়নারায়ণ রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তদীয় ভ্রাতা রাজনারায়ণ জমিদারীর অংশ না পাইয়া, রাজমাতা নামক তালুক প্রাপ্ত হইয়া, মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী প্রতাপপুরে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। প্রতাপপুরের রাজারাও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ। উদয়নারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র জয়নারায়ণ, জয়নারায়ণের মাতা দুর্গাবতী মাধবপাশায় প্রকাণ্ড এক দীঘী খনন করেন। খনন কার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় হয়। এখনও ঐ দীঘী বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুর্গাবতীর নামানুসারে ইহার নাম "দুর্গা সাগর" হইয়াছে। এই সময়ে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নবেম্বর তারিখে ঢাকার কালেক্টরের নিকট হইতে নূতন সনন্দ পত্র নিতে কতকগুলি টাকা ব্যয় হয়। দুর্গা সাগর খনন ও তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণকে অর্থ দান ও সননের খরচ একই সময়ে এতগুলি টাকা ব্যয় হওয়ায়, চন্দ্রদ্বীপের ধনাগার নিঃশেষিত হইয়া গেল। এই কারণে পরগণার রাজস্ব বাকী পড়িল। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকীর জন্য চন্দ্রদ্বী-

পরগণা ঢাকার কালেক্টর সাহেবের সমীপে নীলাম হইয়া গেল। জয়নারায়ণের পুত্র নরসিংহনারায়ণ। নরসিংহ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। তদীয় বিধবা পত্নীদ্বয় দুইটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারাই বড় রাজা ও ছোট রাজা নামে খ্যাত। জমিদারী নীলাম হইয়া গেলেও তালুক ও খানাবাড়ী হইতে প্রায় ৩৫০০০৲ টাকা আয় হইত। কিন্তু রাজবংশের মিতব্যয়িতার অভাবে অবশেষে তাহাও হারাইতে হইয়াছে।

পরগণা নীলাম হইলে, ধলসিংহ /১৭।/ ক্রান্তি, পানিয়টী সাহেব ।/১০ আনি ও রামমাণিক্য মুদী ॥১২॥// ক্রান্তি অংশ খরিদ করিয়াছিলেন। পানিয়টী সাহেবের কতক অংশ পুনঃ নীলাম হওয়ায়, রাজেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও মহিমাচন্দ্র চৌধুরী ক্রয় করেন। রামমাণিক্য মুদী মাধবপাশার বাজারের সামান্য একজন দোকানদারের অবস্থা হইতে নিজের অধ্যবসায় ও যত্নে চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইলেন। তিনি যে একজন সুচতুর ও বুদ্ধিমান্ লোক ছিলেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহার বংশধরেরা এখন মাধবপাশার রাজবংশের প্রতিনিধি। চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর বর্ত্তমান রাজস্ব ৮২৫৬২৸৶৪॥ পাই। ৭৩ খান পৃথক্ তালুকের রাজস্ব ৫৮১০৪॥৵৮॥ পাই, মোট রাজস্ব ১৪০৬৬৭॥/১ পাই।

মন্তব্য—চন্দ্রদ্বীপ পরগণার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটি প্রবাদ আছে, তন্মধ্যে মাত্র একটী এস্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দনুজমর্দ্দন দে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের আদিপুরুষ, কেহ কেহ বলেন রামনাথ দনুজমর্দ্দন আদিপুরুষ, কেহ কেহ বলেন দনুজমর্দ্দন দে আদিপুরুষ, রামনাথ দে তৎপরবর্ত্তী রাজা।

(২) বোজোরগোমেদপুর।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সায়েস্তাখাঁয়ের শাসন সময়ে, তাঁহার ভ্রাতা বুজার্গোমেদ খাঁয়ের নামানুসারে "বোজোরগোমেদ-পুর" পরগণার নামাকরণ হইয়াছে। আগাবকরের মৃত্যুর পর এই পরগণা রাজা রাজবল্লভের শাসনাধীন ছিল। প্রাচীন কালে এই পরগণার পরিসর অতি ক্ষুদ্র ও রাজস্ব অত্যল্প ছিল। পরে ঘটনার পরিবর্ত্তনে রাজস্ব ও পরিসর বৃদ্ধি পাইয়া, ৬০০০ হাজার টাকা স্থলে ৩ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে। বাখর-গঞ্জের নিকটবর্ত্তী গোলাবাড়ী নামক স্থানে বোজোরগোমেদপুরের রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। এখনও তথায় রাজধানীর ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্য জাতি। তাঁহার সাত পুত্র, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস ও গোপালকৃষ্ণ নামক পুত্রদ্বয় আমাদিগের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। কৃষ্ণদাসের নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনিই সিরাজ উদ্দৌলার ভয়ে কলিকাতায় পলাইয়া গিয়া ধন সম্পত্তি রক্ষা করেন ও তাঁহাকে নিয়াই পলাশীর যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং বঙ্গদেশ, মুসলমান হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। গোপালকৃষ্ণ, ঝালকাঠীর নিকটবর্ত্তী সুতালড়ীতে, পরগণার রাজধানী স্থাপন করেন। বোজোরগোমেদপুরের অন্তর্গত শিবপুর, বাখরগঞ্জ থানা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। ডোমিঙ্গোডিসেলভা সাহেব শিবপুর ষ্টেটের স্থাপয়িতা। তাঁহার বংশাবলীই এখন শিবপুরে "ফিরিঙ্গি" নামে অভিহিত হইতেছেন। বামনার চৌধুরিগণ বোজোরগোমে-পুরের প্রধান খারিজা তালুকদার। এখন তাঁহাদিগের অবস্থার

পরিবর্ত্তন হওয়ায়, গার্থ সাহেবের নিকট ষ্টেট ইজারা পত্তন করিয়াছেন। বামনা বিষখালীর পাড়ে অবস্থিত। বার্ষিক রাজস্ব ১৯৪৮৭৷৶৮ পাই। মহম্মদ সফি ইহাঁদিগের আদিপুরুষ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন। তিনি,১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে বামনা ষ্টেটের বন্দোবস্ত লইয়াছিলেন।

রহমৎপুরের চক্রবর্ত্তী, নারায়ণপুরের চক্রবর্ত্তী, খাজে আছানুল্লা, রসিকচন্দ্র নিয়োগী, চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায়, ব্রাউন্ সাহেব, প্রসন্নকুমার সেন, চন্দ্রকুমার সেন, রাজা বাহাদুর, গোমেজ সাহেব, ডিসেলভা, ভগবতী দেবী ও সায়েস্তাবাদের মির সাহেব. এই পরগণার প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী। বোজোরগোমেদপুরের অন্তর্গত আয়লা ফুলঝুরীর পত্তনীদার, রামধন চট্টোপাধ্যায়ের বংশধরগণ ঢাকার হাফিজ উল্লার নিকট ১২১৯ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে ২১০০০ টাকা মূল্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। হাফিজ উল্লা, আয়লা ফুলঝুরীর তিন আনা অংশ সায়েস্তাবাদের গোলাম ইমামকে দান করেন। অদ্যাপিও আয়লা ফুলঝুরী ঢাকার খাজে সাহেব ও সায়েস্তাবাদের মির সাহেবের হস্তে রহিয়াছে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আয়লা ফুলঝুরী অত্যল্প টাকায় পত্তন দিয়া যে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহার সংশয় নাই। বার্ষিক রাজস্ব মাত্র ৩৭২।০ আনা। এক লক্ষ টাকার উপরে জমিদারদিগের আয় হইতেছে। বোজোরগোমেদপুরের সদর জমা ৩৪৫৩৬৷৷১১৸ পাই। এতদ্ব্যতীত ৪০৭ খানা তালুকের পৃথক্ রাজস্ব ২৬৫৮৯৪৸৶৫ পাই, মোট ৩০০৪৪১।৶৭৸ পাই বার্ষিক রাজস্ব।

(৩) সিলেমাবাদ।

সম্রাট আকবরের পুত্র সলিমের নামানুসারে সিলেমাবাদ বা সলিমাবাদ নাম হইয়াছে। পূর্ব্বোল্লিখিত সুগন্ধা বা সোন্ধানদীর পশ্চিম পাড়কে সিলেমাবাদ বলে। (দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিলে, মহাদেব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ কালে, বিষ্ণুচক্রে সতী দেহ ৫১ খণ্ডে বিভক্ত হয়। দেবীর নাসিকা এই নদী গর্ভে পতিত হইয়াছিল বলিয়া, ইহার নাম "সুগন্ধা নদী" হইয়াছে) পিরোজপুর, স্বরূপকাঠী ও ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত সিলেমাবাদ পরগণার বিস্তৃতি। রাজা বাহাদুর ও রায়েরকাঠীর চৌধুরিগণ সিলেমাদের প্রধান জমিদার। প্রসন্নকুমার সেন, চন্দ্রকুমার সেন, বাসণ্ডার মহলানবিশ, জলাবাড়ীর বিশ্বাস ও আমরাজুরীর দত্তবংশীয়েরা সিলেমাবাদের প্রধান তালুকদার। জমিদারীর বার্ষিক রাজস্ব ৯৮২২৭৲১ পাই। ২০খানা তালুকের পৃথক্ খাজানা ৪৭৯৮।১॥ পাই। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভূকৈলাসের ঘোষাল ফেমিলি সিলেমাবাদের ॥১২॥৵ ক্রান্তির ভূস্বামী। ঘোষাল ফেমিলি চিরদিনই সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও গবর্ণমেণ্টের নিকট সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোষাল ফেমিলিকে "রাজা বাহাদুর" খেতাবী দিয়াছেন। রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর ঝালকাঠির সংলগ্ন সুতালড়ীতে একটী কাছারী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। বাখরগঞ্জের প্রসিদ্ধ বন্দর ঝালকাঠী রাজা বাহাদুরের জমিদারীর অন্তর্গত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে ২৯১০০টাকায় সিলেমাবাদের জমিদারী রাজা বাহাদুরের পক্ষ হইতে ক্রয় করা হয়।

(১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখের বিলাতের পার্লিয়া-মেণ্টের রিপোর্টে দেখা যায়, সিলেমাবাদে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খাজে ওকোর নামক সাহেবের লবণের কারখানা ছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে বারওয়েল সাহেব লবণের এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন)।

---

(৪) ইদিলপুর।

ইদিলপুরের জমিদারগণ দীর্ঘকাল আপনাপন জমিদারীর স্বত্ব ভোগের সুবিধা পাইয়া, এরূপ জটিল ভাবে জোতগুলিকে বিভক্ত ও রাজস্ব আদায়ের কুটীল পন্থা অবলম্বন করিতেন যে, তাঁহারা ভিন্ন আর কাহারও সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিবার উপায় ছিল না।

বাঙ্গলা ১১৭০সালে রামবল্লভ এই পরগণার জমিদার ছিলেন। ইদিলপুরের চৌধুরী বংশ পূর্ব্বকালে ডাকাইতের সহায়তা করিতেন। গবর্ণমেণ্টের খাজানা আদায় পক্ষে অত্যন্ত কষ্টানুভব করিতে হইত। সদর জমা এক সময়ে ৮৩৫০৬ টাকা স্থির হইলে, চৌধুরিগণ দলবদ্ধ হইয়া পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া সম্পত্তি খাসে নিলেন। ইতিপূর্ব্বেও গবর্ণমেণ্ট মাণিক বসু নামক এক ব্যক্তিকে সাত বৎসরের জন্য বার্ষিক ৮১১৫ টাকা জমায় জমিদারী পত্তন দিয়া ছিলেন। তদ্দ্বারাও গবর্ণমেণ্টের কোন সুবিধা না হওয়ায়, পুনরায় ১১৯৬ সালে চৌধুরীদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, ৮০,০০০ টাকা জমায় পরগণা ছাড়িয়া দিলেন। আবার এক বৎসর পরে চৌধুরিগণ জমিদারী ছাড়িয়া দিলেন।

পুনরায় গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তি খাসে লইলেন। সে বৎসর অর্থাৎ ১১৯৭ সালে মাত্র ৫৪৭৬৯ টাকা রাজস্ব আদায় হয়। জমিদারগণ আর কিছুতেই জমিদারী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমাগত গোলযোগই চলিতে লাগিল। অবশেষ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে জমিদারেরা মহা গোলযোগ আরম্ভ করিয়া দিলেন। বাঙ্গলা ১১৯৮ সালে রামবল্লভ রায়, বৃষ্ণবল্লভ রায় ও নরসিংহ রায় জমিদারীর বন্দোবস্ত নিয়া, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বন্ধ করেন। তখনকার প্রথানুসারে গবর্ণমেণ্ট রিভিনিউবোর্ড চৌধুরীদিগের নামে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলেন। পুনরায় ১২১৪ সালে গবর্ণমেণ্ট চৌধুরীদিগের সহিত এক কিস্তিবন্দী করেন। চৌধুরিগণ চিরদিনই দাঙ্গাবাজ, তাঁহাদিগের সহিত গবর্ণমেণ্ট আর কিছুতেই সুবন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা কিস্তিবন্দীর টাকা বন্ধ করিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জমিদারী নীলাম হইল ও মোহিনীমোহন ঠাকুর ক্রয় করিলেন এবং তদবধি ঠাকুর বংশীয়েরাই ইদিলপুরের মালিকী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন। ইদিলপুরের অন্তর্গত মেহেন্দীগঞ্জ থানায় কোষ, পান্সিনৌকা প্রস্তুত হয়। ইদিলপুর অনেক ব্রাহ্মণের বসতি স্থান। জমিদারীর রাজস্ব ৩৫৯০৪।১১ পাই ও জমিদারীর অন্তর্গত ১১৯ থানা তালুকের সদর জমা ৮৩৭১।৯ পাই, মোট ৭৪৫৪১৷৷০৮ পাই বার্ষিক রাজস্ব।

(৫) নাজিরপুর।

বরিশাল সদরের অন্তর্গত এই পরগণার চৌদ্দ আনি অংশ বাকীকরের নীলামে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ঠাকুর ফেমিলি ক্রয় করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারাই পানিয়টী সাহেবের নিকট হইতে পরগণার বক্রী দুই আনি খোষ খরিদ করেন। এই প্রকারে সমস্ত নাজিরপুর ও পূর্ব্বোল্লিখিত সম্যক্ ইদিলপুর পরগণা ঠাকুরবংশীয়দিগের হস্তগত হইল। ইহাঁরাই বর্ত্তমানসময়ে বাখরগঞ্জের প্রধান জমিদার। নাজিরপুরের জমিদারীর সদর জমা ২৮৭৮৩/৪॥ পাই। ৪ থানা তালুকের রাজস্ব ১৪৬৮৭॥/১১ পাই।

---

(৬) রত্নদি কালিকাপুর।

আলিবর্দ্দী খাঁর নবাবী আমলে বাঙ্গালা ১১৪৯ সালে এই পরগণার উৎপত্তি হয়। কৃষ্ণরাম এই পরগণার মালিক ছিলেন। কৃষ্ণরামের বংশধরগণ উজিরপুরে বসতি করেন। তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, স্বরূপচন্দ্র গুহ, বৃন্দাবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রনাথ সেন ও অভয়াচরণ রায় জমিদারী ক্রয় করেন। জমিদারীর সদর জমা ২৫২৩৭৷৵৪ পাই।

---

(৭) উত্তর সাবাজপুর।

এই পরগণা মেহেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত। মোগল সম্রাটের সেনাধ্যক্ষ সাবাজ খাঁ হইতে সাবাজপুর নামের সৃষ্টি হইয়াছে।

রাসমণি চৌধুরাণী ও কালীনাথ রায় প্রধান ভূম্যধিকারী। জমিদারীর সদর জমা ৭৬৪৫৸৯॥ পাই। ২৯৪ থানা পৃথক্ তালুকের রাজস্ব ১০৮৯৯॥/১০॥ পাই।

(৮) দক্ষিণ সাবাজপুর।

এই পরগণা বাখরগঞ্জের পূর্ব্বভাগে স্থিত। দক্ষিণ সাবাজপুরের জমিদার ও মালিকের সংখ্যা এত অধিক যে, গবর্ণমেণ্ট একজন ম্যানেজার রাখিয়া ষ্টেট শাসন করাইতেছেন। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ দয়া প্রকাশ না করিলে, দক্ষিণ সাবাজপুর এত দিনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। দক্ষিণ সাবাজপুরে অতি প্রাচীন কালে লবণের কারখানা ছিল। দক্ষিণ সাবাজপুরে মৃজা সাহেব, খাজে মাইকেল, হারলি, লুকস্ গেম্পার ও ঢাকার বসাক বংশীয়গণ প্রধান মালিক। সদর কাছারী দৌলতখাঁয় স্থাপিত। জমিদারীর সদর জমা ৪৪১৩৸৵৫ পাই ও পৃথক্ তালুকের রাজস্ব ১৫৫৩১॥৵৬॥ পাই।

(৯) সুলতানাবাদ।

বাউফল থানার অন্তর্গত সুলতানাবাদ পরগণার বিস্তৃতি। জমিদারীর সদর জমা ২১১২৮৸৫ পাই। পৃথক্ তালুকের রাজস্ব ৫৬৪৬৸১ পাই। খাজে আছানুল্লা, আবদুল্লা চৌধুরী, মেহেরন্নেছা খাতুন ও টোজম্মল আলী পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারী।

(১০) ইদ্রাকপুর।

গৌরনদী ও মেহেন্দীগঞ্জথানার মধ্যে এই পরগণা অবস্থিত। লৌহজঙ্গের কুণ্ড, আমিরেন্নেছা খাতুন, করিমন্নেছা খাতুন ও নাজিমউদ্দিন চৌধুরী এই পরগণার প্রধান ভূম্যধিকারী। জমিদারীর রাজস্ব ৩২৭৮৷৶১০ পাই। তালুকের সদর জমা ২০৬০৷৶১০৷৷ পাই।

---

(১১) বাঙ্গোরোড়া।

বাঙ্গোরোড়া গৌরনদী থানার অন্তর্গত। এই পরগণার জমিদারী হয়তন্নেছা খাতুন নামে রেজিষ্টরী কৃত। বাটাজোড়ের দত্ত, গৈলার দাস এবং বার্থীর বক্সী বংশীয়েরা প্রধান মালিক। সদর জমা ৩৬৫৷৵৯৷৷ পাই। জমিদারীর অন্তর্গত পৃথক্ ৯৩৯ খান তালুক। তালুকের রাজস্ব ২০৭২৪৵৯ পাই, মোট ২১০৮৯৷৷/৬৷৷ পাই পরগণার বার্ষিক রাজস্ব।

---

[১২] বীরমোহন।

গৌরনদীর অন্তর্গত বীরমোহন পরগণা ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভীষণ অরণ্যে আবৃত ছিল। বীরমোহনের চৌধুরীগণ ও নড়ালের জমিদারগণ এই পরগণার প্রধান মালিক। সদর জমা ২৭২৮/৯৷৷ পাই।

---

[১৩] অরঙ্গপুর।

অরঙ্গপুর, চন্দ্রদ্বীপ পরগণার এক অংশ মাত্র। সম্রাট আরঙ্গজীবের নামানুসারে এই পরগণার নাম হইয়াছে। কলসকাঠীর জমিদারগণ ইহার প্রধান মালিক। গাভরিয়ার চৌধুরী ও কলসকাঠীর জমিদার, একই বংশ সম্ভূত ও এক আদিপুরুষ গোপাল রায়ের সন্তান। গোপাল রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীবল্লভ রায় ঢাকার নবাব সরকার হইতে অরঙ্গপুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গপুরের প্রধান জমিদার বরদাকান্ত রায়, ব্রজকান্ত রায়, দুর্গাপ্রসন্ন রায়, সীতাকান্ত রায়, রাধিকাকান্ত রায় প্রভৃতি। জমিদারীর সদর জমা,১৪৩৬৪।৵৬ পাই। ২২ খানা পৃথক্ তালুকের রাজস্ব ৯৬০১৸৯॥ পাই।

---

[১৪] সৈদপুর।

বাখরগঞ্জের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই পরগণার অবস্থিতি। লালামিত্রজিৎ সিংহ এবং ব্রজরত্ন দাস পরগণার প্রধান মালিক। এই পরগণার অন্তর্গত প্রায় ৩০০০০ হাজার বিঘা জমি টাকীর জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন। জমিদারীর রাজস্ব ৬৫৭০৸৶৯ পাই। তালুকের সদর জমা ২১৩৪১৵৩ পাই।

পরগণার হকিয়ত।

পরগণার বিবরণ পাঠে জানা যায়, বাখরগঞ্জের পরগণা সমূহ মধ্যে প্রায় ৯০ খানা প্রধান প্রধান জমিদারী ও প্রায় ৩৩০০ শত খারিজা তালুক আছে। এই সকল জমিদারী ও তালুকের

অন্তর্গত কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হকিয়তের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া সম্ভবপর নহে। ব্রহ্মোত্তর, লাখেরাজ, মহাত্রাণ, সিকিমি তালুক, হুজুরী তালুক, নিম ওসত তালুক, হাওলা, নিম হাওলা, ওসত নিম হাওলা, ইজারা, মিরাষ ইজারা, মিরাষ মালগুজার, কায়েম কর্ষা, মিয়াদী কর্ষা, কর্ষা ইত্যাদি অনেকানেক হকিয়তের উল্লেখ দেখা যায়।

পরগণার জমিদার।

বাখরগঞ্জের জমিদারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ জমিদারের সংখ্যাই অধিক। ব্রাহ্মণ জমিদারগণের মধ্যে কলসকাঠীর জমিদারগণই প্রধান। কলিকাতার ঠাকুর বংশ ও ঘোষাল ফেমিলির জমিদারীর পরিসর অধিক, কিন্তু তাঁহারা এ দেশে বাস করিতেছেন না। মুসলমান জমিদারগণের মধ্যে ঢাকার খাজে আহাসুল্লা, সায়েস্তাবাদের মির সাহেব, চড়ামদ্দির চৌধুরী, বামনার চৌধুরিগণ প্রধান; কিন্তু তাঁহাদিগকে বাখরগঞ্জের পুরাতন জমিদার বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে না। কেবল মাত্র নাজিরপুর পরগণার মুসলমান জমিদারগণ অতি প্রাচীন কালাবধি নাজিরপুরের জমিদার বলিয়া জানা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রাতৃগণের আত্মকলহে জমিদারী এখন পরহস্তগত হইয়াছে। কায়স্থ ও বৈদ্য জমিদারের সংখ্যা বাখরগঞ্জে অতি অল্পই। কীর্ত্তিপাশার জমিদারগণই অনেক কালাবধি এ দেশের বৈদ্য জমিদারগণ মধ্যে প্রধান রায়েরকাঠীর জমিদারগণ এখনও এ দেশস্থ কায়স্থ জমিদারগণের শীর্ষস্থানীয়। চন্দ্রদ্বীপের ভাগ্যলক্ষ্মী অনেক পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছেন

গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তি।

বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানাপেক্ষা বাখরগঞ্জে গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তি ও খাস মহালের সংখ্যা অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বোজরগোমেদপুরের অন্তর্গত গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তির সংখ্যা অধিক। তদ্ভিন্ন ১৩৩টী দ্বীপ ও চর, গবর্ণমেণ্টের রাজ সম্পত্তি। খাস মহালের সংখ্যাও প্রায় ৯৭ খানা। খাস মহালগুলির অধিকাংশই পটুয়াখালী ও পিরোজপুরের অন্তর্গত। খাস সম্পত্তি হইতে গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান সময়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেছেন।

সুন্দর বন।

সুন্দরবন প্রকৃতির অতি রমণীয় স্থানে অবস্থিত। এপ্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ ভাগই গভীর অরণ্যে আবৃত। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র, সর্ব্বদা বিশাল ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অরণ্যের পাদদেশ বিধৌত করিতেছে, যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায়, ততদূরই কেবল অপার ও অনন্ত বারিরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উপরে অনন্ত আকাশ, সম্মুখে নীল সমুদ্র, মধ্য ভাগে মনোহর বৃক্ষ ও গভীর অরণ্য, স্থানে স্থানে পরিষ্কার সমভূমি ও লোকালয় দৃষ্ট হয়। উপকূল হইতে বহুদূর ব্যাপী সমুদ্রের গভীরতা অতি অল্প। বালুকা ও কর্দ্দম পতিত হইয়া জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেছে। হরিণঘাটা মোহানার দেড় শত মাইল দক্ষিণে সমুদ্র অত্যন্ত গভীর। বনে ব্যাঘ্র, মহিষ, হরিণ, শূকর ও অন্যান্য অসংখ্য হিংস্র জন্তু বসতি

করে। জলে হাঙ্গর, কুম্ভীর ও নানা প্রকার বিষধরের বসতি স্থান আছে। মধ্য দিয়া বড় বড় নদী ও খাল চারি দিকে বিস্তৃত রহিয়াছে, জোয়ারের সময়ে জল স্ফীত হইয়া তীরস্থ অরণ্য স্পর্শ করে। এপ্রদেশে অন্যান্য বৃক্ষ, অপেক্ষা সুন্দর বৃক্ষ অধিক বলিয়াই "সুন্দর বন" নাম হইয়াছে। সুন্দর বনের পুরাতন নাম মুরাদখানা বা জিরাদখানা। বাখরগঞ্জের সুন্দরবন বিভাগ, গুলসাখালী ও পিরোজপুরের অন্তর্গত। এই বিভাগের দক্ষিণ দিক দিয়া আবাদ হইতেছে। স্থানে স্থানে পূর্ব্বের আবাদী ভূমি অরণ্যে পরিণত হইতেছে। মোটের উপর আবাদী স্থানের পরিমাণই বৃদ্ধি পাইতেছে। বাখরগঞ্জ জিলার সুন্দরবন প্রায় এগার আনি আবাদ হইয়াছে। যে সকল বৃক্ষ ও জঙ্গল কাটা হয়, সেগুলি আমতলী, গুলসাখালী, ঝালকাঠী, ফুলঝুরী, বাখরগঞ্জ, নলছিটী, বরছাকাঠী, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া থাকে।

সুন্দর বনের স্থানে স্থানে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন পাওয়া যায়। কোথাও বা মৃত্তিকা খনন করিয়া মনুষ্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, কোন্ এক সময়ে এই স্থানে মনুষ্য বসতি করিত। এখন জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আরাকানের মঘ জাতি সুন্দরবনে আসিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া, তথায় তাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে থুগারী নামক জনৈক মঘ, ২৩০ ঘর প্রজাসহ সুন্দরবনে উপস্থিত হইয়া, তথাকার জঙ্গল আবাদ করতঃ বসতি

করিতে আরম্ভ করে এবং তথায় বহুল পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করাইতে থাকে। খুগারী একজন ধনী বলিয়া প্রসিদ্ধ। মঘাই টাটি সুপারির কারবারে তাহার যথেষ্ট ধন সঞ্চয় হইয়াছিল। তাহার এলেকাধীনে একটী লবণের কারখানা ছিল।

গুলিসাখালির অধীন খাপরাভাঙ্গা ও মৌধুবী নামক স্থানে মঘদিগের প্রধান আবাস স্থান। তদ্ভিন্ন কুকরী মুকড়ী দ্বীপেও তাহাদিগের উপনিবেশ লক্ষিত হয়। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, এ জাতি অত্যন্ত সরল ও সত্যনিষ্ঠ। ইহাদিগের সংখ্যা ৬০৮০।

এই প্রদেশ পূর্ব্বে কোন পরগণাভুক্ত না থাকায়, কোন জমিদারের অধিকারে ছিল না। গবর্ণমেণ্ট রাজ সম্পত্তিরূপে ঐ স্থান আবাদের নিমিত্ত লোকের নিকট পত্তন করিতেছেন। সুন্দর বনের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য একজন কমিশনার নিযুক্ত আছেন।

বামনা, হলটা, সোনাখালী, আয়লা ও ফুলঝুরী এখন আর গবর্ণমেণ্টের খাস সম্পত্তির অন্তর্গত নহে। উক্ত মহালগুলির রাজস্ব বিষয়ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়া, ১৩৪০৯৮ টাকা বার্ষিক জমা ধার্য্য হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও দেশের অবস্থা।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, ক্লাইব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। ইহাই এতদ্দেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রধান দলিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। পরে তাঁহারা নানা উপায় অবলম্বন করিয়া, এদেশীয় লোকের যোগে এতদ্দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রিটনীয় শক্তি প্রবল প্রতাপান্বিত। সমস্ত ভারতবর্ষের রমণীয় উদ্যান ভূমি ব্রিটনের বিজয়িনী শক্তির মহিমায় গৌরবান্বিত। চতুর্দ্দিকে বদ্ধমূল ব্রিটিশ শক্তি বিরাজিত। এই প্রকার একটী প্রবল প্রতাপান্বিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের আবির্ভাব ভারতের ভাগ্যে বিগত নয় শত বৎসরের মধ্যে আর সংঘটিত হয় নাই।

ব্রিটিশ ভারতের সকল অধিবাসীর রাজনৈতিক উন্নতির আশা একরূপ, রাজনৈতিক অভাব একরূপ। সমস্তই এক রাজনৈতিক শাসনের অধীন। বিধি, ব্যবস্থা ও শাসন প্রথা সর্ব্বত্রই প্রায় এক-রূপ। বৈদেশিক শাসনের অবশ্যম্ভাবী কষ্ট সকল প্রদেশেই এক

প্রকার। একই ট্যাক্সের জ্বালায় সকলেই সমভাবে জ্বালাতন। এই সকল কারণ বশতঃই সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহানুভূতি ক্রমশঃই ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিতেছে। জগদ্বিখ্যাত আকবরসাহের রাজত্ব কাল ভিন্ন অপর কোন মুসলমান সম্রাটের সময়ে এই প্রকার সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। সেই জন্যই মনে হয়, এ দেশে ব্রিটনীয় শক্তির প্রভাবে এমন এক দিন উপস্থিত হইবে, যখন একতার বিশ্বমোহিনী তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে, সাম্যের বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইবে, জাতি নির্ব্বিশেষে ভারতের একই ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া, গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি ঘোষণায় বদ্ধপরিকর হইবে। ভারতে জাতীয় মহাসমিতির অভ্যুদয়ই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া, এ দেশে থাকিয়াই অধিকার বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ দেশে আর প্রত্যাগমন করেন নাই। এতদ্দেশীয় লোকের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া, ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করিয়া, ভারতের নানা স্থানে কোটী কোটী টাকা ব্যয় করতঃ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বড় বড় মসজিদ ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ দেশের হিতার্থে কিছুই করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের বহু অর্থ শোষণ করিয়াও এতদ্দেশের মঙ্গল ও উন্নতি কল্পে কতক অংশ ব্যয় করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ ভাবে কর ও টেক্স সংগৃহীত হইতেছে, মুসলমানদিগের সময়ে প্রায় তদ্রূপ ভাবেই সংগৃহীত হইত। মুসলমানেরা এই

ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট বাখরগঞ্জ হইতে (১) রাজস্ব বা ভূমির খাজানা, যে নিয়মে ও যে হারে আদায় করিতেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও প্রায় তদ্রূপ ভাবেই আদায় করিতেছেন। মুসলমানদিগের সময়ে বাখরগঞ্জে খাস মহাল ছিল না। এ দেশের কতকগুলি জমি মহা অরণ্যে আবৃত ছিল; ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট উক্ত জমিগুলি আবাদ ও জরিপ করিয়া, তথায় শস্যাদি উৎপন্ন করাইতেছেন ও বার্ষিক প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তদ্দ্বারা গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত আয় হইতেছে। ইহাতে বাখরগঞ্জ বাসীর যে বিশেষ কোন অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। (২) মুসলমানেরা "গাজর" নামে একটী ট্যাক্স ধোপা জাতির নিকট হইতে আদায় করিতেন। বাখরগঞ্জ হইতে বার্ষিক প্রায় ৪০০শত টাকা সংগৃহীত হইত। (৩) তাঁহারা "ধুমধারী" নামে ট্যাক্স ব্যাধ ও সাপরিয়া জাতির ব্যবসার উপর ধার্য্য করিয়া, এ দেশ হইতে প্রায় দেড় হাজার টাকা আদায় করিতেন। (৪) গায়ক ও নট্ট জাতির নিকট হইতে "বাজাত্রি" নামে ট্যাক্স আদায় করিতেন। (৫) শুঠী মৎস্য বিক্রেতা গণকে "মহাই" ট্যাক্স দিতে হইত। (৬) যাহারা কার্পাস হইতে সূতা বাহির করিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা 'চাপ্পাজমাদানী' নামক ট্যাক্স দিত। (৭) যাহারা বাজারে শাক শবজী বিক্রয় করিয়া কোন মতে জীবন ধারণোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিত, তাহাদিগকে "চরমুকুন্দিয়া" ট্যাক্স দিতে হইত। সম্ভবতঃ মুসলমানী আমলে মাদক দ্রব্য ও লবণের উপর ট্যাক্স ছিল না; ইংরেজ রাজত্বে লবণের উপর ট্যাক্স হওয়ায় প্রজার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। দেশীয় মদের ভাটি এ দেশে রাখিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায়

না; সুরাপানে এ দেশ অধঃপাতে যাইতেছে। সে কালে পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ক কর কাহাকেও দিতে হইত না; ইহার যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে, সে সময়ে সাধারণের সুবিধার জন্য দুই একটী রাস্তা ভিন্ন অপর কোন রাস্তা, ঘাট, রেলওয়ে, ষ্টিমার, জাহাজ প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সুতরাং ঐরূপ কর লওয়ার আবশ্যকতাও মনে হয় নাই। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের সুশাসন জন্য বিবিধ প্রকারে কর ও ট্যাক্স আদায় করিতেছেন এবং তাহা হইতে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অনেকানেক সিভিলিয়ন ইংরেজ কর্ম্মচারিগণকে এ দেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রাপ্য বেতনগুলি এ দেশ হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু মুসলমানদিগের সময়ে ঐ টাকাগুলি এদেশেই থাকিয়া যাইত। সুতরাং আমাদিগের মনে হয়, এ কাল অপেক্ষা সে-কালে লোকের আর্থিক অবস্থা কিছু ভাল ছিল। এ স্থলে ইহাও দেখিতে হইবে যে, এ দেশীয় বর্ত্তমান শ্রেণীর লোকদ্বারা এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত কার্য্যাদি সম্পাদিত হইতে পারে কি না। স্বাধীন প্রবৃত্তি ও একতার অভাবেই এ দেশের এতদুর্দ্দশা ঘটিতেছে। স্বায়ত্ত শাসন প্রথাই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশিত হইতেছে। তবে যাঁহারা যোগ্য, তাঁহারা উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইতেছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে যে, দেশের শিক্ষা, সমাজ নীতি, ধর্ম্ম নীতি ও রাজনীতির উন্নতি হইতেছে ও পূর্ণ মাত্রায় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। মুসলমানদিগের সময়ে শান্তি, সমাজ নীতি ও ধর্ম্ম নীতির বিশৃঙ্খলার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। ইংরেজ রাজত্বে বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান-দিগের সময়ে বাণিজ্যের নামও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ব্রিটিশ শক্তি প্রভাবে অত্যাচারীর দৌরাত্ম্য কমিয়াছে, লোকের স্বত্ব রক্ষা করা সহজ হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান রাজত্ব কালে "যাহার লাঠি তাহার মাটী" এই নিয়মই প্রায় প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা থাকায় লোকে রাজ পুরুষদিগকে মনের কথা বলিবার পথ পাইয়াছে, বিদ্যা চর্চ্চার উন্নতি হইয়া লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে, নূতন নূতন রাস্তা, রেলওয়ে ও বাষ্পীয়পোত আরোহণে স্থানান্তরে গমনাগমন করিবার সুবিধা হইয়াছে। ডাকের ও টেলিগ্রাফের বন্দোবস্তদ্বারা অল্প সময় মধ্যে দূরদেশে সংবাদ প্রেরণের সহজ উপায় হইয়াছে। এই প্রকার একটী ক্ষমতাপন্ন গবর্ণমেণ্টের প্রতি সহজেই অনুরাগের ভাব আসিয়া পড়ে। ব্রিটনীয় শক্তি প্রভাবে লোমহর্ষণ ও ভয়াবহ সহমরণ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন প্রভৃতি প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাল্য বিবাহ ক্রমে লোপ পাইতেছে ও বহু বিবাহ কুপ্রথার মূলে কুঠারাঘাত হইতেছে।

ইংরেজ রাজত্বে দেশের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে, ইহা লইয়া অনেকেই তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই এইটী আমাদিগের গুরুতর চিন্তার বিষয়। ইহার প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়াও বড় সহজ ব্যাপার নহে। ইংরেজ আমাদিগের রাজা, আমরা তাহাদিগের প্রজা। রাজ্যের সুশাসন জন্য রাজা আমাদিগের নিকট দায়ী। রাজ্যের সুশাসন ও শান্তিরক্ষার জন্য প্রজার নিকট কর, ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করাও যুক্তি বিরুদ্ধ

নহে। প্রজা যদি দরিদ্র হইয়া পড়ে, রাজা সাধ্যানুসারে তাহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রজার নিকট দায়ী। কিন্তু অপব্যয়িতা অলসতা ও বিলাসিতা দ্বারা যদি প্রজার দারিদ্র্য বাড়িতে থাকে, সে জন্য কে দায়ী হইবে?

প্রজা সাধারণের দারিদ্র্য বাড়িবার চারিটী প্রবল কারণ আমাদিগের নিকট পরিলক্ষিত হইতেছে। (১) আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তক-বর্ণিত বাখরগঞ্জের পল্লীগ্রামে, জমিদার হইতে কৃষক পর্য্যন্ত প্রায় সমুদয় লোক ঋণজালে জড়ীভূত। মহাজনের ঘর খত, ডিক্রী ও কিস্তিবন্দীতে পূর্ণ, কিন্তু নগদ টাকা আদায় হইতেছে না। দেনায় ডুবু ডুবু হইয়াও বাজারে মদ, মিঠাই ও অপরাপর নানা প্রাকারের বিলাস সামগ্রী ক্রয় করিতেছে। এ অপব্যয়িতা ও বিলাসিতার জন্য কে দায়ী হইবে? (২) বিদ্যা শিক্ষা করিয়া চাকরী করিতে হইবে, ইহাই লোকের সাধারণ সংস্কার। বিশ্ববিদ্যালয় ত দাস প্রস্তুত করিবার কারখানা নহে। আমাদিগের শিল্প সম্বন্ধীয় অধীনতা, রাজনৈতিক অধীনতার মূলীভূত কারণ। বিদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য আমাদিগের বাখরগঞ্জে আমদানি হইতেছে, তন্মধ্যে কাপড়, লবণ, লোহা, কাচ, টিন, কেরোসিন তৈল, সাবান, দেশলাই, কালী, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, ঔষধ, কাগজ প্রভৃতিই বহুল পরিমাণে আসিতেছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত করাইতে পারিলে, বিদেশীর হস্ত হইতে কতক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায় ও দেশের লোকের অবস্থারও কথঞ্চিৎ উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বিষয়ে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোযোগ নাই। বক্তৃতাদ্বারা অশ্রু বিসর্জ্জন

করিলে, দেশের মঙ্গল হয় না, বড় বড় সভায় উপস্থিত হইলেই কেবল দেশের উন্নতি হয় না. গবর্ণমেণ্টের রাজনীতির দোষকীর্ত্তন করিতে পারিলেই কেবল দেশ হিতকর কার্য্য করা হয় না, কিন্তু যিনি আমাদিগকে একটী আলগিন সম্বন্ধীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের নিকট অধিকতর দেশ হিতৈষী। যিনি কৃষি কার্য্যের বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে জঙ্গল আবাদ করিয়া শস্যাদি উৎপন্ন করাইবেন, তিনি আমাদিগের প্রকৃত বান্ধব। (৩) বিগত ১৮৭১, ১৮৮১ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে মানুষ গণনা হইয়াছে, তদনুসারে দেখা যায় যে, এই বাখরগঞ্জে বিশ বৎসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রত্যেক বৎসর ১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহা হউক, লোক বৃদ্ধির কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম না পাইলেও আমাদিগের দেশে লোক সংখ্যা যে দিন দিন বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং আরও দেখাযাইতেছে যে, যে অনুপাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই অনুপাতে আহার্য্য দ্রব্যের বৃদ্ধি হইতেছে না। সুতরাং খাদ্য সামগ্রী মহার্ঘ হইয়া লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। (৪) ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের বেতনের হার অধিক ও সেই অর্থগুলি এ দেশ হইতে বিলাতে প্রেরিত হইতেছে। ইহাদ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। এ দেশ জাত শস্যাদি ও অন্যান্য মূল্যবান্ দ্রব্যাদি বিদেশে চালান হইয়া, তৎপরিবর্ত্তে যে সকল সামগ্রী এ দেশে আমদানী হইতেছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই অকিঞ্চিৎকর। ইহাদ্বারা প্রজার দুর্দ্দশা ঘটিতেছে।

আর একটী বিষয় এস্থলে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। আমাদিগের স্বাস্থ্যের দুর্গতি কেন হইল? ইংরেজ রজেত্বের দোষ কি এদেশীয় লোকের দোষ? এদেশীয় লোকের স্বাস্থ্যের দুর্গতির কারণগুলি মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় কয়েকটী বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। (১) বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-প্রচলিত বাল্য বিবাহের ফল বিষময়। পূর্ব্বে কোন ব্যক্তিই ২৫ বৎসর অতিক্রম না করিয়া বিবাহ করিত না। সকলেই শাস্ত্র ও দেশাচার মানিত। সুতরাং বিবাহের পর ৪।৫ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীর দর্শন লাভ পর্য্যন্তও তাহাদিগের পক্ষে দুর্ঘট ছিল। সন্তান সন্ততিগুলি পিতামাতার উপযুক্ত বয়সে জন্ম গ্রহণ করিত, সুতরাং তাহারা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দীর্ঘজীবী হইত। তখন আহার্য্য দ্রব্যাদি সুলভ ছিল ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। সুতরাং অল্প টাকা উপার্জ্জন করিয়াও স্ত্রী-পুত্রাদির লালনপালন করিতে পারিত। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল ও কালেজে অধ্যয়ন কালেই বহু সংখ্যক যুবক বৃন্দের স্ত্রী-পুত্র কন্যাদ্বারা গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পড়া ছাড়িয়া এক দিকে চাকরীর চিন্তা, অপর দিকে অতিরিক্ত পোষ্যগুলির ভরণপোষণ প্রভৃতির চিন্তা। ভাবিতে ভাবিতে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া যায়, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, এই প্রকারে কেহ কেহ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। পরিত্যক্ত সন্তান সন্ততিগুলির স্বাস্থ্য নাশ হওয়ার যথেষ্ট কারণই বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাল্য বিবাহে কে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু করিয়া ফেলিতেছে, ইহার জন্য কে জবাব দিবে? সমাজ কি গবর্ণমেণ্ট?

(২) শারীরিক পরিশ্রমের অভাব ও মানসিক পরিশ্রমের

আধিক্য আমাদিগের এ দুর্দ্দশার আর একটী কারণ। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে ৫ বৎসর বয়সেই বালকগণ স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করে। সুতরাং তদবধি মানসিক পরিশ্রম ক্রমে বাড়িতে থাকে; যে পরিমাণে মস্তিষ্ক পরিচালনা করিতে হয়, ঠিক সেই পরিমাণে শরীর চালনা হয় না ও উপযুক্ত আহার্য্যও সকলের ভাগ্যে হইতেছে না। সুতরাং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে, পরিপাক শক্তির হ্রাস হয়, হৃদ্‌পিণ্ডের শক্তি খর্ব্ব হয়, নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া, দৃষ্টিহীনতা প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হইয়া, মানুষকে দুর্ব্বল ও অল্পায়ু করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী কতক পরিমাণে এই দুর্গতির নিমিত্ত দায়ী বলিয়া মনে হয়। শিক্ষা-পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্যক। অপরিপক্ক বয়সে সহজ বিষয়গুলি অল্প অল্প করিয়া পড়ান কর্ত্তব্য। অল্পবয়স্ক বালকদিগের জন্য দিবসে দুই বার স্কুল করা বিধেয়। যাহাতে বালক কালে মানসিক পরিশ্রমের মাত্রা কম হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদিগকে খেলিবার ও শরীর চালনা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অবসর দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইংরেজী শিক্ষা যদি এ দেশীয় লোকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়া-থাকে, তাহা হইলে কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় এ দেশেও স্কুলের সহিত ছাত্র-নিবাস সংস্থাপিত হওয়া প্রার্থ-নীয়। ইংরেজ দিগের ব্যায়াম বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ দেখা যায়, আমরা অন্ধভাবে তাহাদিগের বিলাসিতা ও এ দেশের অনুপযোগী নানা বিষয়ের অনুকরণ করিতেছি, কিন্তু তাহাদিগের উপকারী বিষয়ের অনুকরণে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হইয়া রহিয়াছি।

(৩) আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, দেশের দারিদ্র বাড়িয়াছে ও দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইতেছে। সুতরাং সকলের পক্ষে পর্য্যাপ্ত আহারাদির সংগ্রহ হইতেছে না বলিয়া স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন মদ্য পানাদি কয়েকটী ব্যক্তিগত কারণ আছে, যাহাতে ব্যক্তি বিশেষের স্বাস্থ্য নাশ হইতেছে।

হিন্দু রাজত্বের অবসানে, মুসলমান রাজত্বের অভ্যুদয়ে, এদেশীয় লোকের মধ্যে বিলাসিতার ভাব আবির্ভূত হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ রাজত্বে, সেই বিলাসিতা এ দেশে পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত হইতেছে। হিন্দু রাজত্বের সহিত আমরা অপর কোন রাজত্বের তুলনা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। কারণ হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস বহু শতাব্দি পূর্ব্বে অন্ধকারে লীন হইয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সহিত ইংরেজ রাজত্বের তুলনা করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, ইংরেজ রাজত্বে সর্ব্ব দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। সমাজ নীতি, ধর্ম্ম নীতি, রাজনীতি ও শিক্ষা কার্য্যের উন্নতি সাধন হইতেছে। যদি হিন্দুস্থানকে চিরদিনই বিদেশীয়ের শাসনাধীনে থাকিতে হয়, তবে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় রহিয়া এ দেশ শাসন করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়। মুসলমানদিগের সময়ে এ দেশীয় লোক বড় বড় রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, সেই ক্ষমতা এ দেশীয় উপযুক্ত লোককে প্রদান করিলে, ব্রিটিশ রাজ উদার গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়া, ভারত ইতিহাসে রাজেন্দ্র সমাজের বরণীয় হইয়া রহিবেন।

যাহাতে রাজকীয় শক্তিতে প্রজা সাধারণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, তৎপ্রতি রাজার বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য

বলিয়া আমাদিগের মনে হয়। উপযুক্ত পাত্রে, শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে আর্য্যসন্তানগণ কোন দিনও কুণ্ঠিত হন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়।

সাধারণ বিবরণ।

লোক সংখ্যা।

বিগত ১৮৭১, ১৮৮১ ও ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে যে মানুষ গণনা করা হইয়াছে, তদনুসারে দেখা যায়, বাখরগঞ্জে বিশ বৎসর কাল মধ্যে ২৭৫৮২১ জন লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড়ে প্রত্যেক বৎসর ১৩৭৯১ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা ২১৫৩৯৬৫ জন ছিল। যে সময়ে ও যে অনুপাতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ১৫৬ বৎসর পরে বাখরগঞ্জের লোক সংখ্যা দ্বিগুণ হইবে। যে সময়ে ও যে অনুপাতে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে, বাস্তবিক সেই সময়ে ও সেই অনুপাতে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। লোক সংখ্যা যদি পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে বহুকাল পূর্ব্বে জগৎ লোকে লোকারণ্য হইয়া যাইত এবং দাঁড়াইবার তিলমাত্রও স্থান থাকিত না। পৃথিবীও বহুকাল পূর্ব্বে তাহাদিগকে পালন করিতে অসমর্থ হইতেন। সময় সময় ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারী

উপস্থিত হইয়া, লোক বৃদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। দেশে সাময়িক দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর আবির্ভাব না হইলে, পৃথিবী বহু কাল পূর্ব্বে অধিবাসীকে স্থান দিতে অসমর্থ হইতেন। যাহা হউক, দিন দিন যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার কোন সংশয় নাই। ১৮৯১ সনের গণনানুসারে বাখরগঞ্জের ২১৫৩৯৫ জন লোক মধ্যে ১৪৬২৭১২ জন মুসলমান; ৬৮০৩৮১ জন হিন্দু; ৬০৮০ জন বৌদ্ধ; ৪৬৫৯ জন খৃষ্টান ও ১৩৩ জন ব্রাহ্ম। বাখরগঞ্জের প্রত্যেক পরগণায়ই মুসলমানের সংখ্যা অধিক। গৌরনদী, ঝালকাঠী ও স্বরূপকাঠীতে হিন্দুর সংখ্যা অধিক লক্ষিত হয়। সুন্দরবনে বৌদ্ধ জাতি বাস করে। গৌরনদী থানায়ই অধিকাংশ খৃষ্টান দিগের বসতি স্থান ও বরিশাল সহরে ব্রাহ্মগণ বাস করেন।

মুসলমান।

বাখরগঞ্জের মুসলমান সম্প্রদায় প্রায় সকলই সুন্নি। সুন্নিদিগের শাস্ত্রে গাঁজা, আফিঙ্গ ও সুরাপান প্রভৃতি মহাপাপ বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকে। এদেশীয় অধিকাংশ মুসলমান "ফেরাজী" শ্রেণী ও দুধু মিঞার দলভুক্ত। দুধু মিঞা ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মলফতগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম শরিতুল্লা। এদেশস্থ মুসলমান অধিবাসীর মধ্যে অল্প সংখ্যকই ক্রামতালীর দলভুক্ত। ক্রামতালী অতিশয় সাধু ও সচ্চরিত্র লোক। মুসলমানগণ এক আল্লার উপাসক। অপর কোন দেব দেবীর পূজা করে না। জাতি ভেদ প্রথা তাহাদিগের মধ্যে ছিল না, কিন্তু অধুনা তাহাদিগের মধ্যে এই ভাব একটু একটু

পরিলক্ষিত হইতেছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। দত্তক গ্রহণের বিধি নাই। এ দেশীয় মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি অল্প। নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানগণ অত্যন্ত অশিক্ষিত। ইহারা ক্রোধ সম্বরণ করিতে অক্ষম। দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নরহত্যা, যে জন্য বাখরগঞ্জ চিরকলঙ্কিত, তাহার অধিকাংশই এই শ্রেণীর মুসলমানগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। চোর ও ডাকাইতের সংখ্যাও এই শ্রেণীর মুসলমান মধ্যে অধিক। জেলখানায় কয়েদিগণের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। এ দেশে মুসলমানের সংখ্যার আধিক্যও ইহার অন্যতম কারণ। সায়েস্তাবাদ, উলনিয়া, নলচিড়া, চড়ামদ্দি, কড়াপুর, বামনা, সাতুরিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রধান প্রধান মুসলমানগণ বাস করেন।

হিন্দু।

হিন্দু জাতি চিরদিনই তাহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ। তাহারা ধর্ম্মোদ্দেশে জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। হিন্দুগণ সাকার বাদী, কোন না কোন দেবতার উপাসক। সময় সময় সাকার দেব দেবীর পূজা করিতে গিয়া তাঁহারা মহা কুসংস্কারেও পতিত হইয়া থাকেন। হিন্দুগণ জাতি ভেদকে পরমধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বালিকা গণের বাল্য বিবাহ পরম ধর্ম্ম ও বিধবা বিবাহ অধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন।

হিন্দুদিগের সামাজিক রীতিনীতির অধিকাংশই সন্তোষজনক। মানুষের চিরভূষণ নম্রতা, হিন্দু জাতির মধ্যে বিশেষ

ভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। নারীগণ অত্যন্ত লজ্জাশীলা, গৃহ কার্য্যে অত্যন্ত পটু। ব্রাহ্মণগণকে যথোচিত সম্মান দেখান হইয়া থাকে, কিন্তু বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বংশ কুকার্য্যে জড়িত হইয়া পদ-গৌরব নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কুলীন ব্রাহ্মণ এক ভয়ঙ্কর সম্প্রদায়, বহু বিবাহ করা ইহাঁদিগের মজ্জাগত অভ্যাস। কলসকাঠী নিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ ১০৬টী বিবাহ করেন, ইহাতেও তাহার সাধ পূর্ণ হইয়াছিল না। বিক্রমপুর নিবাসী মহাত্মা রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বহু বিবাহ কুপ্রথার সংস্কার কার্য্যে বহু দিবসাবধি যত্ন ও চেষ্টা করিতে ছেন ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন।

কলসকাঠী, গারুরিয়া, মানপাশা, নাগপাড়া, কাশীপুর, নল-চিড়া, খলিসাকোটা, উজিরপুর, বারপাইকা, শীকারপুর, গৈলা, বাইসারী, বুড়িহারী, আগলপাশা, তারপাশা, রহমৎপুর প্রভৃতি গ্রাম ব্রাহ্মণগণের প্রধান বসতি স্থান।

এ দেশে বৈদ্য জাতির সংখ্যা অতি অল্পই বলিতে হইবে। এ জাতি এখন পর্য্যন্ত আত্ম সম্মান রক্ষা করিয়া, সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিতেছে। বৈদ্য জাতির প্রায় সকলেই শিক্ষিত। তাহাদিগের প্রধান ব্যবসায়, আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসা। মাননীয় মিঃ বিভারিজ সাহেব মহোদয় তাঁহার লিখিত বাখরগঞ্জের ইতি-হাসে এ দেশীয় বৈদ্য জাতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কীর্ত্তিপাশা, পোনাবালিয়া, সিদ্ধকাঠী, কুলকাঠী, বাসণ্ডা, গৈলা, ফুল্লশ্রী, মাহিলাড়া, শোলক, জয়শীরকাঠী, খলিসাকোটা, নারায়ণ-পুর, গুঠিয়া, কলসগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বৈদ্যজাতির প্রাধান্য আছে।

বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থদিগের মধ্যে তুলনা করা সুকঠিন। কারণ রায়েরকাঠী, হবিরকাঠী প্রভৃতি দুই তিনটী গ্রাম ভিন্ন দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ আর কোন গ্রামেই দেখা যায় না। গাভার ঘোষ, নরোত্তমপুরের রায়, বানরিপাড়ার গুঁহ ঠাকুরতা, নথুল্লাবাদের মিরবহর, ভাতশালার ঘোষ, কাচাবালিয়ার গুহ, আখরপাড়ার বসু, বামরাইলের বসু, দেহেরগতির বসু ও গুহ, সাজাদপুরের গুহ, হানুয়ার গুহ, কুলীন কায়স্থ সমাজের নেতা। কিন্তু তাঁহারা শূদ্র জাতির সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া কলাপে লিপ্ত হইয়াছেন, সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া দিয়া, পদগৌরব হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছেন ও সমাজ মধ্যে নিন্দা-ভাজন হইতেছেন। আজ যাহারা তাঁহাদিগের পদ সেবক, কাল হয়তঃ তাহারা ঘনিষ্ঠ কুটুম্ব হইয়া দাঁড়াইবে। এ দেশীয় বঙ্গজ কায়স্থদিগের এ কলঙ্ক অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাখরগঞ্জের হিন্দুদিগের মধ্যে নম শূদ্র বা চণ্ডালের সংখ্যাই অধিক। ইহারা অত্যন্ত অশিক্ষিত, অত্যন্ত ক্রোধী। দাঙ্গা হাঙ্গামা ও নরহত্যাকাণ্ডে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের মতন ইহারাও লিপ্ত থাকে। ইহাদিগের মধ্যে চোর, ডাকাইতের সংখ্যাও কম নহে। জেলখানায় চণ্ডাল কয়েদীর সংখ্যাও অধিক লক্ষিত হয়।

বৌদ্ধ।

সুন্দর বনের মঘ জাতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বাখরগঞ্জের আর কোন স্থানে বৌদ্ধ জাতি নাই। এ জাতি অতিশয় সরল ও

সত্যনিষ্ঠ। ইহারা অরণ্য আবাদ করিতে অত্যন্ত দক্ষ। সুন্দর বনের চিলা চৌধুরীর সময়াবধি মঘদিগকে সাধারণতঃ "চৌধুরী" বলিয়া সকলে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এই জাতির মধ্যে চিলা চৌধুরী খ্যাতনামা লোক ছিলেন। ইহারা প্রায় সকলেই অহিফেন সেবন করিয়া থাকে। অহিংসাকেই পরমধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এ দেশে বৌদ্ধের সংখ্যা ৬০৮০ জন।

খৃষ্টান।

বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেবের সময়ে, ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে এদেশ মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হয়। উক্ত সাহেব বাহাদুর স্বয়ং অবগাহমণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন। গৌরনদী থানার অন্তর্গত আস্কর ও ধোনসার, এ দেশীয় খৃষ্টানদিগের প্রধান বসতি স্থান। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে গৌরনদীর অন্তর্গত বারপাইকার খৃষ্টানদিগের একটী মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, উহাদ্বারা এ দেশীয় খৃষ্ট সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ দেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ যেরূপ উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে প্রচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারা তত্তুল্য ফল পাইতেছেন না। নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি চণ্ডাল ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাদিগের দলভুক্ত হয় নাই। উক্ত চণ্ডালদিগের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় হিন্দু হইতেছে। ইহাদিগকে "ফিরতিখোচ" বলে। মিঃ জুশন ও মিঃ উইলিয়ম কেরী সাহেবের যত্নে বরিশালে যে একটী "বাইবেল ক্লাস" খোলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বহু সংখ্যক

বালকের নৈতিক উপকার সাধিত হইতেছে। ইহাও খৃষ্টধর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই স্কুলটীর জন্য বরিশালবাসী, উক্ত মহাত্মাগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। খৃষ্টানগণ যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের অবতার মনে করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই মানুষের পাপ মোচন করিতে সক্ষম নহে, যীশুকে ভজনা না করিলে, অনন্ত নরকে ডুবিতে হইবে, ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্মমত। এ দেশে ৪৬৫৯ জন খৃষ্টান বাস করেন।

ব্রাহ্ম।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ব্রাহ্মগণ কোন দেব দেবীর উপাসক নহেন। এক ঈশ্বর, তাঁহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাঁদিগের যত্নে সমাজের কুসংস্কার ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। ইহাঁদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি ইহাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব স্থাপন করেন। বাল্য বিবাহকে মহাপাপ বলিয়া মনে করেন। ব্রাহ্মগণ অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ। প্রত্যেক সাধু কার্য্যে ইহাঁদিগের আন্তরিক সহানুভূতির ভাব পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য সমাজে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করা ইহাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। এ দেশে ব্রাহ্মের সংখ্যা ১৩৩ জন।

লোকের স্বাভাবিক লক্ষণ।

কোন দেশের বিষয়, কোন জাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই সেই দেশ ও সেই দেশেস্থ লোকের চরিত্রের বিষয়

অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বাখরগঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, এ দেশের অধিকাংশ লোকই বৃথা তর্কে কালাতিপাত করিয়া থাকে। ইহারা বাক্‌পটু ও অতিরিক্ত ভাষী। এ দেশীয় লোকের অধিকাংশ মোকদ্দমায়ই জাল ও মিথ্যা সাক্ষ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। এ দেশে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয়বিধ মোকদ্দমার সংখ্যা এত অধিক যে, বিচারকগণ সময় সময় দিশাহারা হইয়া পড়েন। অনেক সময়ে কোন কোন মোকদ্দমার জটিল ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। চোর ও ডাকাইতের সংখ্যা বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা বাখরগঞ্জে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পুলিস কর্ম্মচারিগণের চেষ্টায় ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপে, ক্রমশঃই তাহাদিগের দৌরাত্ম্য কমিয়া আসিতেছে। এ দেশের ভদ্রবংশীয়দিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে উৎসাহী দেখা যায়। এ দেশবাসী হিন্দুগণ অতিশয় নম্র ও শান্ত। কিন্তু চণ্ডালগণ, উদ্ধত স্বভাবের লোক। শিক্ষিত ও ভদ্রবংশের মুসলমানগণ ভদ্রোচিত ব্যবহারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীস্থ মুসলমানগণের কোন প্রকারে রাগের কারণ জন্মিলে, প্রতিশোধ না লইয়া আর তাহারা সুস্থ হইতে পারে না।

বাখরগঞ্জের জাতি সমূহের নাম।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, নাপিত, ধোপা, নট্ট, ভূমালী, সাহা, চণ্ডাল, তাঁতি, জুগী, তেলী, মালাকর, জিয়ানী, জালিয়া, কৈবর্ত্ত, স্বর্ণ বণিক, বণিক, শাঁখারী, কুম্ভকার, কর্ম্ম-

কার, কাঁসারী, হালিয়াদাস, বারৈ, কোচ, সাওতাল, বৈরাগী, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান, মঘ ইত্যাদি জাতি এ দেশে বসতি করে। বর্ত্তমান সময়ে এই সকল জাতি বাঙ্গালা ভাষাই শিক্ষা করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা প্রায় সকল জাতির পক্ষেই মাতৃ ভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে।

এ দেশস্থ অশিক্ষিত ছোট লোকে যেরূপ ভাষায় কথা বলে, তাহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটী উদাহরণ এস্থলে সন্নিবেশিত করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। যথা—কারু হোনে (চারি দিকে), অনুরাগ হর্‌বেন না (রাগ করিবেন না), ধচ্‌মো না (চিমটা), হুলাক্ হর্‌ছে (আলোকিত করিয়াছে), এমোন্ তেমোন্ হরোতো লাল গোরা দৌরামু (মত বিরুদ্ধ কিছু করিলে ঘরে আগুন ধরাইব), মোর নাও হান্ যায় তিনে আলগোছে (নিমেষ মধ্যে আমার নৌকা চলিবে), তুই মোর্ হর্‌বি কি (তুমি আমার কি করিবে?) পাখীর বিচ্ছেদ (বহু সংখ্যক পক্ষী), অসন্দে হর্‌বেন না (সন্দেহ করিবেন না), বোহে (বক্তৃতা দেয়), আমেজ হরি (চিন্তা করি), হাস্তা (সস্তা), জোনোম্ বরি (জন্ম ভরিয়া), উজাল হরি (উজ্জ্বল করিয়া), হ্যাসে (শেষে), কোন্ মুহী যামু (কোন্ দিকে যাইব?), মুই এহোন্ কোম্‌নে যামু (আমি এখন কোথায় যাইব?) ইত্যাদি।

মাদক দ্রব্য।

বাখরগঞ্জের প্রায় প্রত্যেক জাতির লোক মধ্যেই সুরাপানের প্রচলন আছে। বৈদ্য জাতিই অগ্রগণ্য। সুরাপানে লোকের

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতির অধোগতি হইতেছে। অনেকেই অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। কেহ বা রোগ মুক্তির জন্য কেহ বা নিশার পরবশ হইয়া আফিঙ্গ সেবন করেন। সম্পন্ন লোকেরা ৪০ বৎসর বয়সের পরে শরীর পোষণার্থ অহিফেন ব্যবহার করিয়া থাকেন। রায়েরকাঠা গ্রামের বহু সংখ্যক ভদ্র লোক শরীর পোষণার্থ আফিঙ্গ সেবন করেন। সুন্দর বনে মঘ জাতির মধ্যে অহিফেন ব্যবহার অধিক পরিমাণে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর লোকে গাঁজা ব্যবহার করিয়া থাকে, গাঁজায় শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হয়, ইহা সেবনান্তে তাহাদিগের ক্লান্তি দূর হয়। এ দেশে গাঁজার চাষ নাই। কুচবিহার ও রংপুর হইতে এ দেশে গাঁজা আমদানি হইয়া থাকে। মরফিয়া, চরস, চণ্ডু ও তাড়ি, অত্যল্প লোকেই ব্যবহার করিয়া থাকে। এদেশে তামাকের ব্যবহার বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এ দেশস্থ অধিকাংশ পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ কোন না কোন প্রকারে তাম্রকূট সেবন করিয়া থাকে। আড়াই বৎসরের বালককেও তামাক ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

আমোদ।

নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ অভাবে দেশ অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে। নূতন নূতন আমোদের উদ্ভাবন হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুদিগের বিবিধ পূজা উপলক্ষে বাজী, বাজনা, বাইছখেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে বিশুদ্ধ আমোদ হইয়া থাকে।

মুসলমানদিগের রোজা, মহরমের আমোদ, খৃষ্টানদিগের বড় দিনের আমোদ, ব্রাহ্মগণের মাঘোৎসবের আমোদ, অতিশয় নির্দ্দোষ ও বিকারশূন্য। যাত্রাগান, থিয়েটর, নাচ, কবিগান প্রভৃতি সুরুচি সম্পন্ন নহে।

মেলাতে অত্যন্ত আমোদ হয় বটে, কিন্তু যে মেলার বেশ্যাগত প্রাণ, যে মেলার সুরাগত প্রাণ, তাহার অস্তিত্ব না থাকাই বাঞ্ছনীয়। বরিশাল জন সাধারণ সভার সম্পাদক বাটাজোড় নিবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুরোধে লাখুটীয়া মেলার স্বত্বাধিকারী বাবু বিহারীলাল রায় চৌধুরী তাঁহার মেলায় মদের দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বিলাতের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের উভয়ের নাম ঘোষিত হইয়াছিল। তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট মেঃ সেভেজ্ সাহেবের হুকুমে, মেলাতে মদের দোকান যাওয়ার বিধি রহিত হওয়ায়, বাখরগঞ্জের প্রকৃত হিতকর কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। কিন্তু বাখরগঞ্জে বেশ্যাশূন্য মেলা প্রায়ই দেখা যায় না। এ দেশে মোট ৭১টী মেলা আছে, তন্মধ্যে ঝালকাঠী, কীর্ত্তিপাশা, পিরোজপুর, লাখুটীয়া, বানরিপাড়া, কলসকাঠী, ভাণ্ডারিয়া, মটবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানের মেলাগুলি বিখ্যাত। কিন্তু বাউফল থানার অন্তর্গত কালীসুরী নামক স্থানে, দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে সৈয়দ এল্ অরফন্ নামক জনৈক মুসলমান সাধু কর্ত্তৃক একটী মেলা স্থাপিত হইয়াছে। কথিত আছে, তাঁহার একজন শিষ্যের নামানুসারে এই মেলার নামাকরণ হয়। উক্ত সাধুর সমাধি মন্দির এখনও কালীসুরীতে বর্ত্তমান আছে। প্রত্যেক বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে এই মেলা আরম্ভ হইয়া থাকে।

এখানে কোন রকমের মাদক দ্রব্য বা বেশ্যা প্রভৃতি উপস্থিত হইতে পারে না, মেলায় বহুতর দ্রব্যাদির আমদানি হইয়া থাকে, ইহা অতি নির্দ্দোষ ও নির্ম্মল ভাবের পরিপোষক। বাখরগঞ্জের আর কোন মেলাতেই এরূপ নির্দ্দোষ আমোদের উপলব্ধি করা যায় না।

কারখানা ও বাণিজ্য।

বাখরগঞ্জে বর্ত্তমান সময়ে কোন কারখানা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। অধিকাংশ লোকই কৃষি কার্য্য করিয়া থাকে। অতি পূর্ব্বকালে এ দেশে লবণের কারখানা ছিল। দক্ষিণ সাবাজপুরে ১৭৬৫ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লবণ, রেসম ও পাথর চুণার কারখানা ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে খাজেওকর ও বারওয়েল সাহেব ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত রায়মণ্ডল নামক স্থানে লবণের দুইটী কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শিবপুর ও ন্যামতী স্থানদ্বয়ে লবণের কারখানা ছিল। গৌরনদী থানার অন্তর্গত বিল্বগ্রামের মুসলমানেরা দেশী কাগজ প্রস্তুত করিত। বর্ত্তমান সময়ে উজিরপুর, গাবখান, মাধবপাশা প্রভৃতি স্থানে ভাল কাপড় প্রস্তুত হয়। গৌরনদী থানার অন্তর্গত পাতিহারের কাপালিগণ ছালা বুনাট করিয়া থাকে। পাটী, হোগলা, চাটই প্রভৃতি বাখরগঞ্জের প্রায় সকল দেশেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। চিড়াপাড়া ও রঙ্গশ্রীর পাটী বিখ্যাত। পিরোজপুরের নিকটবর্ত্তী জবরমল নামক স্থানে ইক্ষু গুড় প্রস্তুত হয়। দৌলতখাঁ ও নলছিঠীতে নারিকেল তৈলের

কারখানা আছে। চাউলাকাঠী প্রভৃতি বিলে দেশী চুণ প্রস্তুত করা হয়। উজিরপুর ও স্বরূপকাঠীতে উৎকৃষ্ট তীক্ষ্ণধার অস্ত্র পাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জে বড় বড় ঘটী প্রস্তুত হয়। ঝালকাঠীর নিকটবর্ত্তী মধিপুরে বড় বড় মাইট ও কোলার আমদানি অধিক। ঝালকাঠী, স্বরূপকাঠী, মেহেন্দীগঞ্জ, ষণ্ডেশ্বর, বরছাকাঠী, কালীগঞ্জ, বাখরগঞ্জ, ফলাগড় প্রভৃতি স্থানে সুন্দর কাঠের নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। নলছিঠীর উত্তরপাড়ে, কুলুপাড়া নামক স্থানে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঝালকাঠীতে একটী তৈলের কল স্থাপিত হইয়াছে। বাখরগঞ্জে অপর কোন কল কারখানা নাই।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জে চাউলের কারবার বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। সাহেবগঞ্জ, শ্যামতী, ঝালকাঠী, নলছিঠী, বগা, বাবুগঞ্জ, মৃজাগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে চাউলের আমদানি অধিক হইয়া থাকে। বর্ষাকালে ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা হইতে এ অঞ্চলে চাউলের আমদানি হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জ হইতে তেত্রিশ লক্ষ মণ চাউল, পঞ্চাশ হাজার মণ পাট চালান হয়। পাঁচ লক্ষ মণ লবণ ও চল্লিশ হাজার মণ কেরোসিন তৈল বাখরগঞ্জে আমদানি হইতেছে। বাখরগঞ্জের নানাস্থানে বিশেষতঃ দক্ষিণ সাবাজপুর ও নলছিঠীতে সুপারীর কারবার অধিক। সুপারীর কারবারে ভূম্যধিকারিগণের প্রায় তৃতীয়াংশ খাজানা আদায় হইতেছে। ব্রহ্মদেশে ও কলিকাতায় সুপারী চালান হইয়া থাকে। বাখরগঞ্জ হইতে কলিকাতা, রাজসাহী, ঢাকা, যশোহর, ফরিদপুর ও পাবনাতে প্রায় সাত লক্ষ নারিকেল

প্রেরিত হইয়া থাকে। কাপড়, লোহা, কাচ, টিন, সাবান, দেশলাই, কালি, খেলনা, বিস্কুট, ছাতা, ঔষধ, কাগজ প্রভৃতি বহুল পরিমাণে, বিদেশ হইতে বাখরগঞ্জে আমদানি হইতেছে। এ দেশীয় শঠীর পাল ও আবির নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

দ্রব্যাদির মূল্য ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহার কতকগুলি কারণ আমরা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। নবাব সায়েস্তাখাঁ ও নবাব সুজা উদ্দিনের সময়ে এক টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যাইত। মুরশিদকুলিখাঁর আমলে টাকায় চারি মণ ছিল। সাধারণতঃ বলিতে গেলে এ কাল অপেক্ষা সে কালে খাদ্য সামগ্রী মাত্রই সস্তা ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে টাকায় আড়াই মণ, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে টাকায় দেড় মণ, বর্ত্তমান সময়ে টাকায় ১৬ সের (পাকি) চাউল বিক্রয় হয়।

দেশের সামাজিক ও শিক্ষা বিষয়ক উন্নতির সহিত আমদানি ও রপ্তানির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। বিদেশীয়েরা এ দেশে আসিয়া বাণিজ্যদ্বারা বহু অর্থ শোষণ করিতেছে। সেইরূপ এ দেশীয় লোক বিদেশে যাইয়া কল-কারখানা স্থাপন করতঃ সচ্ছন্দে ব্যবসা ও বাণিজ্য করিতে পারেন ও তথা হইতে অর্থ ও বিবিধ দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে পারেন; সে দিকে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষিত হইতেছে না। বাণিজ্যের অযত্নেই এ দেশ ক্রমশঃ নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছে।

ঝালকাঠী, নলছিঠী, সাহেবগঞ্জ, ফুলঝুড়ি, ভাণ্ডারিয়া, পাড়ের হাট, স্বরূপকাঠী, বাবুগঞ্জ, মোহনগঞ্জ, বরছাকাঠী, বগা প্রভৃতি বড় বড় বন্দরে এ দেশীয় লোক ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকে।

জলপথ ও স্থলপথ।

জলপথে গমনাগমনের সুবিধার জন্য পাঁচটী ষ্টিমার লাইন আছে। (১) বরিশাল হইতে নলছিটী, ঝালকাঠী, কাউখালী, পিরোজপুর, কচুয়া, বাগেরহাট, ফকিরহাট প্রভৃতি স্থান হইয়া খুলনা পর্য্যন্ত, (২) বরিশাল হইতে ইদিলপুর ও মুলাদির মধ্য দিয়া চাঁদপুর পর্য্যন্ত, (৩) বরিশাল হইতে পালেরদির ধার দিয়া মাদারীপুর পর্য্যন্ত, (৪) বরিশাল হইতে পাতারহাট, দৌলাতখাঁ, ভোলা, হাতিয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া মেঘনার মধ্য দিয়া নোয়াখালী পর্য্যন্ত ও (৫) বরিশাল হইতে বগা, কলসকাঠী, বাখরগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, পটুয়াখালী প্রভৃতি স্থান হইয়া আমতলী পর্য্যন্ত, পাঁচটী ষ্টিমার লাইন বর্ত্তমান আছে।

বরিশাল, রহমৎপুর, দ্বারিকা, শীকারপুর, জাগুয়া, কালীজিড়া, দপদপিয়া, গুরুধাম, ঝালকাটী, দৌলাতখাঁ, তোজমদ্দি, মানপুরা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর প্রভৃতি স্থানের ফেরি প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন প্রায় শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেরি আছে। এই সকল ফেরি বা খেয়ার নৌকার সাহায্যে নদী ও খালের এক পাড় হইতে অপর পাড়ে যাওয়ার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বরিশাল হইতে লাখুটিয়া পর্য্যন্ত রাজচন্দ্র রায়ের কাটা খাল দিয়া লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। তথা হইতে মোহনগঞ্জ ও বাবুগঞ্জের মধ্য দিয়া জয়শ্রীর খালে পড়িয়া বাটাজোড়, মাহিলাড়া প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া পালেরদির নদীতে পৌছিতে পারা যায়; অপর দিকে লাখুটীয়ার ধার দিয়া এক খাল রহমৎপুর, মাধবপাশা, রাজারবেড় ও গুঠিয়ার মধ্য দিয়া পঞ্চ-

করণের দোনে মিলিত হইয়া এক দিকে গাভা, বানরিপাড়া পর্য্যন্ত; অপর দিকে উজিরপুর, খলিসাকোটা; দক্ষিণে নবগ্রাম, বাউকাঠী, ও বাসণ্ডার মধ্য দিয়া ঝালকাঠিতে মিলিত হইয়াছে। পঞ্চকরণ হইতে আর একটী খাল নারায়ণপুর ও খলিসাকোটার মধ্য দিয়া উজিরপুরের খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। গাভা, বানরিপাড়ার খাল বরাবর স্বরূপকাঠী ও নাজিরপুরের দোনে মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া পিরোজপুরের দামোদরে মিলিত হইয়াছে। পিরোজপুরের মধ্য দিয়া একটী খাল জবরমল হইয়া পাড়েরহাটের নদীতে পতিত হইয়াছে। ঝালকাঠীর উত্তর দিক্ দিয়া একটী খাল বাসণ্ডা, বাউকাঠী, নবগ্রাম হইয়া পঞ্চকরণের দোনে মিলিত হইয়াছে। ঝালকাঠীর পশ্চিমের খাল, গাবখান পর্য্যন্ত যাইয়া উত্তর দিকে রামনগর, তালোয়ারী, কেওরা, তারপাশা ও কীর্ত্তিপাশার মধ্য দিয়া এক দিকে রুণসি, খাজুরা, পাজিপুখরিপাড়ার মধ্য দিয়া বাউকাঠীর খালে পতিত হইয়াছে; অপর দিকে হানিপখাঁ বা সেখের হাটের মধ্য দিয়া কাউখালীতে মিলিত হইয়াছে। গাবখানের পশ্চিম দিক দিয়া এক খাল সেখেরহাট বা হানিপখাঁরহাটের সহিত মিলিত হইয়াছে। রূপসিয়ার পশ্চিম দিয়া একটী খাল রাজাপুরের মধ্য দিয়া কাউখালীতে মিলিত হইয়াছে। পোনাবালিয়ার মধ্য দিয়া একটী ভবানীপুরে, নলছিটীর মধ্য দিয়া সিদ্ধকাঠী পর্য্যন্ত, কুমারখালীর মধ্য দিয়া বাখরগঞ্জ ও সাহেবগঞ্জের নদীতে মিলিত হইয়াছে। বরিশালের পশ্চিমে একটী খাল নথুল্লাবাদ, কাশীপুর, কড়াপুর প্রভৃতি স্থান দিয়া কালীজিড়া নদীতে পড়িয়া বরাবর পশ্চিম দিকে নবগ্রামে পতিত হইয়াছে। একটী

খাল ভোলা হইতে দৌলাতখাঁর নদীতে পতিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন আরও বহুতর ভারানিখাল আছে। এই সকল খালের সাহায্যে নৌকা পথে লোকের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইতেছে।

বাখরগঞ্জের নদী পথে গমনাগমন করিতে যে সকল নদী ও দোন বাহিয়া যাইতে হয় তাহা আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিয়াছি; এস্থলে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

বরিশাল হইতে রাজচন্দ্র রায়ের রাস্তার সহিত মিলিত হইয়া গৌরনদী পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, উহাই এদেশের প্রধান ও বড় রাস্তা। তদ্দ্বারা লাখুটীয়া, রহমৎপুর, উজিরপুর, শীকারপুর, বাটাজোড় প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা। আমবৌলার রাস্তা গৈলা হইতে ঘাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বরিশাল হইতে ঝালকাঠী, বরিশাল হইতে নলছিটী, বরিশাল হইতে দপদপিয়া, ভোলা হইতে দৌলাতখাঁ, ভোলা হইতে তালতলী, গাজীরচর হইতে ধনিয়ামনিয়া পর্য্যন্ত রাস্তাগুলিও প্রধান। বরিশাল হইতে মাধবপাশা পার্ব্বতী চৌধুরাণীর রাস্তা। তথা হইতে নারায়ণপুর পর্য্যন্ত ঐ রাস্তার বিস্তার দেখা যায়। বরিশাল হইতে নবগ্রাম পর্য্যন্ত একটী বড় রাস্তা আছে।

স্বাস্থ্য ও রোগ।

মোটামোটি ধরিতে গেলে বাখরগঞ্জের জল বায়ুর অবস্থা ভাল। প্রায় সকল ঋতুতেই বায়ু ঠাণ্ডা থাকে। জলাশয়ের সংখ্যা অধিক থাকায় ও দক্ষিণ পশ্চিম "মনসুন" নামক বায়ুর প্রতাপে

এ অঞ্চলের বায়ু প্রায় সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকে। বরিশাল সহরে লোক সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, এস্থানের বায়ু ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী অনেকানেক "রিজার্ভ পুষ্করিণী" খনন করাইয়া স্বাস্থ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেছেন। ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ড পল্লীগ্রামে ঐ প্রকার জলাশয় খনন করিয়া, লোকের যথেষ্ট উপকার সাধন করিতেছেন।

এ দেশীয় লোকের পক্ষে ভাত, মুসরী ডাল, জীয়ন্ত মৎস্য প্রভৃতি অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য। কিন্তু মুসরী ডাল বাখরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে ব্যবহৃত হইলে, লোকের দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়। "লঙ্কা" ব্যবহারে এ দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু চর্ম্মরোগ প্রভৃতি জন্মায় ও ক্রোধ বৃদ্ধি করে। বাখরগঞ্জ ভিন্ন অন্য দেশে এত অধিক লঙ্কা ব্যবহৃত হইলে, লোকের অর্স ও উদরাময় রোগ জন্মে।

বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা নরম হইয়া পড়ে। তিন চারি মাস পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জের অধিকাংশ স্থানে কর্দ্দম দৃষ্টিগোচর হয়। যখন মাটি শুকাইতে থাকে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে ম্যালেরিয়া জ্বরের আধিক্য দেখা যায়। এ দেশে জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, বিষম জ্বর, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগ দেখা যায়। অল্পাধিক কলেরা বা বিষ্চিকা রোগ প্রায় সমুদয় বৎসর ভরিয়াই থাকে; গরমের সময়ে বিশেষ ভাবে ইহার প্রকোপ লক্ষিত হয়। এ দেশে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব বড় অধিক নহে। জরাদি রোগের চিকিৎসার জন্য যেমন অনেকানেক কবিরাজ ও ডাক্তার আছেন, বসন্ত রোগের সুচিকিৎসক বাটাজোড়ের প্রসিদ্ধ কবি-

বংশ বিভিন্ন দেশে গিয়াও এই ভয়ঙ্কর রোগের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অস্ত্র চিকিৎসায়, রহমৎপুরের জামালদি, কামালদি ও মুল্লুকচাঁদ সময় সময় সিভিল সার্জ্জনকেও পরাস্ত করিয়া গিয়াছেন। "ঘা" চিকিৎসায়, চাঁদশীর বিষ্ণুহরি ডাক্তারের বংশধর পদ্মলোচন দাস, ডাক্তারগণের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

বহুমূত্র, প্রমেহ, উপদংশ, শূলবেদনা, কাঁসী, বাত, হৃদ্‌কম্প, কুষ্ঠ রোগ প্রভৃতিও এ দেশে দেখা যায়।

দাতব্য ঔষধালয়।

নিঃস্ব রোগীদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্তের জন্য, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে, বাখরগঞ্জের স্থানে স্থানে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপিত হইতেছে। মিউনিসিপালটীর অধীনে বরিশাল সদরে পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুইটী চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। মফস্বলে আঠারটী দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপালটীর তহবিল হইতে এই সকল চিকিৎসালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতেছে। বিগত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বরিশালের সদর ডিস্পেন্সরী হইতে ১১০৮৭ জন ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৮৪৪৫ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। উক্ত ডিস্পেন্সরীর সংখ্যা কমাইয়া রোগীর চিকিৎসাকল্পে আয়ুর্ব্বেদ মতে চিকিৎসার জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইলে, বোধ হয় ফল আরও ভাল হইতে পারে। এদেশীয় লোক যেরূপ ধাতুতে গঠিত, এ দেশজাত ঔষধ প্রয়োগে,

অল্পায়াসে তাহাদিগের রোগের উপশম হওয়া সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

বাখরগঞ্জে ভীষণ বসন্ত রোগ নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিগত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩০৯১৪ জন ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৫২৪৬৬ জনকে টীকা দেওয়া হইয়াছে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এ দেশে বসন্ত রোগে ৯৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি কল্পে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩৮৫৬৲ টাকা উত্তম পানীয় জলের জন্য বিভিন্ন বোর্ডের তহবিল হইতে ব্যয়িত হইয়াছে।

জন্ম ও মৃত্যু।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৮৬৮৭২ জন ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩২১৪ জন লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

সমস্ত বাখরগঞ্জ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৯৩৯৫৮ জন, ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭৭১৫৬ জন ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৬৫২২৪ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অল্প পরিমাণে দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে।

শিক্ষা।

পূর্ব্বকালে এ দেশীয় লোক, সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদ্বয়ের অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান করিতেন। কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সাহেবের রাজ-বিজ্ঞাপনানুসারে এ দেশের সাধারণ শিক্ষা কর্ম্ম ইংরেজী ভাষায় সম্পাদিত হইতে থাকে।

বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট মিঃ গেরেট সাহেব ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে এ দেশে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীরামপুরের খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে বরিশালে একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। মিঃ ষ্টার্ট সাহেব ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিবার জন্য স্থান ক্রয় করিয়া তথায় স্কুল স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট উক্ত স্কুলের তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এই স্কুলটী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বে প্রত্যেক মহকুমায় এক একটী মধ্য ইংরেজী স্কুল ও বরিশাল সদরে একটী বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তৎকালে অপর কোন থানায় বা গ্রামে এইরূপ কোন বিদ্যালয় ছিল না।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জে বিভিন্ন প্রকারের ৩৬৫টী স্কুল ছিল এবং ১২১১০ জন বালক স্কুলে অধ্যয়ন করিত। তন্মধ্যে ৭৫১০ জন হিন্দু ও ৪৬০০ শত মুসলমান। যদিও মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা এ দেশে অধিক হউক, কিন্তু শিক্ষা বিভাগে হিন্দুর সংখ্যা চিরদিনই অধিক পরিমাণ লক্ষিত হইতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে মোট ২টী কালেজ, ১০টী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল, ৮৬টী মধ্য বাঙ্গলা ও ইংরেজী স্কুল, ৩৩০৭টী উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমেরী স্কুল ও ১টী টেক্‌নিকেল্ স্কুল সংস্থাপিত আছে। এই সকল বিদ্যালয়ে প্রায় নব্বই হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করে। বাখরগঞ্জের পুরুষের সংখ্যা ১১০৪৪৪৩ জন। স্কুলে যাওয়ার উপ-

যুক্ত বয়সের বালকগণ মধ্যে শত করা ৫০ জন বালক পড়িতেছে।

বরিশালের বালিকা বিদ্যালয় ব্যতীত পূর্ব্বে স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিলনা। অধুনা গবর্ণমেণ্টের অনুকম্পায় এ জিলায় ১১৬টী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় সাত হাজার বালিকা অধ্যয়ন করিতেছে। এ জিলার স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০৪৯৫২২ জন, স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের বালিকাগণ মধ্যে শত করা ৪ জন বালিকা পড়িতেছে।

বাখরগঞ্জ, শিক্ষা বিষয়ে যেরূপ ভাবে উন্নতি লাভ করিতেছে, বঙ্গদেশের অপর কোন স্থানেই এইরূপ দ্রুতোন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এদেশস্থ বালকদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া, যাহাতে তাহাদিগকে চরিত্রবান্ করিতে পারা যায় এবং যদ্দ্বারা দেশে প্রকৃত শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তজ্জন্য বাটাজোড় নিবাসী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি,এল্ প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত বাখরগঞ্জে ও সময়ে সময়ে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে, অদম্য উৎসাহের সহিত খাটিতেছেন। ১৮৮৪ অব্দের ২৭শে জুন তারিখে ইহাঁরই উদ্যোগে, ইহাঁর পিতৃদেব বরিশালস্থ ব্রজ-মোহন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ স্কুল ইহাঁরই দ্বারা নূতন প্রণালীতে চালিত হইয়া, শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উচ্চস্থান অধিকার করতঃ প্রশংসিত হইতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতাদ্বয় বাবু কামিনীকুমার দত্ত ও বাবু যামিনী-কুমার দত্ত, ঐ স্কুলটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজে পরিণত করেন।

বাবু অশ্বিনীকুমার ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বরিশালে ওকালতী আরম্ভ করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং স্থানীয় উকীল শ্রেণী

মধ্যে একজন উন্নত ও সুবক্তা উকীল বলিয়া পরিচিত হয়েন। পরে সাধারণের হিতানুষ্ঠানে অধিকতর সুযোগ ও সময় পাইবার জন্য এবং ওকালতীর কার্য্য কিয়ৎ পরিমাণে তাহাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ হওয়ায়, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যাগ করেন। তাহাঁর চেষ্টায় সর্ব্ব প্রথমে বরিশালস্থ ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ধর্ম্ম-জীবনের উন্মেষ হইয়াছে। তাঁহার যত্নে বরিশাল হইতে কুৎসিত আমোদ প্রমোদ অনেক পরিমাণে লোপ পাইয়াছে। এ জিলায় স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য অশ্বিনী বাবুই প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য-নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত করাইবার জন্য, ইনি এ দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন ও এই জিলা হইতে বহু সহস্র লোকের স্বাক্ষর যুক্ত এক আবেদন পত্র পার্লিয়ামেণ্ট মহা-সভায় প্রেরণ করেন। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ইহাঁকে ছাড়িয়া বাখরগঞ্জের কোন হিতকর কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; ইনিই আমাদিগের একটী প্রকৃত বন্ধু। অশ্বিনী বাবু দীন দুঃখী ও নিরাশ্রয় রোগিগণের একজন আশ্রয় দাতা। রাত্রে জাগরিত থাকিয়া, ইনি কলেরার রোগিগণের সেবা শুশ্রূষা পর্য্যন্ত করেন।

লাখুটীয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, ১৮৮৮ অব্দের ২৮শে জুন তারিখে তাঁহার পিতৃদেবের নামে রাজচন্দ্র স্কুল স্থাপন করিয়া, ১৮৮৯ অব্দে ঐ স্কুলটী দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজে, পরে প্রথম শ্রেণীর কালেজে পরিণত করিয়াছেন। এইখানে আইনের ক্লাস খোলা হইয়াছে। বিহারী বাবু বহু অর্থ ব্যয় করতঃ এই কালেজ চালাইয়া একটী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চেয়ারম্যান গৈলা নিবাসী বাবু

রজনীকান্ত দাসের উদ্‌যোগে বরিশালে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে টেক্‌নিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়া, এ দেশবাসীর একটী প্রকৃত অভাব দূরীকৃত হইয়াছে।

এ দেশে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উপযোগী বিশেষ কোন বিদ্যালয় নাই। নবদ্বীপ হইতে যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আসেন, তাঁহারা নিজ নিজ বাড়ীতে "টোল" করিয়া ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইয়া থাকেন। অধুনা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বরিশালে বৎসর বৎসর ঐ সকল ছাত্রগণের পরীক্ষা গৃহীত হয় ও পরীক্ষার ফলানুসারে ছাত্রগণ ও তাহাদিগের শিক্ষকগণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন হাইস্কুল ও কালেজে অল্প অল্প সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সংস্কৃত শাস্ত্রে দুইটী পুরস্কার দেওয়ার জন্য কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের হস্তে দুই শত টাকা অর্পণ করিয়া, একটী সুদৃষ্টান্ত স্থাপিত করিয়াছেন।

মুসলমানদিগকে আরবি ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে কয়েকটী পাঠশালা বর্ত্তমান আছে, তাহা যথেষ্ট নহে। এ দেশে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, সুতরাং তাহাদিগের শিক্ষার আরও উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বাখরগঞ্জের প্রত্যেক বিভাগে এক একটী মাদ্রাসা সংস্থাপিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মধ্য বাঙ্গলা, মধ্য ইংরেজী, হাই ইংরেজী স্কুলে ও কালেজে যে প্রণালীতে মুসলমানদিগের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা কম বলিয়া মনে হয়।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এ দেশে এখন পর্য্যন্তও তত সন্তোষজনক

ফল হইতেছে না। বাল্য বিবাহ প্রথাই হিন্দু বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে অন্তরায়। এ অধ্যায়ে ব্রাহ্মগণই দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহারা অদম্য উৎসাহের সহিত এ ব্রত পালন করিতেছেন। যদিও ব্রাহ্মের সংখ্যা অতিশয় অল্প হউক, তবুও তাহাদিগের শক্তি প্রশংসনীয়। বাখরগঞ্জের যে কয়েকটী রমণী উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলই ব্রাহ্ম পরিবারের অন্তর্গত। (১) চাঁদশীর শ্রীমতী কাদম্বিনী বসু বি, এ, এল্, আর, সি, পি। এই তেজস্বিনী রমণী একইকালে তিনটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এডিনবরা ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। (২) বাসণ্ডার শ্রীমতী কামিনী সেন বি, এ, ও (৩) শ্রীমতী যামিনী সেন এল্, এম্, এস্ (প্রথম)। অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার জন্য বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভা অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছেন। বিগত ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এই সভা স্থাপিত হয়। সভার প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তাগণ মধ্যে ফরিদপুরের বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, উজিরপুরের বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, গাভার বাবু অমৃতচন্দ্র ঘোষ, অভয়নীলের বাবু হরনাথ ঘোষ, নরোত্তমপুরের বাবু উগ্রকণ্ঠ রায় ও ইলুহারের বাবু বিহারীলাল সরকার, এই সকল দেশ হিতৈষী ভদ্র সন্তানগণের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মাননীয় ব্যারিষ্টার মিঃ আনন্দমোহন বসু বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার উন্নতি কল্পে যত্ন সহকারে সাহায্য করিয়াছেন।

বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার ১ম বর্ষে ২২ জন মাত্র সভ্য ছিল। কিন্তু সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) সেই স্থলে

সভ্য সংখ্যা সাড়ে তিন শতাধিক হইয়াছে। এ যাবৎ সভা ক্রমে দুই সহস্রেরও অধিক মহিলা এবং বালিকার পরীক্ষা গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। এ ভিন্ন এই সভার কোন কোন সভ্য স্ত্রী-শিক্ষার উপযোগি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়াও স্ত্রী-শিক্ষার সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিন্ধকাঠীর বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায় মহাশয়ের প্রণীত "গৃহলক্ষ্মী" এবং গৈলার বাবু আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রণীত "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" এই দুইখানি পুস্তকের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া বলিবার জন্য ১৮৮২ অব্দে সভা হইতে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়েল এডুকেশন কমিটীর সাক্ষ্য প্রদানার্থ, প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান হয় এবং এক সুদীর্ঘ আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া, স্ত্রী-শিক্ষার অভাব ও আবশ্যকতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় এবং এককালীন দান সংগ্রহ প্রভৃতিই সভার প্রধান আয়। এই উপায়ে সভা এ যাবৎ প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা সংগ্রহ করিয়া, স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দাতাদিগের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহোদয়ের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৮৩ অব্দে সভার সাহায্যার্থে তিনি এককালীন নয় শত টাকা দান করিয়া বদান্যতা এবং স্ত্রী-হিতৈষিতার উচ্চাদর্শ, দেখাইয়াছেন। গত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বরিশাল-ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড, সভার সাহায্যার্থে বার্ষিক দেড় শত টাকা দিতেছেন।

১৮৭৮ হইতে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তৎপরে ১৮৮৪ অব্দ হইতে

এ যাবৎ কাল লাখুটিয়া নিবাসী ব্যারিষ্টার মিঃ প্যারীলাল রায় চৌধুরী মহোদয়ই বিশেষ উৎসাহের সহিত সভাপতির কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন।

১৮৮২ অব্দের মার্চ্চ মাসে ঢাকা প্রবাসী বাখরগঞ্জের ছাত্রগণ সমবেত হইয়া, তথায় এক শাখা সভা স্থাপন করেন। ঐ শাখা সভা প্রায় দুই বৎসর কাল বিশেষ উৎসাহের সহিত মাতৃ সভার সাহায্য করিয়াছিলেন। বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ঐ সভার সভাপতি এবং গৈলার বাবু বিশ্বেশ্বর সেন সম্পাদক ছিলেন।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কেওরার বাবু মথুরানাথ সেন মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে বরিশালে একটী প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হয়। মূল সভাকে সকল বিষয়ে সহায়তা করাই এই প্রতিনিধি সভার প্রধান উদ্দেশ্য।

বাখরগঞ্জ হিতৈষিণী সভার সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব্বে বাখরগঞ্জে "Female Improving society" অর্থাৎ রমণীকুলের উন্নতি বিধান করিবার জন্য একটী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বাটাজোড়ের ৺ ব্রজমোহন দত্ত স্ত্রী-শিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য প্রত্যেক বৎসর তাঁহার প্রদত্ত ৪০৲ টাকার একটী পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাখরগঞ্জের শিক্ষা বিষয়ক বিবরণ পাঠে প্রতীয়মান হইতেছে যে এ দেশ শিক্ষা বিষয়ে উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিয়া দেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে দশ বারটী বি, এ, উপাধিধারী লোক ছিলেন কি না সন্দেহ, তৎস্থলে দেড় শতেরও অধিক লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের

বি, এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন। স্ত্রী-শিক্ষা দেশে পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত না হইলে, আমাদিগের ভবিষ্যৎ আশা গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইবে। সে কাল আর এ কাল, এত তফাৎ ও এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্ত্তমান সমাজ বাধ্য হইয়া স্ত্রী শিক্ষার প্রার্থী হইবেন। কিন্তু রমণীগণের অল্প শিক্ষার ফল অতি বিষময়; অল্প শিক্ষা অপেক্ষা নারীগণ অশিক্ষিতা অবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণ পুস্তকালয়।

এদেশস্থ অনেকানেক পল্লী গ্রামে বহু সংখ্যক সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত আছে। মিঃ কেম্প সাহেব ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে বরিশাল টাউনের সাধারণ পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়া লোকের মহদুপকার করিয়াছেন। উক্ত লাইব্রেরীতে ১৮৩০ খান পুস্তক আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই পুস্তকালয়ের কার্য্য ধীরে ধীরে আরম্ভ করা হইয়াছিল।

সংবাদ পত্র।

সর্ব্ব প্রথমে তারপাশা গ্রাম নিবাসী বৈদ্য কুলোদ্ভব পণ্ডিত হরকুমার রায় "পরিমলবাহিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে বাঙ্গলা ১২৮০সনে মাগুরার বাবু ঈশ্বরচন্দ্র কর "বরিশাল বার্ত্তাবহ" নামক সংবাদ পত্র প্রচার করেন। তদনন্তর তারপাশা গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "হিতসাধিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে "বালরঞ্জিকা, সত্যপ্রকাশ ও বঙ্গদর্পণ" নামক

তিনটী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা ১২৮৮ সনে কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "কাশীপুর নিবাসী" পত্রিকা বাহির করিয়া, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চালাইতেছেন। এত দীর্ঘকাল স্থায়ী পত্রিকা এ দেশে আর কখন দেখা যায় নাই। স্বদেশী ও সহযোগী নামক দুইটী সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইয়াই লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্ পণ্ডিত বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় "হিতৈষী" পত্রিকা প্রচার করিতেছেন।

মুদ্রা-যন্ত্র।

সর্ব্ব প্রথমে বাসণ্ডার বাবু পূর্ণচন্দ্র সেন "পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামক একটী যন্ত্র স্থাপন করেন। পরিমলবাহিনী পত্রিকা তথায় মুদ্রিত হইত। উক্ত যন্ত্র কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা ১২৮০ সনে বাবু ঈশ্বরচন্দ্র করের সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, ১২৯২ সনে বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাশীপুর যন্ত্র, ১২৯৪ সনে বাবু রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের হিতৈষী যন্ত্র ও ১৩০২ সনে বাবু অক্ষয়-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ যন্ত্রালয় স্থাপিত হওয়ায়, অধিবাসিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

গৈলার বিজয় গুপ্তের প্রসিদ্ধ মনসার পাঁচালী ও পদ্মপুরাণ এ দেশীয় পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

অতি পূর্ব্বে রায়েরকাঠীর জমিদার রাজা নরনারায়ণ রায় চৌধুরী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বসন্তকুমারী রায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু ব্রজমোহন দত্ত "মানব" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন; তন্মধ্যেমানবের দেহতত্ত্বের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, পাপ ও পুণ্যের ছবি অতি সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

বাসণ্ডার বাবু চণ্ডীচরণ সেন "মহারাজা নন্দকুমার, টমকাকার কুটীর, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, অযোধ্যার বেগম, এই কি রামের অযোধ্যা, জীবন-গতি-নির্ণয়" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, এদেশীয় অধিবাসীর শ্রদ্ধার ভাজন হইয়াছেন। দেশের ইতিহাসগুলি এই প্রকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্তবিকই দেশের মঙ্গল হয়। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী কামিনী সেন প্রণীত "আলো ও ছায়া" অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; পড়িতে পড়িতে ভাবুকের মন ভাবরসে প্লাবিত হইয়া যায়। লাকুটীয়ার কুসুমকুমারী রায়ের "স্নেহলতা ও প্রেমলতা" গ্রন্থদ্বয় বিশেষ প্রশংসা যোগ্য। কীর্ত্তিপাশার জমিদার বাবু রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী "কনকলতা, চিতোর উদ্ধার, চণ্ডবিক্রম, প্রমোদবালা, মায়াবিনী, কিরণসিংহ, সুধামুখী ও আমার পূর্ব্ব পুরুষ" নামক আটখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, বঙ্গীয় সমাজে প্রশংসিত হইয়াছেন। দেশের পুরাতন ইতিহাস এই প্রকার উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত করিয়া, বাবু রোহিণীকুমার রায় ও বাবু চণ্ডীচরণ সেন, বাখরগঞ্জের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আর্য্য জাতির কীর্ত্তি কলাপ লোক সমক্ষে যিনি ধরিতে পারেন, তিনিই আমাদিগের প্রকৃত দেশ হিতৈষী। রোহিণী বাবুর কনকলতা, প্রমোদবালা, মায়াবিনী,

সুধামুখী প্রভৃতি গ্রন্থ কয়েকখানি পবিত্র ভালবাসার পবিত্র ছবি বানরিপাড়ার বাবু মনোরঞ্জন গুহের "আশাপ্রদীপ" পুস্তকে মুক্ত আত্মা নরদেহে আবির্ভূত হওয়ার বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে। গৈলার বাবু চন্দ্রনাথ দাসের "কয়েকটী চিত্র" নামক পদ্য গ্রন্থখানির নাম উল্লেখ যোগ্য। বাটাজোড়ের ভূম্যধিকারী বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া, দেশস্থ বহু সংখ্যক বর্ষীয়ান্ ও যুবকবৃন্দের ভক্তিপথ প্রদর্শক হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা বাবু কামিনীকুমার দত্তের "ভালবাসা" নামক গ্রন্থ, ভালবাসার বিকারে প্রপীড়িত লোকের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ। সিদ্ধকাঠী নিবাসী বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায়ের "গৃহলক্ষ্মী" ও গৈলার বাবু আনন্দচন্দ্র সেনের "গৃহিণীর কর্ত্তব্য" গ্রন্থদ্বয় রমণীগণের বিশেষ ব্যবহারোপযোগি। কাশীপুরের বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পোষ্টাফিসের কার্য্যবিধি লিখিয়া, গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। তৎপরে "কাশীপুর কুসুম ও কাশীপুর নিবাসীর সংগ্রহ" পুস্তকদ্বয় প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিজ গ্রামের ও বিভিন্ন দেশ বিদেশের পুরাতন কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। কাঁচোবালিয়ার উকীল বাবু রসিকচন্দ্র বসু "ইণ্ডিয়ান্ ল রিপোর্ট ও নজির সংগ্রহ" পুস্তক প্রচার করিয়া, এ দেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছেন।

যে সকল গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নামোল্লেখ হইল, তদ্ভিন্ন বাখরগঞ্জে আরও অনেকানেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে; বিশেষ অসুবিধা বশতঃ সে সকল নাম এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—·::·—

বাখরগঞ্জে ইংরেজ রাজত্ব।

ইংরেজ কর্ত্তৃক এ দেশ অধিকৃত হওয়ার প্রায় শত বৎসর পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য সার্ ফ্রেডেরিক হেলিডে সাহেব এ দেশের প্রথম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার শাসন সময়ে সব ডিভিসন স্থাপন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে, জমিদারগণের ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া, নীলামি আইন জারি করা হয়। যদি নির্দ্দিষ্ট দিবসে জমিদারীর রাজস্ব দাখিল না হয়, তবে জমিদারী নীলাম হইয়া যাইবে, এই নিয়ম প্রচারিত হয়। ১৮৬০ অব্দে জন্ পিটার গ্রাণ্ট সাহেবের সময়ে স্থানে স্থানে ছোট আদালত স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬২ অব্দে ছোট লাটের কৌন্সেল বা আইন সভা স্থাপিত হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে মিউনিসিপাল-গবর্ণমেণ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পথকর আইন মঞ্জুর হয়। মহামতি লর্ড রিপণের শাসন কালে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সার্ বিভারস্ টমশন ছোট লাট সাহেবের সময়াবধি বঙ্গদেশের মিউনিসিপালিটীতে নির্ব্বাচন প্রথা ও স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া, স্থানে স্থানে বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। এই সময়ে বঙ্গ-মহিলাগণ প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, উপাধি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহারা মেডিকেল কালেজে অধ্যয়ন কবিতে আরম্ভ করেন।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক-বর্ণিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, অতি পূর্ব্বে ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত বারইকরণ নামক স্থানে সরকারী সদর কাছারী সংস্থাপিত ছিল। মিঃ মিডেলটন সাহেব ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বারইকরণ হইতে বাখরগঞ্জে সরকারী আফিসের পরিবর্ত্তন করেন এবং ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি তথায় শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। অদ্য পর্য্যন্তও এই জিলা "বাখরগঞ্জ জিলা" বলিয়া উল্লিখিত ও পরিচিত হইতেছে। ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস গ্রেপ্তার করাইবার জন্য মিডেলটন সাহেব, আলিয়ারখাঁ নামক জনৈক গোয়েন্দাকে দক্ষিণসাবাজপুরে প্রেরণ করেন। আলিয়ারখাঁ ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারী তারিখে ৩১৪ জন ডাকাইত, ঠগ ও বদমায়েস ধৃত করিয়া উক্ত সাহেব মহোদয়ের নিকট তাহাদিগকে অর্পণ করে। এই সময়ই মিঃ স্পেড্‌লিঙ্গ্‌ সাহেব বাখরগঞ্জে মাজিষ্ট্রেট হয়েন। তিনি দুই তিন মাস পরে স্থানান্তরিত হইলে, মিঃ উইণ্টল সাহেব তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইয়াই উক্ত সনে অর্থাৎ ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সদর কাছারী বরিশালে আনয়ন করেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই স্থলেই সরকারী আফিসাদি সংস্থাপিত আছে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে হাতিয়া এবং দক্ষিণ সাবাজপুর নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত হয়। কিন্তু পুনরায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সাবাজপুর বাখরগঞ্জ জিলাভুক্ত হয়। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ সাবাজপুরকে সবডিভিসন করা হয়। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বলেশ্বর নদীর পশ্চিমপাড়স্থ কচুয়া ষ্টেসন ও পিরোজপুরের দক্ষিণে মোড়লগঞ্জ, যশোহরের অন্তর্গত হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুর মহকুমা ফরিদপুরের

অন্তর্গত হয়। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পিরোজপুর ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পটুয়াখালীকে সবডিভিসন করা হয়। কোটের হাটে একটী মুন্সেফী চৌকী ছিল, তাহা পটুয়াখালী সবডিভিসন হওয়ায় এবালিস হইয়া যায়, কাউখালীর মুন্সেফী পিরোজপুরে, বাউফলের মুন্সেফী পটুয়াখালীতে, মেহেন্দীগঞ্জের মুন্সেফী দৌলাতখাঁয় ও দৌলাতখাঁয়ের মুন্সেফী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভোলায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রায়ই কঠিন শাস্তি হইত না, ফাঁসির সংখ্যাও অল্প ছিল। কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, ঘটনাস্থলে তাহার গল ফাঁসি দেওয়া হইত। সুসভ্য ব্রিটিশ রাজ্যে অপরাধীর প্রাণদণ্ড প্রথা যদি একে বারে রহিত হইয়া না যায়, তবে ঘটনাস্থলে, সর্ব্ব জন সমক্ষে ফাঁসি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয়, কারণ সেই ভীষণ কাণ্ডদ্বারা জনসাধারণ গভীর ভাবের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

অতি প্রাচীন কালাবধি বাখরগঞ্জে ডাকাইতদিগের দৌরাত্ম্য চলিয়া আসিতে ছিল। ইহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ সর্ব্ব প্রথমে এ দেশে চৌদ্দটী পুলিস ষ্টেসন স্থাপিত হয় এবং তৎসহ চৌদ্দখানি জল পুলিসের নৌকা দেওয়া হয়। জল পুলিসকে রাত্রিতে নদী মধ্যে পাহেড়া দিতে হইত। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ হায়য়াৎ ও আইনুদ্দিন্ সিকদার, সে কালের ডাকাইতগণের নেতা ছিল। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দ্বীপান্তরিত করা হইয়াছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মিঃ গেরেট সাহেবের আমলে বাখরগঞ্জের সতীদাহ প্রথা রহিত হইয়া যায়। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে সতীদাহ রহিত করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেও এ দেশে

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ২৩টী, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৬৩টী, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ৪৫টী ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ২৯টী নারী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করেন, কিন্তু ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই প্রথা বাখরগঞ্জ হইতে চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টার্ট সাহেবের আমলে, ৫০০০০ হাজার টাকা তহবিল তশ্রুব করার অপরাধে কালেক্টরীর খাদান্সীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ হয় ও ষ্টার্ট সাহেবকে গবর্ণমেণ্ট ডিগ্রেড্ করিয়া দেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জে একটী ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। মলফতগঞ্জে মিঃ ডুনলপ সাহেবের নীল কুঠিতে কালীপ্রসাদ কাঞ্জীলাল নামক একটী ভদ্র লোক কার্য্য করিতেন। প্রবাদ আছে যে, ফেরাজী মুসলমানগণের নেতা দুধু মিঞার সহিত নীল কুঠির সাহেবের মনোবাদ থাকায়, দুধু মিঞার নিযুক্ত লোকগণ কালীপ্রসাদকে কলসকাঠীর নিকটস্থ কোন এক স্থানে আনিয়া, তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিল। মোকদ্দমার বিচারে প্রথম আদালতে দুধু মিঞার কারাদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু উর্দ্ধ আদালত তাঁহাকে অব্যাহতি দেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন মিঃ আলেকজণ্ডার সাহেব বাখরগঞ্জের মেজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখন পিরোজপুরের অন্তর্গত সিংখালী গ্রামের রগন মিঞা ও মোহন মিঞা ৮টা লুঠ ও বহুতর হাঙ্গামা করে। গবর্ণমেণ্টের বিচারে তাহাদিগের চৌদ্দ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, তাহারা দ্বীপান্তরিত হয় ও তাহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন বাখরগঞ্জে

কত শত ডাকাইতি ও তজ্জনিত হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, তাহার পরিষ্কার হিসাব পাওয়া যায় না। বাউকাঠী নিবাসী সাগর কর্ম্মকার স্বয়ং একজন প্রসিদ্ধ ডাকাইত ও এক দল চোরের নেতা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে পুলিসের বন্দোবস্তে ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতাপে চোর ও ডাকাইতগণের অত্যাচার কমিয়াছে; কিন্তু বাখরগঞ্জের জালিয়াত দিগের দৌরাত্ম্য কমিতেছে না, ইহারা অবলীলাক্রমে লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

লুণ্ঠন ও ডাকাইতি প্রভৃতির সংখ্যা কমিতেছে বটে, কিন্তু হাঙ্গামা ও নর হত্যা কাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। যে পর্য্যন্ত এ দেশের নিম্ন শ্রেণীর ছোট লোকগণ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার না হইবে, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার না হইবে, যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইবে, তত দিন তাহারা নিজ স্বার্থ ও তাহাদিগের নিজ নিজ জমিদারের স্বার্থ ও ইঙ্গিতানুসারে, কথঞ্চিৎ পয়সা প্রাপ্ত হইয়া অথবা ঘটনা বিশেষে টাকা পয়সা গ্রহণ না করিয়াও এই সকল অমানুষিক কাণ্ডে লিপ্ত থাকিবেই থাকিবে। এস্থলে ইহাও বলিতে হইবে যে, এ দেশীয় জমিদার ও তালুকদারগণের অত্যাচারেও সময় সময় প্রজাগণ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অস্বাভাবিক নর হত্যা ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

মিঃ হাণ্টার সাহেবের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বাখরগঞ্জে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ৩২টা, ১৮৭২ অব্দে ১৬টা নরহত্যাপরাধের মোকদ্দমা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের পুলিস-ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল সাহেবের সার্কুলার দৃষ্টে জানা যায়, ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ২৭টা, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে

২৬টা, ১৮৯১ অব্দে ৫১টা, ১৮৯২ অব্দে ৪২টা, ১৮৯৩ অব্দে ৫৭টা, ১৮৯৪ অব্দে ৬৩টা ও ১৮৯৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৭২টা নরহত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬৩টা নরহত্যার মধ্যে ১৩টা বন্দুকের গুলিদ্বারা ও ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্তের ৭২টা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ১৯টা বন্দুকের গুলিদ্বারা খুন হইয়াছে। তদতিরিক্ত আরও ১৪টী লোককে বন্দুকদ্বারা গুলি করা হইয়াছিল, হাসপাতালে তাহাদিগের চিকিৎসা করায়, মাত্র ৪টী লোকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জে দেড় হাজারের অধিক বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। লাইসেন্স ভিন্নও বোধহয় সহস্রাধিক বন্দুক বিভিন্ন গ্রামে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে বাখরগঞ্জে মোট ১৬টী পুলিস ষ্টেসন এবং ১০টী আউটপোষ্ট স্থাপিত আছে; যথা—বরিশাল বা সদর বিভাগের অন্তর্গত (১) বরিশাল, (২) নলছিটী, (৩) ঝালকাঠী, (৪) বাখরগঞ্জ, (৫) মেহেন্দীগঞ্জ ও (৬) গৌরনদী ষ্টেসন। (ক) আগোরপুর, (খ) রাজাপুর, (গ) হ্যামতী ও (ঘ) বদরটুর্নী আউটপোষ্ট। পিরোজপুর বিভাগে—(১) পিরোজপুর, (২) ভাণ্ডারিয়া, (৩) মটবাড়িয়া ও (৪) স্বরূপকাঠী ষ্টেসন। (ক) বামনা ও (খ) নাজিরপুর আউটপোষ্ট। পটুয়াখালী বিভাগে—(১) পটুয়াখালী, (২) আমতলী, (৩) বাউফল ও (৪) গলাচিপা ষ্টেসন। (ক) মৃজাগঞ্জ ও (খ) ফুলঝুরী আউটপোষ্ট। ভোলা বিভাগে—(১) ভোলা ও (২) বরানদ্দি ষ্টেসন। (ক) দৌলতখাঁ ও (খ) তজুমদ্দি আউটপোষ্ট।

এ দেশে মোট ৫২৩ জন পুলিস, ৪৬ জন টাউন পুলিস ও

৪৮০১ জন চৌকীদার শান্তিরক্ষার জন্য নিযুক্ত আছে। পুলিস বিভাগে গবর্ণমেণ্টের প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ও চৌকীদারদিগের জন্য বাখরগঞ্জের অধিবাসীর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতেছে। বিভিন্ন গ্রামে ৬৩০ জন পঞ্চায়ত চৌকিদারদিগের কার্য্যের সহায়তা করিতেছেন। বাখরগঞ্জে মোট ৪২৯৩৫৩ খানা ঘর, সমস্ত পুলিস ও চৌকীদারের সংখ্যা ৫৩৭০ জন; এই হিসাবে দেখা যায়, প্রায় ৮৯ খানা ঘর, এক একজন পুলিসের এলেকাধীন; এ দেশে মোট ৪৭০৮ খানা গ্রাম ও পুলিসের সংখ্যা ৫৩৭০ জন; এই হিসাবেও প্রায় একটী গ্রাম, একজন পুলিসের এলেকায় পড়ে। পুলিস, চৌকীদার ও তৎসহ পুলিস ষ্টেসনের সংখ্যার আরও বৃদ্ধি হওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশের জন্য কয়েকজন ডিটেক্‌টিভ্ পুলিস কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ দেশীয় সর্ব্ব শ্রেণীর লোককে বন্দুক ও সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে না।

ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দমার সংখ্যা।

দাঙ্গা হাঙ্গমা, অনধিকার প্রবেশ, নরহত্যা প্রভৃতি মোকদ্দমার সংখ্যা বাখরগঞ্জে এখনও অধিক পরিমাণ দেখা যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শান্তিরক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমার সংখ্যা ব্যতীতও ৫৮৮২টী ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৬৪০৯টী ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

দেওয়ানী বিভাগে ছোট আদালতের মোকদ্দমা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১০৮৪৫টী ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১০৬৯২টী, খাজানার মোকদ্দমা ১৮৯৩

খৃষ্টাব্দে ১৯১৬৭টী ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৭৯৭৯টী, স্বত্বের মোকদ্দমা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৬৯৯টী ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৭৪৬টী, মোট ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৩১৭১১টী ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৩০৪১৭টী মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে।

যতদিন মোকদ্দমার সংখ্যার হ্রাস না হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশের মঙ্গল হইবে না। মোকদ্দমার সংখ্যা কমাইবার একটী মাত্র উৎকৃষ্ট উপায় আমাদিগের নিকট যুক্তি সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে আমাদিগের পল্লী গ্রামস্থ অধিবাসিগণের মধ্যে কোন রকমের বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, গ্রামের প্রাচীন ও বিজ্ঞ লোকদ্বারা ঐ সকল বিবাদের নিষ্পত্তি সাধিত হইত। বর্ত্তমান সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গ্রামস্থ প্রবীণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যত্ন করিলে, অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। মোকদ্দমার সংখ্যা কম হইলে, গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাইতে হয় ও দেশীয় হাকিম, উকীল, মোক্তার, কেরাণীর সংখ্যারও ক্রমশঃ হ্রাস হয়। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বাধ্য হইয়া, দেশের ব্যবসা, বাণিজ্য, কল, কারখানা, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যে মনোনিবেশ করিবেন এবং তদ্দ্বারাই দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। জাতীয় মহাসমিতির পক্ষ হইতে এই ব্রত অবলম্বন করিয়া, দেশ হিতৈষী মহাত্মাগণের বিভিন্ন দেশে বহির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। যত দিন এ দেশীয় লোক এই ব্রতে ব্রতী না হইবেন, তত দিন এ অধঃপতিত দেশের পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

জেল।

বাখরগঞ্জে যখন জিলা স্থাপিত ছিল, তখন তথায়ই জেলখানা ছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বরিশালে জেলখানা পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ গার্ডানার সাহেব কয়েদিগণের বাসোপযোগি কয়েকখানি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তথায় ইষ্টকালয় প্রস্তুত হয়। এখনও সেই কয়েকটী দালান বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বহুসংখ্যক কয়েদী গাড়দ ভাঙ্গিয়া বাহির হয়। তাহারা জেলখানার গৃহ দাহন করে ও তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট মিঃ বেটিয়া সাহেবকে আক্রমণ করে। সুবেদার ও হাওলাদারের চেষ্টায় তিনি কোন মতে জীবন রক্ষা করেন। সুবেদার প্রায় মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াও জীবন রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। ১২ জন কয়েদীকে বন্দুকদ্বারা গুলি করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

বরিশাল ভিন্ন পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ভোলাতে তিনটী জেল আছে।

বরিশাল জেলে ১৮০১ সনে কয়েদিগণের দৈনিক গড় ৭৫০ জন ছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে ৮০০ জন, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৯৮২ জন, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ৫২০ জন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বরিশালের জেলখানায় কয়েদিগণের দৈনিক গড়ের সংখ্যা ৪৩২ জন। তন্মধ্যে ৮৭ জন হিন্দু ও ৩৪৫ জন মুসলমান অর্থাৎ চারি ভাগ মুসলমান ও এক ভাগ হিন্দু; হিন্দুদিগের মধ্যে চণ্ডালের সংখ্যাই অধিক।

রেজিষ্টরী আফিস ও পোষ্টাফিস।

লোকের স্বত্ব রক্ষার সহজ উপায় করিবার জন্য, বাখরগঞ্জে ২১টী রেজিষ্টরী আফিস ও ৯টী ম্যারেজ রেজিষ্টরী আফিস সংস্থাপিত হইয়াছে। যথা—(১) বরিশাল, (২) গৌরনদী, (৩) ঝালকাঠী, (৪) মেহেন্দীগঞ্জ, (৫) নলছিঠী, (৬) বাখরগঞ্জ, (৭) মোহনগঞ্জ, (৮) রাজাপুর, (৯) পিরোজপুর, (১০) কাউখালী, (১১) মটবাড়িয়া, (১২) ভাণ্ডারিয়া, (১৩) স্বরূপকাঠী, (১৪) ভোলা, (১৫) বরানদ্দি, (১৬) তজুমদ্দি, (১৭) দৌলতখাঁ, (১৮) পটুয়াখালী, (১৯) বাউফল, (২০) গুলিসাখালী ও (২১) গলাচিপা; এই সকল স্থানে রেজিষ্টরী আফিস স্থাপিত আছে। (১) বরিশাল, (২) আগরপুর, (৩) মেহেন্দীগঞ্জ, (৪) ভোলা, (৫) বরানদ্দি, (৬) পটুয়াখালী, (৭) বাউফল, (৮) পিরোজপুর ও (৯) স্বরূপকাঠীতে ম্যারেজ সব রেজিষ্টরী আফিস স্থাপিত আছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বরিশাল সদরে রেজিষ্টরী আফিস স্থাপিত হয়। বাখরগঞ্জে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ৭৮৬৩৪ খানা ও ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৬৯৪২৯ খানা দলিল রেজিষ্টরী হইয়াছে।

দূরদেশে অল্প সময় মধ্যে সংবাদ প্রেরণের সুবিধার জন্য বাখরগঞ্জে ৪টী টেলিগ্রাফ আফিস, ১টী হেড্ পোষ্টাফিস, ২৬টী সব পোষ্টাফিস ও ৭০টী শাখা পোষ্টাফিস স্থাপিত আছে। যথা—হেড্ আফিস, (১) বরিশাল; সব আফিস (১) বাটাজোড়, (২) গৌরনদী, (৩) গৈলা, (৪) ঝালকাঠী, (৫) কলসকাঠী, (৬) বরিশাল কালীবাড়ী, (৭) মেহেন্দীগঞ্জ, (৮) নলছিঠী, (৯) নল-

গোড়া, (১০) রহমৎপুর, (১১) সাহেবগঞ্জ, (১২) উজিরপুর, (১৩) পিরোজপুর, (১৪) বানরিপাড়া, (১৫) কাউখালী, (১৬) ভাণ্ডারিয়া (১৭) মটবাড়িয়া, (১৮) স্বরূপকাঠী, (১৯) পটুয়াখালী (২০) গলাচিপা, (২১) গুলিসাখালী, (২২) ভোলা, (২৪) বরানদ্দি, (২৫) দৌলতখাঁ ও (২৬) তজুমদ্দি।

শাখা পোষ্টাফিস; বরিশাল আফিসের অন্তর্গত (১) কাশীপুর, (২) লাখুটীয়া, (৩) রাণীরহাট, (৪) সায়েস্তাবাদ। বাটাজোড়ের অধীন—(১) আগোরপুর, (২) বাসুদেবপাড়া, (৩) চন্দ্রহার, (৪) মাহিলাড়া, (৫) শোলোক। গৌরনদীর অধীন—(১) বাকাই, (২) বার্থী, (৩) চাঁদসী। ঝালকাঠীর অধীন—(১) বাসণ্ডা, (২) বাউকাঠী, (৩) কেওরা, (৪) কীর্ত্তিপাশা, (৫) নবগ্রাম, (৬) পোনাবালিয়া,(৭) রাজাপুর, (৮) রুণসী। কলসকাঠীর অধীন—(১) আঙ্গারিয়া, (২) ভাতশালা, (৩) গারুরিয়া। মেহেন্দীগঞ্জের অধীন—(১) হিজলা, (২) কাজীরচড়, (৩) লতা, (৭) সাহাগঞ্জ, (৫) সাহসপুর, (৬) শোলনা শ্রীরামপুর, (৭) উলানিয়া। নলছিঠীর অধীন—(১)অভয়নীল, (২) সিদ্ধকাঠী। রহমৎপুরের অধীন—(১) দেহেরগতি, (২) মাধবপাশা, (৩) রামচন্দ্রপুর। সাহেবগঞ্জের অধীন—(১) শ্যামতী, (২) পাদ্রি শিবপুর। উজিরপুরের অধীন—(১) খলিসাকোটা, (২) হবিবপুর। পিরোজপুরের অধীন—(১) নাজিরপুর, (২) পাড়েরহাট, (৩) রায়েরকাঠী, (৪) তুষখালী। কাউখালীর অধীন—(১) আমরাজুরী, (২) জলাবাড়ী, (৩) সাতুরিয়া। ভাণ্ডারিয়ার অধীন—(১) বামনা, (২) দাউদখালী। স্বরূপকাঠীর অধীন—(১) ইলুহার, (২) সোহাগদল, (৩) কামারকাঠী। পটুয়াখালীর অধীন—(১)

বাদুরিয়া, (২) ভূরিয়া, (৩) ভোগা, (৪) কনকদিয়া, (৫) কুক্কুয়া, (৬) মৃজাগঞ্জ, (৭) মুরদিয়া। বাউফলের অধীন—(১) নেহালগঞ্জ। গলাচিপার অধীন—(১) চালিতাবুনিয়া। গুলসাখালীর অধীন—(১)আমতলী, (২) আয়লা-চান্দখালী, (৩) বরগুণা, (৪) ফুলঝুরী। ভোলার অধীন—(১) গাজীপুর,(২) জয়নগর। বরানদ্দির অধীন—(১) কালীগঞ্জ, (২) লালমোহন, (৩) মিরজাকালা, (৪) তালতলী।

স্বায়ত্ত শাসন।

আপনাকে আপনি শাসন করিবার নামই প্রকৃত "স্বায়ত্ত শাসন"। যাহারা স্বায়ত্ত শাসনের নেতা, তাহাদিগের মধ্য হইতে স্বার্থ পরতার ভাব অন্তর্হিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতির ভাব থাকা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাদিগের মধ্যে আত্ম কলহ উপস্থিত হইয়া ভীষণ কাণ্ডের উৎপত্তি হওয়া বিধেয় নহে, পরার্থে তাহাদিগের আত্ম-স্বার্থ, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য ও সর্ব্বোপরি নিজ নিজ চরিত্রকে আদর্শ স্থানীয় করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলেই স্বায়ত্ত শাসন দ্বারা দেশে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল সংঘটিত হইতে পারে না। পরকৃত শাসনাপেক্ষা স্বায়ত্ত শাসনের প্রভাবে মনোবৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তি সকল অধিকতর পরিস্ফুটিত হইয়া মানবজাতির স্বাধীন চিন্তা শক্তির বৃদ্ধি হয়।

বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয়ের সময়ে স্থানীয় মিউনিসিপাল-বোর্ডে স্বায়ত্ত শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মাধবপুর গ্রাম

নিবাসী বরিশালের সুবিখ্যাত উকীল বাবু প্যারীলাল রায় চেয়ারম্যান ও ঢাকা জিলার অন্তর্গত হাসারা গ্রাম নিবাসী বরিশালের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু দীনবন্ধু সেন ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইয়া, তিন বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে বোর্ডের কার্য্য সম্পাদনে, এদেশীয় লোকের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন। তৎপর বাটাজোড়ের বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়ারম্যান ও বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। পুনরায় বাবু দ্বারকানাথ দত্ত চেয়ারম্যান ও সরমহলের বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত এল্, এম্, এস ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েন। তৎপর বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত চেয়ারম্যান ও বাবু তারিণীকুমার গুপ্ত ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টে স্বায়ত্ত শসান প্রথা প্রচলিত হওয়ার বিরুদ্ধে মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত সাহেব মহোদয় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সমীপে একটী সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করেন। এই ঘটনায় বাখরগঞ্জের অধিবাসিগণের পক্ষ হইতে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, চাখার নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ্, লাখুটীয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায় ও মিঃ প্যারীলাল রায় বারিষ্টার ছোটলাট বাহাদুরের নিকট ডেলিগেট্ প্রেরিত হয়েন ও গবর্ণমেণ্টর আদেশানুসারে মিঃ ফেচন্ সাহেবের সময়ে, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জের সদরে ও পিরোজপুর বিভাগে স্বায়ত্ত শাসন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের প্রথম বারে বাবু রজনীকান্ত দাস উকীল, দ্বিতীয় বারে মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ্ উকীল ও তৃতীয় বারে বাবু দ্বারকানাথ দত্ত উকীল, ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন।

সদর লোকাল বোর্ডের প্রথম বারের চেয়ারম্যান বাবু অশ্বিনী-কুমার দত্ত ও ভাইস্ চেয়ারম্যান মৌলবী মহম্ম ওয়াজেদ্। দ্বিতীয় বারের চেয়ারম্যান মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ্ ও ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু হরনাথ ঘোষ উকীল, তৃতীয় বারের চেয়ারম্যান বাবু রজনী-কান্ত দাস ও ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু নিবারণচন্দ্র দাস উকীল।

বোর্ডের তহবিলের টাকা প্রধানতঃ রাস্তা, খাল, পানীয় জলের পুষ্করিণী, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাইমারী শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইতেছে। বিগত ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বোর্ডের তহবিল হইতে নূতন কার্য্যের জন্য ৩৭০৬২ টাকা ও পুনঃ সংস্কার কার্য্যে ২৫৩২২ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বোর্ড নূতন কার্য্যে ৫৪৪০৩ টাকা ও পুনঃ সংস্কার কার্য্যে ২৫৫০৪ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। বোর্ড হইতে ফ্লোটিলা প্রভৃতি কোম্পানিকে ষ্টিমার লাইনের সাহায্যার্থে ৮১০০ টাকা দেওয়া হইতেছে।

পথকর।

ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কোন্ তহবিলের টাকা ব্যয় করিতেছেন, ইহার আলোচনা একটী অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয় বলিয়া মনে হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের রাজ-বিজ্ঞাপনানুসারে বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলায় "পথকর ও পাবলিক ওয়ার্ককর" নামক ট্যাক্স সংগৃহীত হওয়ার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়। বাখরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেবের আমলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরিশালে উক্ত ট্যাক্স নির্দ্ধারিত হয়। প্রত্যেক টাকার উপর পথকর দুই পয়সা ও পাবলিক ওয়ার্ককর দুই পয়সা, মোট

চারি পয়সা করিয়া ট্যাক্স সংগৃহীত হইতে থাকে। কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে যে বন্যা হয়, তাহাতে প্রায় তিন লক্ষ লোক ও বহুসংখ্যক গবাদি জন্তু ও স্থানীয় লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায়, তদানীন্তন সদাশয় মাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্টন সাহেব ও রোডসেস্ আফিসের সুযোগ্য মেম্বর বাবু প্যারীলাল রায় প্রভৃতি, প্রজার কষ্ট কথঞ্চিৎ দূরীকৃত করার মানসে পথকরের অর্দ্ধ হার নির্দ্ধারণ করেন। তদবধি এই হারে পথকর আদায় হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের উপদেশানুসারে স্থানীয় বোর্ডের মেম্বরগণ মধ্যে অধিক সংখ্যক মেম্বর, গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিতে, প্রজা সাধারণের বিরুদ্ধ মতে, প্রজা সাধারণের প্রতিনিধিগণই সংহারিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইলেন। বাখরগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাদিগের এ কলঙ্ক, চিরদিন এ দেশবাসীকে বিষাদ ভাবের উপদেশ দিবে। এই সময়ে পথকর দেড়া হইল, তৎপর ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে পথকরের হার দ্বিগুণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পথকর দেড়া করিবার সময়ে যে সকল দেশ হিতৈষী ভদ্রলোকগণ এই সংহারিণী নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তাঁহারা বাখরগঞ্জের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন। সুতরাং বাবু প্যারীলাল রায়, বাবু দীনবন্ধু সেন, বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, বাবু হরনাথ ঘোষ, বাবু উগ্রকণ্ঠ রায়, মিঃ রেইলি সাহেব, মিঃ ব্রাউন সাহেব ও মিঃ ডিসেলবা সাহেবের নাম এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এই সকল সহৃদয়গণই প্রজার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, এই সকল লোক মধ্যে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ব্যতীত অপর ব্যক্তিগণ আর কমিটীতে

প্রবেশাধিকারও পাইলেন না। এইত দেশের স্বায়ত্ত শাসন! বাখরগঞ্জের রাজনৈতিক ইতিহাসে বাবু প্যারীলাল রায় উকীল মহোদয়ের নাম প্রথমেই উল্লেখ যোগ্য। ইনি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বরিশালে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। তদবধি তিনি বাখরগঞ্জের নানাপ্রকার হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। তিনি বিদেশী হইলেও এ দেশের পরম বান্ধব। এখন পর্য্যন্তও জন সাধারণের কোন কার্য্যই বাবু প্যারীলাল রায়ের সাহায্য ভিন্ন সুন্দরভাবে সম্পাদিত হয় নাই।

পথকরে যত টাকা অদায় হয়, তাহারই অধিকাংশ টাকা সাধারণের হিতার্থে বোর্ডকর্ত্তৃক ব্যয়িত হইতেছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ঐপ্রকার ব্যয়ের জন্য বোর্ড পথকর তহবিল হইতে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়।

—০:::০—

গ্রাম সমূহের বিবরণ।

গ্রামের বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের এ স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। যে সকল গ্রামের বিবরণ বিশেষ ভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, সে সকল গ্রামের নাম পুনরুল্লিখিত হইল না। যে সকল দেশ হিতৈষী ভদ্রসন্তানগণ নিজ নিজ গ্রামের ইতিহাস প্রেরণ করিয়াছেন, যতদূর সম্ভব, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল।

সদর বিভাগ (বরিশাল)।

বাখরগঞ্জের পরগণা সমূহ মধ্যে গিরিধিবন্দর নামে যে একটী ক্ষুদ্র পরগণার উল্লেখ আছে, তাহাই বরিশাল নামে পরিচিত। বরিশাল, বাখরগঞ্জ জিলার প্রধান নগর। এই সহরটী কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮৩ মাইল পূর্ব্ব ও ঢাকা হইতে প্রায় ৭৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বগুড়া, আমানতগঞ্জ, আলেকান্দা ও কাউনিয়া, বরিশাল টাউনের অন্তর্গত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ হইতে বরিশালে গবর্ণমেণ্টের সদর কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছে। মীর কাশীমের নবাবী আমলে বরিশালে লবণের প্রধান কারখানা ছিল।

বরিশালে ১টী প্রথম শ্রেণীর কালেজ, ১টী দ্বিতীয় শ্রেণীর কালেজ, ৪টী এণ্ট্রান্স স্কুল, ১টী বঙ্গবিদ্যালয় (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত), ১টী বালিকা বিদ্যালয় (বাঙ্গলা ১২৮০ সনে স্থাপিত), ১টী টেক্‌নিকেল স্কুল ও কয়েকটী উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। এই নগরে জন সাধারণ সভা, ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, (১২৮০ সনে স্থাপিত), লোন আফিস (১২৮০ সনে স্থাপিত), টেলিগ্রাফ আফিস, ২টী পোষ্টাফিস, ২টী ষ্টিমার আফিস, সাধারণ পুস্তকালয়, বারলাইব্রেরী, ৪টী গির্জা, ব্রাহ্ম মন্দির (১২৬৮ সনে স্থাপিত), কয়েকটী কালী বাড়ী, কয়েকটী মদনমোহনের বাড়ী, ১টী জানালা হাস্‌পাতাল, পুরুষদিগের জন্য ১টী দাতব্য চিকিৎসালয় (১৮৪৭ অব্দে স্থাপিত), ৪টী ছাপাখানা, ২টী লিমনেডের কল, কয়েকটী সেলাইয়ের কল, গবর্ণমেণ্টের কাছারী বাড়ী, জেলখানা ও বোর্ড সমূহের আফিস স্থাপিত আছে।

সহরের স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা অতিশয় কম। উকীল, মোক্তার, হাকিম, আমলা, স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র প্রভৃতি ও অপরাপর ব্যবসায়ী লোকগণ প্রায় কেহই স্থায়িভাবে সহরে থাকেন না। দুর্গা পূজার বন্ধের সময়ে সহরে লোকের সংখ্যা অত্যল্প পরিমাণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৎসরের এগার মাস ভরিয়া লোক সংখ্যা অধিক পরিমাণ লক্ষিত হয়। মিউনিসিপালিটীর অধিকৃত টাউনের লোক সংখ্যা ১৫৪৮২ জন। সমস্ত সদর বিভাগে লোক সংখ্যা ৮৭৯১৭৭ জন। মিউনিসিপাল টাউনের দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। নদীর পাড়ের সৌন্দর্য্যে মানুষের মন বিমুগ্ধ হইয়া যায়। শৃঙ্খলার অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। রাস্তা, ঘাট ও

পুষ্করিণীগুলি অতিশয় পরিষ্কার। বাখরগঞ্জের প্রধান প্রধান লোক সকল অধিকাংশ সময়ই বরিশালে বাস করেন। সহরে থাকিলে, কোন রকমের অভাব কাহারও ভোগ করিতে হয় না। জমিদারগণ মধ্যে মিঃ ব্রাউন্ ও মিঃ লুকস্ সাহেব বরিশাল টাউনে সদর কাছারী স্থাপন করতঃ স্থায়িভাবে সহরে বাস করিতেছেন।

গারুরিয়া ও কলসকাঠী।

গারুরিয়া বা সায়েস্তানগর পরগণা বাখরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। গারুরিয়া ও কলসকাঠীর জমিদারগণ একই বংশ সম্ভূত ও এক আদিপুরুষ রামগোপাল রায়ের সন্তান। রামগোপালের ৬ পুত্র, তন্মধ্যে রামগোবিন্দ রায় গারুরিয়া গ্রামেই অবস্থিতি করেন ও সর্ব্ব কনিষ্ঠ জানকীবল্লভ রায় কলসকাঠী গ্রামে গিয়া বাস করেন। অপরাপর ভ্রাতাগণ বিশেষ খ্যাতনামা নহেন। রামগোবিন্দের তিন পুত্র—মধুসূদন, হরিদেব ও কৃষ্ণরাম। হরিদেব রায়ের তিন পুত্র—কালীকাপ্রসাদ, দুর্গাপ্রসাদ ও গঙ্গাপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদ নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। ইহাদিগের সময়ে স্থাপিত কালী, মনসা, শিব ও লক্ষ্মীনারায়ণ ও দেবমন্দিরগুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। কালীকাপ্রসাদের তিন পুত্র—রাজচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ ও কেবলকৃষ্ণ। ইহারা মাতৃ শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১৪৲ টাকা সহচর করেন। রাজকৃষ্ণ রায়ের পুত্র দীননাথ রায়। দীননাথ রায়ের স্ত্রী জয়দুর্গা চৌধুরাণী তাঁহার দত্তক পুত্র দ্বারকানাথ রায়ের যজ্ঞোপবিতোপলক্ষে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১০৲ টাকা সহচর করেন। উপরোক্ত গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র কমলা-

কান্ত, তৎপুত্র অখিলচন্দ্র রায়। ইনি পিতৃ শ্রাদ্ধে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ১২৲ টাকা সহচর করেন। গারুরিয়ার জমিদারগণ হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত অনেকানেক প্রকার দানাদি করিয়া, শত শত লোকের উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাঁদিগের বংশধরগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গারুরিয়ার পথ ঘাটগুলি সুবিধাজনক নহে। মধ্যে মধ্যে জঙ্গল দৃষ্ট হয়। বালকগণের পাঠোপযোগি কয়েকটী বিদ্যালয় আছে; এই গ্রামে সংস্কৃতের চর্চ্চা এখনও আছে। একটী পোষ্টাফিস তথায় স্থাপিত আছে।

উপরোক্ত জানকীবল্লভ রায় তাঁহার ভ্রাতাগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া, আট বৎসর বয়সে ঢাকার নবাব সাহেবের নিকট ভ্রাতাগণের অসদাচরণের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, নবাব এই বালকের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, অরঙ্গপুর ও রঘুনাথপুর পরগণা এবং নবাবের একজন প্রধান কর্ম্মচারী ইতমদপুর পরগণা জানকীবল্লভকে প্রদান করেন। তৎপর তিনি কলসকাঠী গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। ইনিই কলসকাঠীর জমিদারগণের প্রধান পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বংশধরগণ এখন এই গ্রামে বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হইয়া, নিজ নিজ জমিদারীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। এই বংশের ৺কালী বাবু ও ৺বরদাকান্ত রায় স্বনাম খ্যাত লোক। বরিশালে "কালী বাবুর ঘাট" নামে আমানতগঞ্জের নদীর ধারের ঘাট, কালী বাবুর সময়ে নির্ম্মাণ করা হয়। ৺বরদাকান্ত রায় অত্যন্ত হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সদাশয় পুরুষ ছিলেন। ইনি গণেশ পূজা উপলক্ষে কলসকাঠীতে প্রকাণ্ড এক মেলা স্থাপন করিয়াছেন, বৎসর বৎসর কার্ত্তিক

মাসে তথায় মেলা হয়। তাঁহার যত্নে গ্রাম মধ্যে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইয়া, সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধে তিনি নবদ্বীপ, মিথিলা প্রভৃতি পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া ২৫৲ টাকা সহচর করেন, এই উপলক্ষে তাঁহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তাঁহার পুত্র বিশ্বেশ্বর রায় পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে ২৬৲ টাকা সহচর করেন। ইহারা বংশপরম্পরায় হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত সর্ব্ব প্রকার দানাদি কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। কলসকাঠীর জমিদারগণের অবস্থার উন্নতিই হইতেছে। দেশের মধ্যে কয়েকটী রাস্তা, একটী পোষ্টাফিস, একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল ও কয়েকটী টোল স্থাপিত হইয়া, লোকের পরমোপকার সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাবু বিশ্বেশ্বর রায়, বাবু ব্রজকান্ত রায়, বাবু দুর্গাপ্রসন্ন রায়, বাবু সীতাকান্ত রায়, বাবু রাধিকাপ্রসন্ন রায় প্রভৃতিই প্রধান জমিদার।

কীর্ত্তিপাশা।

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত এই গ্রামটীর অবস্থিতি। বাখরগঞ্জের প্রসিদ্ধ বৈদ্য জমিদারগণের বাসস্থান বলিয়াই এ গ্রামটী সর্ব্বদেশে বিশেষ ভাবে পরিচিত। কীর্ত্তিপাশা গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতি বাস করেন। পূর্ব্বে পাহিদাস বংশ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিলেন। এখন মজুমদারগণেরই একাধিপত্য। শূদ্র, কর্ম্মকার, শঙ্খবণিক, চণ্ডাল, জিয়ানী, মুসলমান প্রভৃতিরও সংখ্যা কম নহে।

কীর্ত্তিপাশার জমিদারগণের অনুগ্রহে একটী বাজার, একটী পোষ্টাফিস, একটী মধ্য ইংরেজী স্কুল, একটী পুস্তকালয় (লাইব্রেরী), একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়া, নানা শ্রেণীর লোকের পরমোপকার সাধিত হইয়াছে। গ্রামের মধ্যে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, জমিদারগণ জন সাধারণ ও স্থানীয় লোকের নিকট যশোভাজন হইয়াছেন।

কীর্ত্তিপাশার জমিদারগণের আদি বাসস্থান বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত পোড়াগাছা গ্রাম। দুর্গাদাস সেন ইহাদিগের আদি পুরুষ। পাহি দাস বংশীয় হরেকৃষ্ণ রায় তাঁহার ভগিনীর বিবাহ দিয়া, ইহাকে কীর্ত্তিপাশায় স্থাপন করেন। দুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন; তাঁহার দুই পুত্র—রামগোপাল ও রামেশ্বর। রামগোপালের পুত্র রামকেশব ও রামেশ্বরের চারি পুত্র—কাশীরাম, কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম। রামকেশবের সন্তানগণ মধ্যে চন্দ্রনাথ ও ঈশ্বরচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইহাদিগের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা তত ভাল নহে। রামেশ্বরের চারি পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণরাম, বিষ্ণুরাম ও বলরাম এই তিন ভ্রাতাই রায়েরকাঠীর মহারাজা জয়নারায়ণ রায়ের চাকরী করিতেন। কৃষ্ণরাম সেন অসাধারণ বুদ্ধি বলে রায়েরকাঠীর জমিদার বাড়ীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নবাব সরকার হইতে "মজুমদার" উপাধি লাভ করেন। অদ্য পর্য্যন্তও কীর্ত্তিপাশার জমিদার বাড়ী, "মজুমদার বাড়ী" নামে অভিহিত হইতেছে। মহারাজা জয়নারায়ণের সময়ে রায়েরকাঠীর জমিদারী যখন প্রায় লুপ্ত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল, তখন কৃষ্ণরাম সেন অসাধারণ

কৌশলে, নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া, প্রভু ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, জমিদারী রক্ষা করিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণরাম হইতেই কীর্ত্তিপাশার ভাগ্য-লক্ষ্মী উদিতা হয়েন।

কৃষ্ণরামের জেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীরামের সন্তান সন্ততিগণ কীর্ত্তি-পাশার "পূবেরবাড়ীতে" বাস করিতেছেন। এই বংশে কৃষ্ণমোহন সেন অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সাহসী লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাবু কালীপ্রসন্ন সেন অতিশয় শিষ্টবান্ হিন্দু ও ধার্ম্মিক। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

কৃষ্ণরামের তৃতীয় ভ্রাতা বিষ্ণুরামের বংশধরগণ "পশ্চিমের বাড়ীতে" বাস করিতেছেন। ইহাদিগের মধ্যে উমানাথ সেন ও দুর্গানাথ সেন বয়োজ্যেষ্ঠ। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সেনের বংশধরগণ মধ্যে শম্ভুচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা এখন ভাল নহে।

কৃষ্ণরাম অত্যন্ত ন্যায়বান্ ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। তিনি সে কালের একজন প্রসিদ্ধ দাতা ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া রামরাম দাস ঘটক বিশারদকে তিনি কীর্ত্তিপাশায় স্থাপন করেন। রামরামের বংশধরগণ মধ্যে নীলমাধব কবিভূষণ, গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, প্যারীমোহন কবিরঞ্জন, রামদয়াল দাস, উমাচরণ কবিরত্ন ও অক্ষয়কুমার কবিরঞ্জনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইহাদিগের বাড়ী "কবিরাজ বাড়ী" নামে খ্যাত।

কৃষ্ণরাম ১০৯৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন ও ১১৬৬ সনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র রাজারাম ১১২৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি অত্যন্ত পুণ্যাত্মা পুরুষ ছিলেন। রাজারাম পিতার মৃত্যুর পরে কিছুদিন রায়েরকাঠীর রাজসরকারে দেওয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজবংশের আত্মকলহে তিনি কার্য্য ইস্তাফা করিয়া, নিজ বিষয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে কালাতিপাত করেন। বাসণ্ডা নিবাসী জয়দেব সেনের কন্যার সহিত রাজারাম সেনের বিবাহ হয়; এই সূত্রেই জয়দেবের বংশের কিশোর মহলানবিশ, শিবশঙ্কর মহলানবিশ প্রভৃতি কীর্ত্তিপাশায় চাকরী করিতেন। ১১৭৫ সনে রাজারামের মৃত্যু হয়। রাজারামের দুই পুত্র—নবকৃষ্ণ সেন ও কালাচাঁদ সেন। নবকৃষ্ণ ও কালাচাঁদ উভয়ই ধার্ম্মিক ও তেজস্বী লোক ছিলেন। ১১৬৪ সনে নবকৃষ্ণ ও তৎপর তিন চারি বৎসর পরে কালাচাঁদ জন্ম গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ গাবখান হইতে কীর্ত্তিপাশা পর্য্যন্ত একটী খাল ও রাস্তা প্রস্তুত করেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমার সেন, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ এখন "বড় হিস্যার" অধিকারী ও কালাচাঁদের পোষ্য পুত্র চন্দ্রকুমার সেন; তাঁহার সন্তানগণ "ছোট হিস্যার" অধিকারী। কালাচাঁদ দত্তক পুত্রকে তাঁহার নিজের আট আনি অংশের ছয় আনি ও ভ্রাতষ্পুত্র কালীকুমারকে দুই আনি অংশ দিয়া যান। এই কারণেই ষোল আনি বিত্তের বড় হিস্যা দশ আনি ও ছোট হিস্যা ছয় আনির মালিক হইয়াছে। কালাচাঁদ যে ভ্রাতষ্পুত্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ পরিষ্কার ভাবেই পাওয়া যাইতেছে; তিনি ১২২৮ সনে পরলোক গমন করেন। কালাচাঁদ

সেনের সহধর্ম্মিণী তারিণী চৌধুরাণী "তুলা" করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তুলাদণ্ডের এক দিকে তিনি, অপর দিকে স্বর্ণ ও রৌপ্য ওজন করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন।

কালীকুমারের পুত্র, রাজকুমার সেন; তৎপুত্র প্রসন্নকুমার সেন; তাঁহার চারি পুত্র—রোহিণীকুমার, কামিনীকুমার, রমণীকুমার ও বিনোদকুমার। চন্দ্রকুমার সেনের পুত্র, শশিকুমার সেন; তাঁহার দুই পুত্র—অন্নদাকুমার ও ভূপেন্দ্রকুমার।

১২৩৩ সনে নবকৃষ্ণ পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া, সুদূর হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ শ্রাদ্ধের তিন দিবস পূর্ব্বে অকস্মাৎ নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর চিতারোহণ করেন। নবকৃষ্ণের পুত্র কালীকুমার ব্রাহ্মণগণকে আরও এক মাস কাল কীর্ত্তিপাশায় রাখিয়া, অশৌচান্তে ২৬৲ টাকা সহচর করেন। এই কার্য্যে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কালীকুমার ১২১৩ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ১২৪৫ সনে ২২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষীয়া সহধর্ম্মিণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করেন। এই সময়ে রাজকুমার সেনকে দত্তক গ্রহণ করা হয়। রাজকুমার বাবু অল্প বয়সে পরলোক গমন করিলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ষ্টেটে উছি নিযুক্ত হয়েন। তিনিও এক বৎসর মধ্যে স্বামীর অনুগামিনী হয়েন। ১২৫১ সনে রাজকুমার বাবু "চৌদ্দমাদন মহোৎসব" করিয়া নবদ্বীপ পর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া, ২৬৲ টাকা সহচর করেন। এই ব্যাপারে তাঁহার

লক্ষাধিক টাকা ব্যয় হয়। রাজকুমারের পুত্র স্বনামখ্যাত বাবু প্রসন্ন-কুমার সেন, ইনি সাধারণতঃ "নাবালক বাবু" বলিয়া পরিচিত। নাবালক বাবু ১২৪৬ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, ছয় বৎসর বয়সের সময়ে নাবালক বাবুর পিতৃদেবের মৃত্যু হওয়ায়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ রেলী সাহেব এই বালকের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হয়েন। এ স্থলে একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—রাজকুমার বাবুর বিশ্বস্ত ভৃত্য রাজচন্দ্র ভদ্র, এই বালককে সর্ব্বদা বক্ষে ধারণ করিয়া লালনপালন করিয়াছেন। ভদ্র মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তাহাকে জমিদারগণ অত্যন্ত সম্মান করিয়া থাকেন। বাবু প্রসন্নকুমার বয়োপ্রাপ্ত হইয়া, নিজ জমিদারীর উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তিনি কীর্ত্তিপাশার নানা প্রকার হিতকর কার্য্য করিয়া, বিশেষ যশোভাজন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থাপিত মাইনর স্কুলটী বাখরগঞ্জে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে; দুঃখের বিষয় যে, তিনি ৩৭ বৎসর বয়সে ১২৮৩ সনে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কীর্ত্তিপাশা অঞ্চলের বহুসংখ্যক ভদ্র সন্তান ইহারই অনুগ্রহে জ্ঞানার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। নাবালক বাবুর চারি পুত্র, তন্মধ্যে বাবু রোহিণী-কুমার রায়ই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও ষ্টেটের ম্যানেজার। ইনি ১২৭৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতৃদেবের মৃত্যুর পর রোহিণী বাবুর মাতা ষষ্ঠীপ্রিয়া চৌধুরাণী জমিদারীর কার্য্য করিয়াছিলেন। বাবু রোহিণীকুমার অত্যন্ত অমায়িক লোক, ইনি একজন সমদর্শী জমিদার, বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় ইহার বিশেষ অধিকার আছে। ইহার প্রণীত আটখানি বাঙ্গলা গ্রন্থের নাম আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে

উল্লেখ করিয়াছি। রোহিণী বাবু লোকের নিকট অত্যন্ত প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন।

ছোট হিস্যার জমিদার বাবু শশিকুমার রায় ১২৬৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার মাতা ত্রিপুরা চৌধুরাণী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী রমণী ছিলেন, তিনি ষ্টেটের কর্ত্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাবু শশিকুমার জমিদারীর কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া, সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। ইনি অত্যন্ত ধীর ও গম্ভীর, ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় বিশেষ অধিকার আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইনি অতিশয় ব্যুৎপন্ন। ইহার দুই পুত্র, তন্মধ্যে বাবু অন্নদাকুমার রায় পিতার উপদেশানুসারে বিষয়কর্ম্ম দেখিতেছেন। ইনি ১২৮০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবু শশিকুমার বিগত ১২৯৯ সনের দুর্ভিক্ষ সময়ে নিজ বাড়ীতে একটী অন্নছত্র খুলিয়া কত শত লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইনি একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। কীর্ত্তিপাশার জমিদারগণ পূর্ব্বে অনেকানেক ব্রাহ্মণকে জমি ব্রহ্মোত্তর দিয়াছেন।

তারপাশা।

ঝালকাঠী ষ্টেসনের অন্তর্গত কীর্ত্তিপাশার সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে তারপাশা গ্রামটী অবস্থিত। কীর্ত্তিপাশা হইতে তারপাশার পরিসর বৃহৎ; বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বসতি স্থান। রায়েরকাঠীর জমিদারগণের পুরোহিতগণ এই গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা "রাজপুরোহিত" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন আরও

অনেকানেক কুলীন ব্রাহ্মণ তথায় আছেন। এ গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশই প্রাচীন কালাবধি এখানে অবস্থিত আছেন। নথুল্লাবাদ হইতে এক ঘর মিরবহর এ গ্রামে আসিয়া, অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। তারপাশায় অনেক সংখ্যক বৈষ্ণবের বাসস্থান। একটী গ্রাম্য রাস্তা ও কয়েকটী সংস্কৃত শাস্ত্রের টোল ও দুই তিনটী প্রাথমিক পাঠশালা আছে। কীর্ত্তিপাশার সংলগ্ন বলিয়াই এ গ্রামে পৃথক্ স্কুল, বাজার প্রভৃতির আবশ্যক হয় না। কীর্ত্তিপাশা ও তারপাশা একই গ্রাম বলিলে দোষ হয়না। এ গ্রামে একটী প্রশস্ত খাল আছে। তারপাশার কবিরাজ বাড়ী হইতে বাজার পর্য্যন্ত একটী রাস্তা আছে।

বর্ত্তমান তারপাশা গ্রামের বৈদ্যকুলোদ্ভব রায় পরিবার পূর্ব্বে এই গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে কোন একটী ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করিত। ঐ গ্রামে রামগোবিন্দ রায় নামক একজন সম্ভ্রান্ত চিকিৎসক বাস করিতেন। ইহার অনেক পূর্ব্বে নবাব সরকারে কবিরাজী করিয়া, এই বংশ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রামগোবিন্দের দুইটী পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম পরীক্ষিত রায়, কনিষ্ঠের নাম রামনরসিংহ রায়। পরীক্ষিত অত্যল্পকাল মধ্যে কলাপ, পাণিণি, মাহেশ প্রভৃতি ব্যাকরণ, সুশ্রুত, চড়কাদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল কণ্ঠস্থ করেন। ফলতঃ তিনি মুখে মুখেই ছাত্রগণকে শাস্ত্রাধ্যয়ন করাইতেন। কাব্যালঙ্কার, ন্যায়, শাঙ্খ্যাদি ষড়দর্শন, গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্ত প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। নাড়ীমালা, নাড়ীপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার পূর্ণাধিকার ছিল। নাড়ী বিভাগ করিয়া এক বৎসর

পূর্ব্বে লোকের মৃত্যু নির্ণয় করিতে পারিতেন। কীর্ত্তিপাশার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ ইহার ছাত্র। তৎকালের এতদ্দেশীয় সর্ব্ব প্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জমিদার রায়েরকাঠীর স্বর্গীয় মহাত্মা ৺ জয়নারায়ণ রায় উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া, অনেকানেক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়াও কোন ফল না পাওয়াতে, উহাকে আপন বাড়ী লইয়া যান। ইনি অত্যল্পকাল মধ্যেই সেই উৎকট অচিকিৎস্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করান। সেই অবধি তিনি জয়নারায়ণ রায় চেধুরী মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া, তাঁহার পরিবারের চিকিৎসক হয়েন। জয়নারায়ণ তাঁহার পুরোহিতদিগের গ্রামে অর্থাৎ তারপাশার বর্ত্তমান রায়ের বাড়ী ও বড় খালের অপর পাড়ের পুষ্করিণী ও ভিটা, রূণসী গ্রামস্থ ১০।১২ ঘর কামার প্রজাসহ সমস্ত জমি মহাত্রাণ (নিষ্কর) লিখিয়া দেন ও তদবধি উক্ত ৺ পরীক্ষিত রায় মহাশয় তারপাশা গ্রামে অবস্থিতি করেন। বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পরীক্ষিত রায়ের মহাত্রাণ তাঁহার বংশধরগণ ভোগ করিতেছেন। জয়নারায়ণ রায় উক্ত রায়ের বাড়ীতে ইষ্টকালয়, দেবমন্দির ও পাকাঘাট করিয়া দেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে।

উক্ত রায় মহাশয়ের পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ জয়কৃষ্ণ রায় ও কনিষ্ঠ রামলোচন রায় বিখ্যাত। রামলোচন রায়ই পিতৃগুণগ্রামের অধিকাংশ অধিকার করেন। ইনিও চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গুরুধামস্থ রাজা বাহাদুর পরিবারের ইনিই এক মাত্র চিকিৎসক ছিলেন। উক্ত জয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের চারি পুত্র। ১ম মৃত্যুঞ্জয় রায়, ২য় কালাচাঁদ রায়, ৩য় জগন্নাথ রায় ও

৪র্থ রামকুমার রায়। কালাচাঁদ রায় চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার দিনে পরলোক গমন করেন। ইহার এক পুত্র ও দুই কন্যা; কন্যাদ্বয় মধ্যে জ্যেষ্ঠাকে বাসণ্ডার চন্দ্রমোহন সেন ও কনিষ্ঠাকে কীর্ত্তিপাশার মজুমদার বংশের উমানাথ সেন বিবাহ করেন। পুত্র গুরুপ্রসাদ রায় কেওরার প্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশের ৺ গৌরমোহন সেনের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইনি চিকিৎসা ব্যবসায়ে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ গ্রাম ও নিকটস্থ গ্রাম সমূহের বিবাদ বিসম্বাদের প্রধান শালিস ছিলেন। ইনি পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা রাখিয়া, ১২৮৮ সনের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার মৃত্যু কালে নিজের গতি নিজেই বলিয়া দিয়াছিলেন। ইনি কীর্ত্তিপাশার জমিদার বাড়ীর ছোট হিস্যার ও রায়েরকাঠী ছোট রাজবাড়ীর প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। ইহার সহধর্ম্মিণী এখনও বর্ত্তমান আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বেশ্বর পিতার ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন। ইনি কীর্ত্তিপাশা জমিদার বাড়ীর ছোট হিস্যার ফেমিনি কবিরাজ নিযুক্ত আছেন এবং সময় সময় বিদেশে গিয়াও ব্যবসা করেন।

উক্ত জগন্নাথ রায় মহাশয় ব্যাকরণ, আয়ুর্ব্বেদাদি অধ্যয়ন করিয়া, পৈতৃক চিকিৎসাশাস্ত্রে বিলক্ষণ অধিকারী হয়েন। জলা-বাড়ী,আমরাজুরী প্রভৃতির জমিদারগণ উহার চিকিৎসাধীন ছিল। ইহার পুত্র হরকুমার রায়, ইনি সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন। এ অঞ্চলে ইনি একজন পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত।

আয়ুর্ব্বেদ ও ডাক্তারী মতে ইনি চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ইনিই বাখরগঞ্জে প্রথম "পরিমলবাহিনী" পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার চারি পুত্র।

কেওরা, বেলদাখান ও রণমতি।

উক্ত গ্রাম তিনটী একই লপ্ত ও অত্যন্ত সংলগ্ন। কীর্ত্তিপাশার দক্ষিণ পশ্চিমে স্থিত। কেওরায় রোস্ সেন বংশই সমৃদ্ধিশালী; ইহারা পোনাবালিয়া ও কুলকাঠীর জমিদারগণের একই বংশের লোক। কেওয়ার চৌধুরিগণ গারুরিয়ার জমিদারগণের বরিশালস্থ প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, এই সূত্রেই চৌধুরী বাড়ীর ভাগ্য-লক্ষ্মী উদিতা হয়েন। চৌধুরী বাড়ীর মধ্যে ৺ কালীপ্রসাদ সেন, ৺রামহৃদয় সেন, ৺গুরুচরণ রায়, ৺গৌরমোহন সেন, ৺গোলোক-চন্দ্র সেন মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে খ্যাতনামা নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন চৌধুরী বিশেষ ক্ষমতার সহিত নিজ নিজ হিস্যার কর্তৃত্ব করিতেছেন। কেওয়ার ৺ চন্দ্রমোহন সেন ও ৺গুরুদাস গুপ্ত নিজ নিজ অধ্যবসায়গুণে ও বাসওার জমিদারগণের চাকরীদ্বারা কতক সম্পত্তি রাখিয়া, পরলোক গমন করেন। তাহাদিগের উত্তরাধি-কারিগণ মধ্যে বাবু কামিনীকুমার গুপ্ত, বাবু মথুরানাথ সেন বি, এল্ ও বাবু যদুনাথ সেন এম্, এ, বিশেষ বিখ্যাত। কেওরার রামকুমার সেন উকীলের পুত্র বাবু মথুরানাথ সেন এল, এম, এস্, ডাক্তার দুর্গাচরণ সেন, বাবু দ্বারকানাথ সেন উকীল, পণ্ডিত কাশীশ্বর গুপ্ত ও বাবু তারাপ্রসাদ গুপ্ত উকীল বিশেষ ক্ষমতাপন্ন

লোক। এই গ্রামে একটী মাইনর স্কুল, একটী পোষ্টাফিস ও দুই একটী গ্রাম্য রাস্তা আছে।

রণমতি গ্রামের বক্সি বাড়ী, মধ্যের বাড়ী ও ৺ চন্দ্রকিশোর সেনের বাড়ী প্রসিদ্ধ। ইহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সামাজিক কার্য্যাদি বিশেষ প্রশংসা যোগ্য।

বেলদাখনের ৺ নীলচন্দ্র দাস, কার্ত্তিক দাস, বৃন্দাবন দাস ও গোকুল দাসের নাম স্থানীয় লোকের নিকট বিশেষভাবে পরিচিত। বেলদাখানের বাবু মথুরানাথ দাস বি, এল্, একজন কৃতবিদ্য লোক।

বাসণ্ডা।

বাসণ্ডা গ্রাম ঝালকাঠী হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামের দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। গ্রামের পূর্ব্ব দিক দিয়া একটী বড় খাল প্রবাহিত হইয়াছে, খালের অপর পাড়ে বিকনা গ্রামের অবস্থিতি। বাসণ্ডায় মাইনর স্কুল, পোষ্টাফিস, গ্রাম্য রাস্তা, খেয়ার নৌকা প্রভৃতি থাকায় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। মহল্যানবিশ বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। উত্তরের বাড়ীর স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ সেন স্বনাম খ্যাত লোক ছিলেন। তিনি অনেক সময়ই বরিশালে বাস করিতেন, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে বাসণ্ডার উত্তরের বাড়ী ও পুরাতন বাড়ীর অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাবু উপেন্দ্রনাথ সেন বিশেষ প্রশংসার সহিত নিজ জমিদারীর কার্য্য করিতেছেন। ইনি পরোপকারী ও সদাশয় পুরুষ। ইনি ৺ চন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের নামে বরিশালে

একটী "কলেরাওয়ার্ড" নির্ম্মাণ করিয়া, অনাথ-রোগিগণের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। পুরাতন বাড়ীর ৺ কালীকুমার সেন ঢাকার খাজে সাহেবের দেওয়ানী কার্য্যদ্বারা বিপুল-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বনাম খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—বাবু বসন্তকুমার সেন ও বাবু হেমন্তকুমার সেন। বসন্ত বাবু এখন জীবিত নাই। ঐ বাড়ীর চন্দ্রমাধব সেন নিজ অধ্যবসায়-গুণে প্রশংসনীয় হইয়াছেন। নূতন বাড়ীর ৺কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ ও তাঁহার তিন পুত্র—মোহনচন্দ্র, শিবশঙ্কর ও জগবন্ধু মহলানবিশের নামই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কিশোরচন্দ্র মহলানবিশ কীর্ত্তিপাশা জমিদার বাড়ীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তৎকালাবধিই নূতন বাড়ীর ভূসম্পত্তি বাড়িতে থাকে। তৎপর শিবশঙ্কর মহলানবিশ (খোসাল মহলানবিশ) কিছুদিন কীর্ত্তিপাশায় চাকরী করেন। ইনি স্বনাম খ্যাত লোক। জগবন্ধু মহলানবিশ অত্যন্ত সদাশয় ও পরপোকারী লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাবু কালীচরণ, বাবু প্রতাপচন্দ্র, বাবু যোগেশচন্দ্র ও বাবু আশুতোষ নূতন বাড়ীতে কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন। বাসণ্ডার দক্ষিণের বাড়ীর পূর্ণচন্দ্র সেন বাখরগঞ্জে প্রথম "পূর্ণচন্দ্রোদয় নামক মুদ্রাযন্ত্র" আনয়ন করেন। ঐ বাড়ীর ৺ কালীশ মজুমদার পুরাতন বাড়ীর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। বাবু আনন্দচন্দ্র সেন পটুয়াখালীতে একজন খ্যাতনামা উকীল। ৺ কালীকিঙ্কর সেনের নাম উল্লেখ যোগ্য। সরকার বাড়ীর বাবু রসিকচন্দ্র দাস বি, এ, বি এল্। বাসণ্ডার বাবু প্যারীমোহন সেন পটুয়াখালীর অন্যতম উকীল। সেনের বাড়ীর বাবু চণ্ডীচরণ সেন মুন্সেফ ও তাঁহার দুই কন্যা—কামিনী সেন

বি, এ, ও যামিনী সেন এল্, এম্, এস্ (প্রথম)। এতদ্ভিন্ন বাসণ্ডার বাবু উমেশচন্দ্র দাস স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর, পণ্ডিত ফটিক-চন্দ্র সেন, শিক্ষক মথুরানাথ সেন, বাবু ললিতকুমার সেন বি, এ, বাবু চিন্তাহরণ সেন বি, এ, বাবু মধুসূদন সেন বি, এ, প্রভৃতি লোক বিশেষ কৃতবিদ্য।

হাবেলী সিলেমাবাদ।

(সরমহল, দেউরী, পোনাবালিয়া, বারৈকরণ ও কুলকাঠী)।

এই ক্ষুদ্র পরগণাটী সিলেমাবাদ পরগণার এক অংশ মাত্র। রামহরি গুপ্ত নামক স্বনাম খ্যাত একজন কবিরাজ নবাব পত্নীর চিকিৎসা করতঃ, হাবেলী সিলেমাবাদ পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া, তিনি দেউরী গ্রামে বাসস্থান নির্দ্ধারণ করেন। এই গ্রামে বর্ত্তমান সময়ে বাবু দীনদয়াল সেন উকীল একজন কৃতবিদ্য লোক। রামহরির পুত্র যশশ্চন্দ্র, তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে বাস করেন। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর এক কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণব নামক এক ব্যক্তির নিকট চৌধুরী তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দেন। এই রামকৃষ্ণই পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারৈকরণ, কেওরা প্রভৃতি গ্রামের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ। উক্ত নরেন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক পুত্রদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার কন্যার প্রতি অর্পিত হয়। কন্যা সুযোগ মতে তাহার ভ্রাতাদ্বয়ের একজনকে বিষ পান করাইয়া নষ্ট করে, অপর নিরাশ্রয় বালকটী কোন এক আত্মীয়ের সাহায্যে সাহাজাদপুরের বাণেশ্বর রায় জমিদারের আশ্রয় নেয়।

এই বালকের নাম শ্রীরাম রায়, ইনি এই সাহাজাদপুরের রায় বংশে বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র গুপ্ত, ইহার পিতার আমলেই জমিদারী পরহস্তগত হইয়াছিল বলিয়া, ইহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। রামচন্দ্রের দুই পুত্র—রামদাস ওরফে জানকী ও রামজীবন ওরফে রূপরাম। রামদাসের পাঁচ পুত্র—তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র সোণারামের এক পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ গুপ্ত। ৺ রামকৃষ্ণের চারি পুত্র—রামকুমার, চন্দ্রকুমার, হরকুমার ও তারিণীকুমার। এই পরিবার ১২৫১ সন হইতে সরমহল গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে বাবু তারিণী-কুমার গুপ্ত এল্, এম্, এস্, একজন স্বনাম খ্যাত লোক। এগ্রামে একটী স্কুল ও গ্রাম্য রাস্তা আছে।

উপরোক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যার্ণবের সন্তানগণ পোনাবালিয়া, কুলকাঠী, বারৈকরণ গ্রামে থাকিয়া জমিদারীর কার্য্য করিতে-ছিলেন। অনাথ ও নিঃসহায় দুইটী বালককে বঞ্চনা করিয়া, হাবেলী সিলেমাবাদের জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া, বিদ্যার্ণবের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমশঃই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। এই বংশের রামভদ্র রায় পোনাবালিয়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয় লাভ করেন। ইনিই পোনাবালিয়া চৌধুরী বংশের স্বনাম খ্যাত প্রধান পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতে পারেন। পোনাবালিয়ায় বহুসংখ্যক পুরাতন দালান ও দেবমন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামের সংলগ্ন শ্যামরাইলের শিবমন্দির অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়; এ স্থান হিন্দুদিগের একটী "পীঠস্থান" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জমিদার বংশ কালক্রমে বহু পরিবারে বিভক্ত হয় ও আত্মকলহে তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন আর পোনাবালিয়ার পূর্ব্ব গৌরব কিছুই নাই। মনোহর রায় এই বাড়ীর "কালাচাঁদের" মন্দির নির্ম্মাণ করেন। গোপালকৃষ্ণ রায়ের সময়াবধিই পোনাবালিয়ার ভাগ্য-লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইতে থাকেন। বর্ত্তমান সময়ে নীলকমল চৌধুরী, রামধন চৌধুরী, রামদয়াল চৌধুরী, রাজকুমার চৌধুরী, রজনী চৌধুরী প্রভৃতিই বিশেষ খ্যাতনামা। উক্ত রাজকুমার চৌধুরী ও কুলকাঠীর কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য শিল্পকার্য্যে বাখরগঞ্জ জিলায় শীর্ষস্থানীয়।

গৌরনদী থানার অন্তর্গত হরিষণা গ্রাম নিবাসী ৺ যাদবেন্দ্র সেন মজুমদারকে চৌধুরিগণ পোনাবালিয়ায় স্থাপিত করিয়া, কতক তালুকাদি প্রদান করেন। মজুমদারগণ বিশেষ সম্মানিত বংশ। ইহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে গিরিশচন্দ্র মজুমদার, কালীচরণ মজুমদার প্রভৃতিই খ্যাতনামা লোক।

উত্তর সাবাজপুর।

(গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, দাদপুর ও নলগোড়া)।

মেহেন্দীগঞ্জ ষ্টেসনের অধীন উত্তর সাহাবাজপুর একটী পরগণা। এই পরগণার উত্তর ও পশ্চিম সীমা ইদিলপুর, দক্ষিণ সীমা লালগঞ্জের দোন এবং পূর্ব্ব সীমা মেঘনা ও ইলসা নদী। এই পরগণার অন্তর্গত গোবিন্দপুর, গোয়ালভাওর, দাদপুর, নলগোড়া প্রভৃতি অনেক বড় বড় গ্রাম আছে। এই সকল গ্রামে প্রচুর পরিমাণে সুপারি উৎপন্ন হয়। গোবিন্দপুর গ্রামে বৈদ্য

বংশোদ্ভব প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী চাঁদ রায়ের স্থাপিত প্রস্তর-নির্ম্মিত অতি সুন্দর একটী বাসুদেব মূর্ত্তি প্রাচীনকালাবধি বর্ত্তমান আছে। বাসুদেব ঠাকুরের বাটীতে প্রায় ৮০ হস্ত উচ্চ, কারুকার্য্য-খচিত একটী মনোহর মঠ আছে। দাদপুর গ্রামে বৈদ্য বংশের কয়েক ঘর প্রসিদ্ধ প্রাচীন ভূম্যধিকারী বাস করিতেছেন। গোয়াল-ভাওর গ্রামে একটী মধ্য শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় এবং নলগোড়া গ্রামে একটী পোষ্টাফিস স্থাপিত আছে। এতদ্ভিন্ন বর্ত্তমান সময়ে সাধারণের হিতকর বিশেষ কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই। এই পরগণার জমিদারী ও রাজস্বের বিবরণ এই পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত হইাছে।

সয়েস্তাবাদ।

সায়েস্তাবাদ একটী ক্ষুদ্র পরগণা। মহম্মদ হানিফ চৌধুরী এই পরগণার আদি জমিদার। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মকিমপুর নিবাসী মির সলিমুদ্দিন, হানিফ চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া, বাঙ্গলা ১১৭১ সনের ২১ শে আষাঢ় তারিখে এই পরগণার জমিদারী প্রাপ্ত হয়েন। সলিমুদ্দিনের পুত্র আসাদালি। তাঁহার তিন পুত্র—আব্বাচ আলী, এমদাদ আলী এবং গোলাম ইমাম। আব্বাচ আলী এবং গোলাম ইমাম নিঃসন্তান পরলোক গমন করিলে,এমদাদ আলীর চারি পুত্র—মির তোজম্মলালি, মির আবদুল মজিদ, মির মোয়াজ্জেম হোসেন এবং মির আবদুল্লা সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েন। মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহম্মদের বংশ সম্ভূত বলিয়াই ইহারা সৈয়দ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ইহারা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রধান কুলীন বংশ। এই বংশের অনেকেই ইংরেজ সরকারে কার্য্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে মির মোয়াজ্জেম হোসেন ছোট আদালতের জজের কার্য্য করিয়া রাজ সরকারে অত্যন্ত সম্মানিত হইয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র সৈয়দ মোতাহের হোসেন বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন।

সায়েস্তাবাদ বরিশাল হইতে আট মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই গ্রামে জমিদার বাড়ীতে একটী পোষ্টাফিস, একটী স্কুল ও একটী হাট এবং একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে। অনেকানেক পুরাতন বালাখানা এবং মসজিদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। বরিশাল হইতে সায়েস্তাবাদ পর্য্যন্ত সরকারী রাস্তা থাকায় লোকের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পাঠক বর্গের কৌতূহল নিবারণার্থ মহম্মদ হইতে সায়েস্তাবাদ ফেমিলির পরিচয় পরিশিষ্ট অধ্যায়ে প্রদত্ত হইল।

কাশীপুর।

কাশীপুর গ্রামটী বরিশাল হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এইটী অতি পুরাতন স্থান। অনেকানেক পুরাতন কীর্ত্তি তথায় অদ্য পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। কাশীপুর একটী বড় গ্রাম, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতির বাসস্থান। কাশীপুরের মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, চক্রবর্ত্তী, দত্ত, বসু, ঘোষ, নাগ, দাস ও সিংহ পরিবার প্রসিদ্ধ। কাশীপুরে কয়েকটী গ্রাম্য রাস্তা, হাট, পোষ্টাফিস, স্কুল, পুস্তকালয় ও কাশীপুর হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত

একটী বড় রাস্তা থাকায়, লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এগ্রামে সীতারাম বসু একজন স্বনাম খ্যাত লোক ছিলেন। তিনি গরীবের অন্ন যোগাইতেন বলিয়া, তাহাকে "চাউলা সীতারাম" বলিত। তাঁহার সময়ের একটী প্রকাণ্ড দীঘি এখনও বর্ত্তমান আছে। পুরাতন কতকগুলি দালান ও শিবমন্দির (বিরূপাক্ষ) ও মদনমোহনের বাড়ী কাশীপুরের পুরাতন কীর্ত্তি বলিয়া উল্লিখিত হইতে পারে।

কাশীপুরে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। অধুনা শিক্ষিত সম্প্রদায়গণ মধ্যে বাবু সারদাচরণ ঘোষ এম্, এ, বি,এল্, বাবু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বাবু প্রভাতচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল, বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, বাবু অসিতরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বাবু শীতলাকান্ত মুখোপাধ্যায় বি, এ, বাবু শশিভূষণ সিংহ বি, এ, ও বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাবু প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিজ অধ্যবসায়গুণে নিজের অবস্থার উন্নতি ও গ্রামের প্রকৃত উন্নতি ও তৎসহ বাখরগঞ্জের অনেকানেক উন্নতি সাধন করিয়া, মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রতাপ বাবু বাস্তবিকই একজন দেশ হিতৈষী।

কাশীপুর বরিশালের অতি নিকটবর্ত্তী স্থান, এগ্রামটী ভীষণ জঙ্গলাবৃত, বাঘ, শূকর প্রভৃতি সর্ব্বদা বসতি করে। অধিবাসিগণের তৎপ্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। কাশীপুরের সাওতালগণ অনেক সময় এই সকল হিংস্র জন্তু ও বিষধর সর্প বধ করিয়া, স্থানীয় লোকের উপকার সাধন করিতেছে।

লাখুটীয়া।

লাখুটীয়া বরিশাল হইতে ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অল্প সংখ্যক লোক তথায় বাস করে। গ্রামটী অতিশয় ক্ষুদ্র। পুরাতন কীর্ত্তি কিছু নাই বলিলেও দোষ হয় না। লাখুটীয়ার জমিদারগণ প্রকাশ করেন যে, মোগল সম্রাটের একজন প্রধান কর্ম্মচারী রূপচন্দ্র, লাখুটীয়া ফেমিলির স্থাপয়িতা এবং তিনিই "রায় চৌধুরী" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। দিল্লীর সম্রাট রূপচন্দ্রের পৌত্রকে কয়েক খণ্ড "লাখেরাজ" ভূমি প্রদান করেন, তাহা অদ্য পর্য্যন্তও বর্ত্তমান জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন। তৎপর এই বংশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় পূর্ব্ব নাম লোপ পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাজচন্দ্র রায় ১২০৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি জজ আদালতের ওকালতী করিতেন এবং স্বনাম খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়াবধিই এ দেশে এই বংশ বিশেষ ভাবে পরিচিত। তিনি তাঁহার ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করেন, লাখুটীয়া হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত একটী রাস্তা ও একটী খাল কাটাইয়া লোকের যৎপরোনাস্তি উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। রাস উপলক্ষে একটী মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সকলই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া, যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রথম পুত্র বাবু রাখালচন্দ্র রায় সংপ্রতি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় বাস করিতেছেন। বোধ হয় তিনি এখন হিন্দু সমাজে পুনঃ প্রবেশাধিকার প্রার্থী। রাখাল বাবু এক সময়ে রোডসেস্ আফিসের ভাইস্ চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁহার উদ্‌যোগে বরিশালে জনসাধারণ সভা স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পুত্র বাবু

বিহারীলাল রায়, তাঁহার পিতৃ দেবের নামে একটী প্রথম শ্রেণীর কালেজ স্থাপন করিয়া, বাখরগঞ্জের একটী প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র বিলাতে ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন; রাজচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মিঃ প্যারীলাল রায়, ইনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা হাই-কোর্টে ব্যবসা করতঃ বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি "লিগেল রিমেম্ব্রান্সরের" পদে নিযুক্ত হইয়া, দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; এ দেশে কোন ভারতবাসী এপদে আর কোন দিনও নিযুক্ত হয়েন নাই; এই প্রথম দৃষ্টান্ত। লাখুটীয়ায় একটী পোষ্টা-ফিস, দুই তিনটী পাঠশালা ও একটী বাজার সংস্থাপিত আছে।

রহমৎপুর।

এই গ্রামটী বরিশাল হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। রহমৎপুর ব্রাহ্মণ প্রধান দেশ; জমিদারের সংখ্যাও কম নহে। স্থানীয় লোকের আর্থিক অবস্থা ভাল। এগ্রামের প্রায় বাড়ীতেই ইষ্টকালয় দৃষ্ট হয়। রহমৎপুরে একটী মাইনর স্কুল, পোষ্টাফিস, বাজার, অনাথাশ্রম, গ্রাম্য রাস্তা প্রভৃতি আছে। এই গ্রামের খালটী প্রশস্ত, রহমৎপুরের "রাজার বেড়" চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের কোন রাজা কাটাইয়াছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে অনেক কাল হইতে একটী মেলা স্থাপিত হইয়াছে। রাজারাম চক্রবর্ত্তী মাধবপাশার রাজবাড়ীতে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন এবং তিনিই রহমৎপুরের জমিদারগণের আদি পুরুষ। তৎপরবর্ত্তী জমিদারগণ মধ্যে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বৈকুণ্ঠ-

চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী, যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সারদাচরণ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ পরিচিত। এ দেশে অতি পুরাতন কীর্ত্তি কিছুই নাই; মাত্র একটী ভগ্নদশাপন্ন শিব মন্দির দৃষ্ট হয়, এটীও অধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রামের ৺ কমল সার্ব্বভৌম একজন প্রবীণ ও স্বনাম খ্যাত পণ্ডিত। বাবু কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায় বি, এ, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ও বাবু অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, কৃতবিদ্য লোক। রহমৎপুরের প্রসিদ্ধ ঘাচিকিৎসক জামালদি, কামালদি ও মুল্লুকচাঁদ বিশেষ খ্যাতনামা।

শিকারপুর।

শিকারপুর বরিশাল সহর হইতে ১৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামটী ভদ্র লোকের বসতি স্থান; এদেশে গভীর অরণ্য এখনও বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে বড় বড় বাঘ বসতি করে। বসতি স্থানে প্রাচীন কাল হইতে একটী শৃঙ্খলা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রামে কুণ্ডগ্রামী, ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য বংশজ ও শ্রোত্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ, বৈদিক ও বৈদ্য আদিম অধিবাসী।

এদেশে কয়েকটী নাতি বৃহৎ সরোবর আছে; তদ্ভিন্ন ২।১টী ভগ্ন সমাধি মন্দির, একটী ভগ্ন প্রাসাদ এবং একটী অদ্যাপি বাসোপযোগি দালান ও কয়েকখানা প্রশংসনীয় নির্ম্মল কৌশল বিশিষ্ট ঘাটলা ভিন্ন বিগত এক শত বর্ষের কীর্ত্তির বিশেষ কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না; তৎপূর্ব্বের ত কিছুই নাই।

কথিত আছে, অতি পূর্ব্বকালে বন মধ্যে স্বপ্নাদেশে বিখ্যাত "উগ্রতারা মূর্ত্তি" খানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। ইহার নির্ম্মাণ

কৌশল অতীব রমণীয়। তিনি বহুকাল একটী ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দিরে শোভা পাইতেছিলেন; বহুকাল তাঁহার পবিত্রধামে নানা দেশীয় যাত্রীর সমাগম হইত; বৎসরের প্রায় সময়েই, বিশেষ শিব চতুর্দ্দশীর সময়ে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। সময়ে সময়ে অনেকানেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হইত। স্থানটী অতি গভীর ভাবোদ্দীপক ও নানাবিধ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আধার ছিল। বিগত ১২৯১ সনে ঐ মূর্ত্তিখানি অপহৃতা হইয়াছেন। সংপ্রতি ঐ মূর্ত্তি সঙ্গেই প্রাপ্ত শিব লিঙ্গটী বর্ত্তমান আছেন এবং ঘটেতে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

এখানে পূর্ব্বে সংস্কৃত চর্চ্চা বিলক্ষণ জাঁকাল ছিল। বর্ত্তমানেও উহা একেবারে লোপ পায় নাই। "শুম্ভ নিশুম্ভ বধ" নামক নব্য সংস্কৃত মহাকাব্য প্রণেতা শ্রীযুক্ত কালীকান্ত শিরোমণি, জিলার সুবিখ্যাত স্মার্ত্ত শ্রীযুক্ত রামধন ন্যায়ালঙ্কার এবং প্রসিদ্ধ নিদানবিৎ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত এই গ্রামের অধিবাসী। বর্ত্তমান সময়ে অভিনব শিক্ষা-স্রোতও প্রবেশ করিয়াছে।

শিকারপুরের হাট নামক একটী হাট ব্যতীত কোন বিপণি নাই। শিকারপুরের রাস্তা নামক সরকারী রাস্তা এবং তদ্ভিন্ন কয়েকটী গ্রাম্য রাস্তা আছে।

একটী সংস্কৃত টোল এবং ৬।৭টী প্রাথমিক বিদ্যা চর্চ্চার পাঠ-শালা ভিন্ন অন্য কোন বিদ্যালয় নাই। এই খানে বিখ্যাত সোন্ধা নদীর কোন ভাগ ছিল এবং ঐ নদীরই এক পাড়ে শিকারপুরের উগ্রতারা এবং অপর পাড়ে শ্যামরাইলের শিব। এই কথা কতদূর সত্য নির্ণয় করা দুরূহ হইলেও প্রয়োজন বোধে আমরা একটী

প্রবাদ কথার অবতারণা করিব। কথিত আছে বর্ত্তমান উজিরপুরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের একটী লোক কাশীর ৺ ত্রৈলঙ্গ গোস্বামীর সহিত দেখা করেন। স্বামীজি তাহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাহার নিজ বাস গ্রামের নাম করেন। স্বামীজি নাকি তাহাতে বুঝিতে না পারিয়া, নিকটবর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম করিতে বলিলেন, ভদ্র লোকটী উজিরপুরের নাম করেন। স্বামীজি তাহাতেও ঠিক না পাইয়া স্বতঃই জিজ্ঞাসা করিলেন, "শিকারপুরের কোন্ দিকে?" ভদ্র লোকটী যেই বলিলেন "শিকারপুরের দক্ষিণে" অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কি ও সব কি চড় পড়িয়াছে?" ভদ্র লোকটী শিকারপুরের দক্ষিণস্থ রৈভদ্রদী নামক গ্রামে বসতি করিতেন। তাহার গ্রামের নামও (দী=দ্বীপ), উহা চড় বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। এখন বক্তব্য যে, স্বামীজি ভারতের সমস্ত তীর্থ জানিতেন কি এখানে উগ্রতারা বাড়ী আসিয়াছিলেন কিনা এ প্রশ্নের মীমাংসা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নয়; মাত্র গ্রামটী যে অতি প্রাচীন; প্রচলিত প্রবাদটী হইতে আমরা তাহা জানিতে পাই।

উজিরপুর ও বারপাইকা।

এই গ্রামটী বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত অতি পুরাতন স্থান। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়ের শরীর রক্ষক রামমোহন মালের বংশ ধরগণই উজিরপুরের প্রধান জমিদার ও সমৃদ্ধিশালী ছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন

ছইয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ভদ্র ও ইতর লোক বাস করে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণেরই বিশেষ প্রাধান্য। উজিরপুরের অধিবাসিগণ মধ্যে অনেকেই উক্ত চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রিত ছিলেন; দুঃখের বিষয় যে, আশ্রিত ব্যক্তিগণ কুটীল চক্রদ্বারা চৌধুরী বংশের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ করিয়া, তাঁহাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছেন। চৌধুরী বংশে বাবু পূর্ণচন্দ্র রায় ও বাবু উমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি বিশেষ গণ্যমান্য লোক।

উজিরপুরের বৈদ্য কুলের দাস বংশ বিশেষ সম্মানিত। ঐ বংশের বাবু গঙ্গাচরণ দাস বি, এল্ বরিশালে ওকালতী করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে রায় বংশীয়দিগকে উজিরপুরের প্রধান ধনী বলিয়া জানা যায়।

ব্রাহ্মণগণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণীর বিশেষ প্রতিপত্তি। পণ্ডিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য, বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বাবু বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য বি, এল্, বাবু শ্রীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। উজিরপুর ও বারপাইকার ভট্টাচার্য্য বংশ সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্য বিখ্যাত। বারপাইকার ৺ তারিণীচরণ শিরোমণি, পণ্ডিত রাধানাথ ভট্টাচার্য্য খ্যাতনামা লোক। বর্ত্তমানে শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য বি, এ, একজন সুশিক্ষিত লোক। এই বংশ তারপাশার ৺ পরীক্ষিত রায় বংশের ইষ্ট দেবতা। উজিরপুরের কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ ৺ গৌরীনাথ তর্কবাগীশ একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন; ইনি ছাত্রাবস্থায়ই কতকগুলি গ্রন্থের এইরূপ অসংলগ্নতা দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, তদানীন্তন বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী

তাহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন এবং তদবধি সেই অনুপপত্তিগুলি "গৌরীনাথী কৌট" নামে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছে; তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় যে, তিনি নবদ্বীপ হইতে দেশে আসিবার পূর্ব্বেই তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই বংশের ৺ মাধব তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ ও বিখ্যাত নৈয়ায়িক ছিলেন। এই গ্রামের বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ তাত ৺ শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি একজন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন; কলিকাতার সংস্কৃত কালেজে তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহাঁর ছাত্র। উক্ত বাণী বাবুর পিতা ৺ হরিশ্চন্দ্র তর্কভূষণ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত; কাব্য, অলঙ্কার ও পুরাণ শাস্ত্রেও ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উজিরপুরের ৺ শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক; তদানীন্তন পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাঁর সহিত বিচারে প্রায়ই পরাজিত হইতেন; রহমৎপুরের স্বনাম খ্যাত ৺ কোমল সার্ব্বভৌম ইহাঁর ছাত্র ছিলেন।

এই গ্রামের চন্দ্রমোহন সাপলা সঙ্গীত বিদ্যায় বাখরগঞ্জে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইতর লোকদিগের মধ্যে উজিরপুরের তাতিগণ কর্ত্তৃক ভাল কাপড় ও কর্ম্মকারগণ কর্ত্তৃক লৌহাস্ত্র, বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই গ্রামে অতি প্রাচীন কালের তিনটী দীঘী আছে, উহার বড়টীর জল সাধারণতঃ রিজার্ভ পুষ্করিণীর জল অপেক্ষা ভাল।

বারপাইকা ও উজিরপুরের খালে একটী সুন্দর পুল আছে।

উজিরপুরে গ্রাম্য রাস্তা আছে। এই গ্রামে ১টী পুস্তকালয়, ১টী মাইনর স্কুল, ৬টী প্রাইমারী স্কুল, ১টী বালিকা বিদ্যালয়, ৬টী টোল, ১টী পোষ্টাফিস, ১টী বাজার ও ৩টী হাট থাকায়, লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বারপাইকায় রায়ের বাড়ীতে ১টী মাইনর স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

নথুল্লাবাদ।

এই গ্রামটী নলছিটী থানার অন্তর্গত বরিশাল হইতে ৯ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। নথুল্লাবাদ অতিশয় পুরাতন স্থান। এই গ্রামের মিরবহর রায় বংশ, এক আদিপুরুষ গোপাল বসুর সন্তান; ইহারা অত্যন্ত সম্মানের সহিত নথুল্লাবাদের বিভিন্ন বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এই বংশের রাজবল্লভ রায় সমস্ত সিলেমাবাদ জমিদারীর পাট্টা গ্রহণ করেন ও কতকগুলি লোকের প্ররোচনায় ও উৎপীড়নে উহা ত্যাগ করেন। এই সময়ই রায়েরকাঠীর জমিদারগণ উক্ত পরগণার জমিদারী লাভ করেন। রাজবল্লভের সন্তানগণ নথুল্লাবাদের পুরাতন বাড়ী, গোলাবাড়ী, নূতন বাড়ী এবং রাজ বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এই বংশ বাখরগঞ্জের এক ঘর পরিচিত তালুকদার এবং বংশ মর্য্যদায়ও ইহারা বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ। পুরাতন বাড়ীতে হরকুমার, গুরুপ্রসন্ন ও গুরু-চরণ; গোলা বাড়ীতে রাজকুমার রায়ের পুত্র অক্ষয়কুমার; নূতন বাড়ীতে চন্দ্রকুমার, ললিতকুমার ও তারাপ্রসন্ন বাস করেন। এই বাড়ীর জনার্দ্দন রায় কতক ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, ইদিলপুরে গিয়া বাস করেন; তাঁহার দুই পুত্র–রামপ্রসাদ ও নরহরি। রাম-

প্রসাদের তিন পুত্র—গোবিন্দপ্রসাদ, লক্ষ্মীপ্রসাদ ও কালাচাঁদ। ইহাদিগের ভগিনীকে মাধবপাশার মহারাজা শিবনারায়ণ বিবাহ করেন; সাধারণতঃ এই রাণী লোকের নিকট "কালারাণী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে রাজবাড়ীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার দুই পুত্র—ভোলানাথ ও কাশীনাথ। ভোলানাথের দুই পুত্র—অমর-কৃষ্ণ ও জগচ্চন্দ্র। অমরকৃষ্ণের পুত্র প্রসন্নকুমার ও জগৎচন্দ্রের পুত্র কালীহর এবং উক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদের প্রপৌত্র কৃষ্ণবন্ধু, চিন্তা-হরণ, অভয় ও বিশ্বেশ্বর, নথুল্লাবাদের রাজবাড়ীতে বাস করিতে-ছেন। এই গ্রামের "দক্ষিণচক্র ঠাকুর, বিরূপাক্ষ এবং মহাকালী" বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণচক্র ঠাকুরের বাড়ীতে প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে একটী মেলা হয়। এই গ্রামে একটী মাইনর স্কুল, একটী লাইব্রেরী ও একটী হাট আছে।

গাভা।

বরিশাল সদরের অন্তর্গত, বরিশাল হইতে ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে এই গ্রামটী অবস্থিত। কোন এক সময়ে এ স্থানটী জলা-ভূমিতে পূর্ণ ছিল। বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কুলীন ঘোষ বংশীয় ৺ রামকৃষ্ণ ঘোষ এই গ্রামের প্রথম এবং প্রধান অধিবাসী। ইনিই গাভার ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। ইহার ছয় পুত্র—শ্রীগোবিন্দ, রামেশ্বর, শ্রীহরি, রাজেন্দ্র, রমানাথ ও রাঘবচন্দ্র। এই ছয় পুত্রদ্বারা বারখানি বাড়ী নির্ম্মিত হয় এবং বর্ত্তমান গাভার ঘোষ বংশ উক্ত বিভিন্ন বাড়ীতে বাস করিতেছেন। এই গ্রামে

একটী মাইনর স্কুল, দুইটী লাইব্রেরী, বড় খাল, রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। এ গ্রামের অধিবাসিগণ মধ্যে বাবু নন্দকুমার ঘোষ, লালমোহন ঘোষ, দুর্গাচরণ ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র ঘোষ, ভবানীচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি ভদ্র সন্তাণগণের নাম এ দেশে বিশেষ পরিচিত। ইহারা সকলই "ঘোষ দস্তিদার" এবং এই বংশ কৌলীন্য প্রথায় সুবিখ্যাত।

গাভার অনেকানেক বর্ষীয়ান্ ও যুবকবৃন্দ অধুনাতন রাজকীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে বাবু অমৃতচন্দ্র ঘোষ, বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ এম্, এ, বাবু কৃপানাথ ঘোষ বি, এল্, বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষ বি, এল, বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ বি, এ, বাবু আশুতোষ ঘোষ বি, এ, বাবু তারাপ্রসন্ন ঘোষ বি, এ, এ দেশে পরিচিত। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক যুবকবৃন্দ উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুলে ও কালেজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

নারায়ণপুর।

ঝালকাঠী থানার অন্তর্গত, নারায়ণপুর গ্রামটী বরিশালের উত্তরে প্রায় ১৭ মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেশে পুরাতন কীর্ত্তি কিছুই নাই। এই গ্রামের ৺তিলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নিজ অধ্যবসায়-গুণে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার পুত্রগণ অপরিমিত ব্যয় করিয়া ঋণজালে জড়ীভূত হয়েন; তৎপরে আত্মকলহে তাঁহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি ঋণদায়ে পরহস্তগত হইয়াছে। দুই পুরুষের মধ্যেই তাঁহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। তিলক চক্রবর্ত্তীর এই চারি পুত্র—বৃন্দাবন,

গোবিন্দ, কামিনী ও আশুতোষ, এ দেশবাসীর নিকট বিশেষ পরিচিত। ইহাদিগের বাড়ীতে কতকগুলি ইষ্টকালয় ও কয়েকটী দেব মন্দির ও মঠ আছে।

এই গ্রামের ৺ ভৈরবচন্দ্র সেন একজন স্বনামখ্যাত লোক। ইনি বামনার মুসলমান জমিদারগণের সরকারে কার্য্য করিয়া কতক সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইনি নিজ ব্যয় নারায়ণপুর হইতে গাভার খাল পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়া লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াগিয়াছেন। এই খালটী "ভৈরব সেনের কাটা খাল" নামে অভিহিত হইতেছে। তিনি তাঁহার ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় ও দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তঁহার চারি পুত্র—কালী-প্রসন্ন, অম্বিকা, অন্নদা ও গোবিন্দ। তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণ মধ্যে পূর্ণচন্দ্র সেন উকীল ও বৈকুণ্ঠচন্দ্র সেন বিশেষ পরিচিত। পূর্ণ বাবু বরিশালে ওকালতী করিয়া, অত্যন্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন; তৎকালবর্ত্তী উকীলদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান মুসাবিদাক্ষম লোক ছিলেন; ইনি গরীবের একজন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন; ইনি একজন স্বনাম খ্যাত লোক। এই বংশের কালী-কুমার সেন একজন ক্ষমতাশালী লোক, ইনি নিজ অধ্যবসায়গুণে কতক ভূসম্পত্তি করিয়াছেন এবং নিজ বাড়ীতে ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়াছেন। নারায়ণপুরের বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল, একজন কৃতবিদ্য লোক। এগ্রামে একটী মাইনর স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয় ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় লোকের উপকার সাধিত হইতেছে।

বাটাজোড়।

বাটাজোড় একখানি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রাম নানা পাড়ায় বিভক্ত; যথা—হর হর, দক্ষিণ পশ্চিম পাড়া এবং দেওপাড়া। এই গ্রাম বরিশাল সহর হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত; বরিশাল হইতে গৌরনদী পর্য্যন্ত যে একটী বড় রাস্তা আছে সেই রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং সেই রাস্তার পার্শ্বে একটী খাল আছে, এই খাল দিয়া ঢাকা-বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকেরা নৌকায় বাখরগঞ্জ জিলার নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাটাজোড় হইতে শোলোক গ্রামে যাইবার জন্য এবং বাটাজোড় হইতে চন্দ্রহার গ্রামে যাইবার জন্য আরও দুইটী রাস্তা ও খাল আছে। এই গ্রামের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু ব্রজমোহন দত্তের কৃত ক্ষুদ্র আর একটী গ্রাম্য রাস্তা আছে। একটী সমৃদ্ধিশালী বাজার, পোষ্টাফিস এবং মাইনর মডেল স্কুল এই গ্রামে আছে। এই গ্রামটী গৌরনদী থানার অন্তর্গত, বাঙ্গরোড়া পরগণা এবং বরিশাল সদর ডিভিসনের অধীন। এই গ্রামের দত্ত বংশীয়েরা বাঙ্গরোড়া পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তালুকদার। ইহারা মুসলমান রাজত্বের সময় অবধিই ভূস্বামী এবং দত্ত মজুমদার নামে খ্যাত; ইহারা কুলমর্য্যাদায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে মধ্যাহ্ন বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান রাজত্বের সময়ে নবাব সরকারে চাকরী করিয়াছেন এবং অর্থও সঞ্চয় করিয়াছেন। এই গ্রামের মধ্যে পশ্চিমেরবাড়ীতে এখনও অতি প্রাচীন কালের নির্ম্মিত দোতালা একটী বালাখানা ও ঘোষের বাড়ীতে একতালা একটী দুর্গামণ্ডপ,

বৈঠকখানা ও ফটক, পুরাণ বাড়ীতে একটী সেঘরা অর্থাৎ তিন দ্বার বিশিষ্ট একটী কোঠা এবং ব্রজমোহন বাবুর বাড়ীতে একটী গোঁসাইর দালান, একটী অতি প্রাচীন কালের দীঘী ও পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ আছে যে, এই পুষ্করিণী মুসলমানদিগের সময়ে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে মঘেরা এক রাত্রে কাটাইয়াছিল, ইহা এখন মঘের আব্ধি নামে খ্যাত। বাটাজোড়ের দক্ষিণে দিগম্বরের দীঘী নামে একটী পুষ্করিণী আছে, এই পুষ্করিণী বৎসরের সমস্ত সময়ে টুপে পরিপূর্ণ থাকে এবং ইহার উপরে মানুষ, গরু প্রভৃতি হাটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে। প্রত্যেক বৎসর মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথি হইতে টুপ সমস্ত জলমগ্ন হইতে থাকে এবং সপ্তমী তিথির দিন পুষ্করিণীটী স্বচ্ছ জলে পরিপূর্ণ দেখা যায়।

গৌরনদী রাস্তার পার্শ্বে দেউলভিটা নামে একটী স্থান নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। এই স্থান এখন এই গ্রামস্থ বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও বাবু কামিনীকুমার দত্ত মহাশয়গণের অধিকারে। প্রবাদ আছে যে, এই স্থানে অতি প্রাচীনকালে এই গ্রামের কোন ব্রাহ্মণ একটী দেউল নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা মাতৃ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার সঙ্কল্পে উৎসর্গ করিবার সময়ে সেই দেউলটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একজন তখন হত হয়েন। এই স্থানে মাটীর নীচে অনেক পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

ভৈরবনাথ দত্ত এবং তাঁহার পুত্র রতিনাথ দত্ত সপরিবারে এই গ্রামে প্রথম আসিয়া বাস করেন। রতিনাথের পুত্র জয়রাম, তৎপুত্র দুর্গাদাস; তাঁহার পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে রমাকান্তের পুত্র গতিনারায়ণ; তৎপুত্র নন্দকিশোর। তাঁহার তিন পুত্র—হরমোহন

ব্রজমোহন ও গৌরমোহন। ৺ ব্রজমোহন দত্ত ১৭৪৭ শকাব্দে ৩রা আশ্বিন রবিবার বাটাজোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে আইনের পরীক্ষায় পাশ হইয়া, কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হয়েন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরিশাল সহরে মুন্সেফী কার্য্যে নিযুক্ত হন। ইহার পূর্ব্বে এই জেলার কোন হিন্দু ভদ্র লোক গবর্ণমেণ্ট হইতে বিচারকের পদে নিযুক্ত হন নাই। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি বঙ্গদেশের নানা স্থানে বিচারকের পদে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। পটুয়াখালীতে ইহাঁরই যত্নে প্রথমে সবডিভিসন স্থাপিত হয় এবং এখানে মুন্সেফ, ডিপুটি কালেক্টর ও ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট, এই তিন পদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য করেন। কৃষ্ণনগরে অনেক দিন হইতে ১০০০৲ এক হাজার টাকা মাসিক বেতনে ছোট আদালতের জজের পদে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী (১৮০৭ শকের ১৯শে মাঘ) রবিবার একষট্টি বৎসর বয়সে ব্রজমোহন বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিণী, তিন পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইনি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে বরিশাল সহরে একটী এণ্ট্রান্স স্কুল স্থাপিত করেন; এই স্কুল এখন কালেজে পরিণত হইয়াছে, ইহা ব্রজমোহন ইন্‌ষ্টিটিউসন নামে খ্যাত। স্ত্রীলোকের শিক্ষার জন্য ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন এবং প্রতি বৎসর স্ত্রীলোকের রচিত প্রবন্ধের জন্য ইহাঁর প্রদত্ত ৪০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে। ইনি যখন যশোহরের ছোট আদা-

লতের জজ ছিলেন, তখন ইহাঁর যত্নে ও উদ্যোগে যশোহরের লোন আফিস এবং বারলাইব্রেরী স্থাপিত হয়। কাশীতে বেদ অধ্যয়নের জন্য ইনি এক সময়ে একটী বৃত্তি দিয়াছিলেন। ইহাঁর নির্ম্মিত একটী দোতালা বাড়ীতে গ্রামের স্কুলটী স্থাপন করিয়াছেন।

ব্রজমোহনের তিন পুত্র—অশ্বনীকুমার, কামিনীকুমার ও যামিনীকুমার। যামিনীকুমার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বি, এ, ক্লাসে পড়িবার সময়ে পরলোক গমন করিয়াছেন। অশ্বিনী বাবু নানা প্রকার দেশ-হিতকর কার্য্য করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যশোভাজন হইয়াছেন; ইনি একজন এম্, এ, বি, এল্। কামিনী বাবু বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত নিজ জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিতেছেন; ইংরেজী, বাঙ্গলা ও ফরাসী ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ।

উপরোক্ত দুর্গাদাস দত্তের পাঁচ পুত্র মধ্যে রুক্মিণীকান্তের সন্তান সন্ততি মধ্যে হরনাথ দত্ত প্রসিদ্ধ। তাঁহার চারি পুত্র—শ্রীনাথ, দ্বারকানাথ, রসিকনাথ ও শশিনাথ। শ্রীনাথ এখন জীবিত নাই। বাবু দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয় বরিশালের জজ কোর্টের একজন ক্ষমতাশালী উকীল। ইনি বরিশালের মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান, স্থানীয় বোর্ড সমূহে মেম্বর এবং ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে ভাইস্ চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। ইহার যত্নে বাটাজোড়-বাজারে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন হইতে এক সপ্তাহ কাল একটী মেলা হইয়া থাকে এবং তাহাতে বহুলোকের সমাগম হয়। ইহাঁর পিতা হরনাথ দত্ত মহাশয় এবং অশ্বিনী বাবুর জ্যেষ্ঠ তাত হরমোহন দত্ত মহাশয় বাটাজোড় গ্রামের প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। ইহাঁরা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ভদ্র লোকদিগের বিবাদ বিসম্বাদ

মিটাইয়া দিতেন এবং জেলাস্থ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিকট, ইহাঁদিগের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

বিশ্বকোষে "কুলীন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রকাশ, মহারাজ আদিশূর, দত্ত বংশীয়দিগকে তাহাদিগের বাসের জন্য বাটাজোড় গ্রামখানি অর্পণ করেন এবং পুরুষোত্তম দত্তের বংশীয় নারায়ণ দত্ত, মহারাজ লক্ষ্মণ সেন দেবের রাজত্বকালে মহাসান্ধিবিগ্রহিক (Secretary for Foreign Affairs) পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাটাজোড়ের দত্ত বংশীয়েরা এই নারায়ণ দত্তের বংশসম্ভূত।

এই গ্রামের বসন্ত রোগের উৎকৃষ্ট চিকিৎসক কবিঠাকুরেরা বঙ্গদেশের অনেক স্থানে পরিচিত আছেন। বাঙ্গলা টীকা উঠিয়া যাওয়াতে ইহাদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। দীননাথ কবিচন্দ্র ও মহেশচন্দ্র কবিচন্দ্র বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান।

শোলোক।

এই গ্রামটী বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলেকাধীন একটী পুরাতন স্থান। বৈদ্য কুলোদ্ভব মজুমদার বংশের ৺ রাজারাম সেন, মজুমদার বংশের প্রধান আদি পুরুষ। এই বংশ অতি প্রাচীন কালাবধি এই গ্রামে বাসকরতঃ অনেকানেক কীর্ত্তি কলাপাদি করিয়া, বাখরগঞ্জে পরিচিত হইয়াছেন। শোলোক গ্রামে বহুসংখ্যক বংশজ, শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করেন। ৺ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্বপুরুষ, এ গ্রামের একজন আদিম অধিবাসী। এ গ্রামের মোহন্তিয়া বংশ সম্মানিত। এখানে

একটী স্কুল, একটী পোষ্টাফিস, একটী টোল ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় সাধারণের উপকার সাধিত হইতেছে। উক্ত গিরিশচন্দ্রের পুত্র বাবু দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল, বরিশালে ওকালতী করিতেছেন। এ গ্রামের বাবু ফটিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, কৃষ্ণনগর কালেজে শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। তদ্ভিন্ন বাবু ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, ও বাবু ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিধারী।

পুরাতন কীর্ত্তি কলাপ মধ্যে মজুমদার বংশ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অনেকানেক দালান, মঠ, দেবমন্দির আছে। তৎপূর্ব্বের "মলুয়ার দীঘী"টী বর্ত্তমান আছে। মঘজাতি যখন এই গ্রাম আক্রমণ করে, তখন খনন কর্ত্তা আত্ম-সম্মান রক্ষা করিবার জন্য সপরিবারে ঐ দীঘীতে ডুবিয়া মরেন। মজুমদার বংশের গোপীমোহন, কৃষ্ণমোহন মজুমদার খ্যাতনামা। বর্ত্তমানে উমেশচন্দ্র, প্যারী-মোহন ও দ্বারকানাথ মজুমদার বিশেষ পরিচিত। মজুমদারের চাকরী করিয়া, কালাচাঁদ মোহন্তিয়া অর্থ সঞ্চয় করেন। চক্রবর্ত্তী বংশের কীর্ত্তিনারায়ণ ও সূর্য্যনারায়ণ; পতিতুণ্ড বংশের গৌরচন্দ্র পতিতুণ্ড; রামরত্ন বিদ্যারাগীশ; শ্যামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়; ঘটক বংশের নরোত্তম বিদ্যাসাগর; কৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম, গোরাচাঁদ শিরোমণি প্রভৃতি লোক সে কালে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মাহিলাড়া।

মাহিলাড়া গ্রামটী গৌরনদী থানার অন্তর্গত। বিক্রমপুর পরগণার পোড়াগাছা গ্রাম হইতে সিয়াল সেন বংশ প্রথমে এই

গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই বংশের ৺ভগবানচন্দ্র সেন ও ৺ কালীকুমার সেনের নাম বিশেষ বিখ্যাত। এই গ্রামে অতিপুরাতন কালের একটী মঠ দেখা যায়। মাহিলাড়ার মজুমদার বংশ অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী। এই গ্রামে একটী মাইনর স্কুল, একটী পোষ্টাফিস ও একটী রাস্তা থাকায় লোকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পণ্ডিতবর রাধানাথ কবিভূষণ মাহিলাড়ার উজ্জ্বলরত্ন। শ্রীনাথ সেন কবিরাজ, শ্রীনাথ সেন, গঙ্গানারায়ণ সেন, অভয়কুমার সেন, প্রসন্নমোহন সেন, প্যারীমোহন দাস, নিবারণচন্দ্র দাস এম্, এ, বি, এল্, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ সম্মানিত। শিক্ষা বিভাগে এ স্থানের বালক ও যুবকবৃন্দের সংখ্যা অধিক। মজুমদার বংশের গোপালচন্দ্র সেন সংপ্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ দেশে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য। বিষ্ণুদাস ও কার্ণদাস বংশও গ্রামে সম্মানিত। কার্ণদাস বংশের বাবু প্রসন্নকুমার দাস পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন।

জয়শীরকাঠী।

এই ক্ষুদ্র গ্রামটী বাটাজোড়ের উত্তর পশ্চিম দিকে অবস্থিত। কবিরাজ বৃন্দাবনচন্দ্র সেন স্বনাম খ্যাত লোক, ইনি রায়েরকাঠী জমিদার বাড়ীর বিখ্যাত চিকিৎসক। ইহাঁর পুত্রগণ বিশেষ কৃতবিদ্য, তন্মধ্যে বাবু অন্নদাচরণ সেন বি, এল্, মুন্সেফী কার্য্য করিতেছেন। এই গ্রামের বিপিনবিহারী সেন বি, এল্ বরিশালে ওকালতী ব্যবসা করেন। অন্নদা বাবুর ভ্রাতা অক্ষয়কুমার সেন সংপ্রতি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এ দেশে সাধারণের

হিতকর কোন কার্য্য কেহই করেন নাই; মাত্র একটী গ্রাম্য রাস্তা আছে।

নলচিড়া।

বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ পরগণার নাম স্মরণ হইলেই নলচিড়া গ্রামের নাম মনে হয়। বাখরগঞ্জ জিলায় এই গ্রামটী অতি প্রবীণ ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। নলচিড়া সাধারণতঃ নিম্ন নবদ্বীপ বলিয়া অতি প্রাচীন কালাবধি অভিহিত হইয়া আসিয়াছে। নলচিড়া বলিতে নলচিড়া, কাণ্ডপাশা, বাসুদেব-পাড়া, বাহাদুরপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহের সমষ্টি বুঝায়। নলচিড়া গৌরনদী থানার অন্তর্গত।

এ গ্রামে একটী মাইনর স্কুল, গ্রাম্য রাস্তা ও একটী খাল থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। বাবু সবীনচন্দ্র দাস বি, এল্, বাবু রাসবিহারী সেন বি, এ, বাবু শরৎ-চন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজকীয় ভাষায় সুশিক্ষিত। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ দাস ও বাবু মহিমাচন্দ্র দাস বরিশালে ওকালতি করেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের উজির অলফৎগাজী, গাজিপুর হইতে কার্য্য বশতঃ এ অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া, নলচিড়া গ্রামে স্থিত হন এবং জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত কয়েকখানি জমিদারী প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান মির সাহেবগণ উক্ত উজির সাহেবের বংশধর এবং প্রায় ২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাঁরা নলচিড়ায় বংশ পরম্পরায় বাস করিতেছেন। এই বংশে কুতুব সাহেব নামে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন, ইহার সময়ে জমিদারীর অত্যন্ত উন্নতি হয়, ইনি একজন পরম ধার্ম্মিক

বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, ইনি মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া নিজকে গোড় দিতে অনুমতি করেন। গোড় দেওয়া হইলে, যোগ-বলে কবর মধ্যে কয়েক দিন জীবিত ছিলেন। নলচিড়া গ্রামে মির সাহেবদিগের সময়ের দীর্ঘায়তন বিশিষ্ট পুরাতন মস্‌জিদ, ইষ্টকালয়, নহবত, দীঘী প্রভৃতি অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। এই গ্রামে পূর্ব্বে অধিবাসীর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল এবং বসতি স্থানে একটী শৃঙ্খলার ভাব ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে গ্রামের অনেক স্থান জনশূন্য হইয়া, মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে।

নলচিড়ার ভট্টাচার্য্য বংশ সমস্ত বঙ্গদেশে পূজিত ও সম্মানিত। নলচিড়া এক সময় সংস্কৃত চর্চ্চার রঙ্গভূমি ছিল। বড় ভট্টাচার্য্য বাড়ীতে ১৪টী টোল ছিল। এই বংশের ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। নবদ্বীপ, কাশী, দ্রাবিড়ের পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে অসাধারণ লোক বলিয়া অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন। ইহাঁর সময়ে বিভিন্ন স্থানের ছাত্রমণ্ডলি নবদ্বীপ না গিয়া, ইহাঁর নিকটেই শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। কোন দানাদিকার্য্যে নলচিড়ার পণ্ডিতগণের নামে "আগ-বিদায়" পৃথক্ করিয়া রাখা হইত। হুগলী জিলার অন্তর্গত বাঁশবাড়িয়া গ্রাম সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ; নলচিড়ার ভট্টাচার্য্য বংশের মহেন্দ্রনাথ তর্কপঞ্চানন, বাঁশবাড়িয়ার রাজা কর্ত্তৃক তথায় স্থাপিত হন। কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই ভট্টাচার্য্য বংশ সম্ভূত। নলচিড়ার বৈদ্য বংশও সংস্কৃতে অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন।

রাজা, পাণ্ডিত ও নদী যে স্থানে নাই, সে স্থান সর্ব্বথা পরি-

হার্য্য। বিগত একশত বৎসরের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীরের উজির সাহেবের বংশধরগণ এই গ্রামের প্রধান জমিদার ছিলেন এবং ইহারা নাজিরপুরেরও জমিদার; দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগণের রঙ্গভূমি এই নলচিড়া গ্রাম; আগরপুর ও সরিকলের প্রশস্ত নদী এক সময়ে নলচিড়ার পাদদেশ বিধৌত করিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নলচিড়ার পূর্ব্বশ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

গৈলা ও ফুল্লশ্রী।

বরিশাল সদর বিভাগের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলেকাধীন গৈলা-ফুল্লশ্রীর অবস্থিতি। গৈলা বরিশাল হইতে উত্তর পশ্চিমে প্রায় ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। গৈলা বলিতে সাধারণতঃ গৈলা, সিহিপাশা, কালুপাড়া প্রভৃতি কয়েকটী কিসমতের সমষ্টি বুঝায়। গৈলায় একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী স্কুল, একটী বালিকা বিদ্যালয়, কয়েকটী পাঠশালা, একটী বাজার, একটী পোষ্টাফিস, গ্রাম্য রাস্তা প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। গৈলা হইতে ঘাঘর পর্য্যন্ত আম্বোলা রোড ও তৎসহ একটী খাল থাকায় এ অঞ্চলের লোকের মহদুপকার হইয়াছে। গৈলায় কোন নদী বা দোন নাই। বর্ষাকালে এদেশ জলে প্লাবিত হইয়া যায়, তাহাতে লোকের গমনাগমনের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়া থাকে। এদেশে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতিরই প্রাধান্য।

গৈলা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে কতকগুলি অতি প্রাচীন অন্ধ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কতকগুলি হবিখাঁর দীঘী

নামে প্রসিদ্ধ ও এ অঞ্চলে কতকগুলি প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, এই সকলও ছবিখাঁর জাঙ্গাল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বিজয় সেন, ইন্দ্র সেন, যব সেন, অশোক সেন, তরুণ সেন, নরসিংহ সেন ও গোপাল সেন নামক সাত ভ্রাতাদ্বারা সাতটী দীঘী খনিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে; ঐ সকল দীঘী বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তও তাঁহাদিগের নিজ নিজ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থানের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে রামকান্ত তর্কবাগীশের সন্তানগণ বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সম্মানিত। ভব দাস বংশীয় প্রসিদ্ধ রামনাথ দাস উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়কে এ দেশে আনয়ন করেন। তিনি ও কাশীনাথ দাসের পিতা কৃষ্ণদেব দাস, কাশীপুরস্থ পৈত্রিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া, এই মনস্বী ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এভিন্ন গৌরনদী থানার প্রধান জমিদার ৺রামলোচন দাস মুন্সী ও শোলোকের বিখ্যাত মজুমদারগণও ইহাঁর শিষ্য হয়েন। উক্ত মুন্সী জমিদারগণের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। গৈলা ফুল্লশ্রী নূতন গ্রাম নহে। প্রাচীন কাল হইতেই এ স্থান পণ্ডিত নগর বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবি বিজয় গুপ্ত স্বরচিত পদ্ম-পুরাণে লিখিয়াছেন।

"পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে খণ্ডেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।"

এই ফুল্লশ্রী গ্রামে বিদ্যাধ্যয়ন জন্য সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে ফরিদপুরের অন্তর্গত পুরুলিয়া গ্রাম হইতে ত্রিলোচন দাস নামে জনৈক ছাত্র আগমন করেন। তিনি অসামান্য প্রতিভা-বলে

অতি সত্বরই সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া, কবীন্দ্র উপাধি লাভ করেন এবং কয়েক বৎসর পরে গুরু কন্যাকে বিবাহ করিয়া, পিতা হেরম্ব দাস ও পুরোহিত রামটুরী চক্রবর্ত্তীর সহিত ৺ ত্রিলোচন গৈলা গ্রামে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। এই রামটুরী চক্রবর্ত্তী সিহিপাশাস্থ ডিংসাই বংশের আদি পুরুষ; এই বংশে পণ্ডিত অক্ষয়কুমার বিদ্যানিধি একজন কৃতবিদ্য লোক। উক্ত ত্রিলোচন দাস ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাঘবেন্দ্র দাস গৈলার যাবতীয় ভব দাসগণের আদি পুরুষ। ত্রিলোচন দাস কলাপ ব্যাকরণের বিখ্যাত পঞ্জিকার। কথিত আছে, কবি বিজয় গুপ্ত, ত্রিলোচন দাসের ভাগিনেয়। বিজয় গুপ্ত পদ্মপুরাণের রচনা কাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক,
সুলতান হোসেনসাহ নৃপতি তিলক।"

ইহাতে বুঝা যায়, ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে) হোসেন সাহের রাজত্ব কালে পদ্মপুরাণ লিখিত হয়। একজন প্রবল পরাক্রান্ত হোসেন সাহ ১৪৯৮ হইতে ১৫০২ সন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজত্ব কাল পদ্মপুরাণ রচনার ১৪ বৎসর পরে আরম্ভ হওয়ায় বিজয় গুপ্ত অন্য কোন হোসেন সাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়। যাহা হউক, পদ্মপুরাণ ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইলে, ত্রিলোচন দাস ইহার পূর্ব্বেই এ গ্রামে আসিয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। গৈলার বিনায়ক সেনগণ অতি প্রাচীন কালাবধি এ দেশস্থ অধিবাসী। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিক্রমপুর পরগণার পোড়াগাছা গ্রাম হইতে এদেশে

আগমন করেন। বর্ত্তমান "মধুর-আন্ধিরপাড়" বিনায়ক সেন-দিগের আদি বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভবদাস বংশীয় রঘুরাম দাস কবিকণ্ঠাভরণ চারি কন্যার বিবাহ দিয়া, জামাতাদিগকে এ দেশে আনয়ন করেন; ইহারাই ফুল্লশ্রীর মজুমদারগণের, ত্রহি সেন বংশের, বর্ত্তমান জগদীশ গুপ্তদিগের ও ফুল্লশ্রী সেবক সেনের সন্তানদিগের আদি পুরুষ। কাউ গুপ্তদিগের আদি পুরুষ রাম-গোবিন্দ গুপ্ত, রাধাবল্লভ দাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এ গ্রামে আগমন করেন। পদ্মপুরাণ রচনার সময়ে বিজয় গুপ্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া, একটি ঘটের উদ্দেশ পান ও ঐ ঘট সংস্থাপন পূর্ব্বক পূজা দেন। বিজয় গুপ্তের মৃত্যুর পর ঐ ঘট পুনরায় নিরুদ্দেশ হয়, বহু বৎসর পরে সিহিপাশা নিবাসী কিঙ্কর চক্রবর্ত্তী পুনরায় ঐ ঘট সংস্থাপনের জন্য স্বপ্নে আদিষ্ট হন। বর্ত্তমান মনসা বাড়ীর পশ্চিম দিগস্থ পুষ্করিণীর মধ্যে এই ঘট, ধূপতি, রামদাও, শঙ্খ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় বিজয় গুপ্তের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপিও মনসা বাড়ীর দক্ষিণ ধারে বিদ্যমান আছে। বরিশালের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৈলায় অধিকতর কৃতবিদ্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন কাল হইতেই অনেকানেক পণ্ডিত গৈলার মুখোজ্জ্বল করিয়া আসিতেছেন। ত্রিলোচন দাস ও বিজয় গুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ভব দাস বংশে জানকীনাথ দাস কবি কণ্ঠহার, ভবানীনাথ দাস সার্ব্বভৌম, রঘুরাম দাস কবি কণ্ঠাভরণ, বিনায়ক সেন বংশে প্রসিদ্ধ সুখদেব সেন কবিরাজ ও কাশীনাথ সেন ও রামভদ্র সেন নামে তিনজন এবং মদনমোহন দাস কবীন্দ্র ও রাধামোহন তর্কভূষণ ও শ্যাম-

কিশোর তর্কভূষণ এবং গুপ্ত বংশে রামচন্দ্র গুপ্ত কবি কণ্ঠহার প্রভৃতি অনেক বিখ্যাতনামা পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। গৈলার অধিকাংশই বৈদ্য বলিয়া বহুকাল হইতে এ স্থানে আয়ুর্ব্বেদের বিশেষ আলোচনা হইয়া আসিতেছে। গৈলার দুহি সেন বংশ পুরুষানুক্রমে সুখ্যাতির সহিত কবিরাজী ব্যবসা করিয়া আসিতেছেন। ভব দাস বংশে ও ত্রিলোচন দাসের বংশধরগণ মধ্যে অনেক খ্যাতনামা চিকিৎসা ব্যবসায়ী পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মদনমোহন কবীন্দ্র মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ হইতে অনেক ছাত্র আগমন করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে কলিকাতার কবিরাজ কুলতিলক গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও বিজ্ঞবর কৈলাসচন্দ্র সেন কবিরাজ, ঢাকার খ্যাতনামা কালী কবিরাজ মহাশয়গণ বর্ত্তমান চিকিৎসক সমাজে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। উক্ত কবীন্দ্র মহাশয়ের পৌত্র চন্দ্রকুমার দাস কবিভূষণ সংপ্রতি আগরতলা রাজ বাড়ীতে থাকিয়া অতি উচ্চ বেতনে এবং বিশেষ সম্মানের সহিত নিজ কবিরাজী ব্যবসা করিতেছেন।

বাখরগঞ্জ জিলা হইতে সর্ব্বপ্রথমে শোলনার বাবু ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ফুল্লশ্রীর বাবু চন্দ্রকুমার দাস বিশ্ববিদ্যালয়ের বি,এ, উপাধি লাভ করেন। উক্ত চন্দ্রকুমার বাবু বহুকাল মুন্সেফের কার্য্য করিয়া, সব জজের পদে উন্নীত হয়েন। ইনি এখন জীবিত নাই। ইহার ভ্রাতপ্পুত্রদ্বয় বাবু ললিতকুমার দাস বি, এ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও বাবু নবীনচন্দ্র দাস জজ আদালতের উকীল নিযুক্ত আছেন। ফুল্লশ্রীর বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস এম,এ, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট,

বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন বি, এ, গৈলা এণ্ট্রান্স্ স্কুলের হেড্ মাষ্টার। গৈলা ফুল্লশ্রীতে পাঁচজন এম্, এ ও ১৯ জন বি, এ, একজন এল্ এম্ এস্ উপাধিধারী লোক আছেন। বাখরগঞ্জের অপর কোন গ্রামেই ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা, এত অধিক দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন বাবু মধুসূদন সেন শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ হইতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতঃ বি, সি, উপাধি লাভ করিয়া, সংপ্রতি কটক জিলার এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করিতেছেন। বাখরগঞ্জে ইনিই প্রথম ইঞ্জিনিয়ার। গৈলার বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত একজন বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, বাবু দুর্গাচরণ পিপলাই ও বাবু রজনীকান্ত দাস বরিশালে খ্যাতনামা উকীল। প্রোফেসর বিশ্বেশ্বর সেন এম্, এ, বাবু বিপিনবিহারী দাস এম্, এ, বি, এল্ মুন্সেফ, বাবু ললিতমোহন দাস এম্, এ শিক্ষক, বাবু রেবতীমোহন দাস এম্, এ একাউণ্টেণ্ট প্রভৃতি কৃতবিদ্য লোক। গৈলা ফুল্লশ্রীর বাবু রাজকুমার সেন মজুমদার হেড্ ক্লার্ক, বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন হেড্ ক্লার্ক, বাবু চণ্ডীচরণ দাস একাউণ্টেণ্ট, বাবু বিশ্বেশ্বর দাস সব্ ডেপুটি, বাবু ঈশানচন্দ্র দাস কাননগুই, বাবু প্যারীমোহন দাস উকীল, বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস উকীল, বাবু অনন্তকুমার সেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বাবু মতিলাল দাস বি, এ, স্কুল সব্ ইন্স্পেক্টর, বাবু বিপিনবিহারী সেন বি, এ, শিক্ষক, বাবু দীনবন্ধু সেন বি, এ শিক্ষক, বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র সেন, বাবু রাজকুমার সেন বি,এ শিক্ষক, বাবু কালীপ্রসন্ন দাস কানন-গুই, বাবু গোপালগোবিন্দ গুপ্ত বি, এল্, বাবু শ্যামাচরণ সিমলাই বি, এল, বাবু শ্যামাচরণ গুপ্ত বি, এ শিক্ষক, বাবু ভুবনমোহন

গুপ্ত বি, এল্, বাবু গুরুদয়াল গুপ্ত উকীল, বাবু দীনবন্ধু দাস উকীল, বাবু শ্যামাচরণ দাস উকীল, বাবু মহিমাচন্দ্র কর্ম্মকার উকীল, বাবু চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী এল্, এম্, এস্, প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বিশেষ সম্মানের সহিত নিজ নিজ কার্য্য করিতেছেন। ভব দাস বংশে বাবু রামচন্দ্র দাস ও বাবু কৃষ্ণসুন্দর দাস বিশেষ সম্পত্তি-শালী ও সম্মানিত। এই বংশের বাবু কালীমোহন দাস বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও আচার্য্য।

পণ্ডিত রামচরণ শিরোরত্ন, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র কর্ম্মকার, বাবু আনন্দচন্দ্র সেন, বাবু অন্নদাচরণ গুপ্ত প্রভৃতি গৈলার আধুনিক গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত।

চাঁদশী।

বরিশালের অন্তর্গত গৌরনদী থানার এলেকাধীন চাঁদশী গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র ও মুসলমানের বাস। কায়স্থই গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু লোক। এইটী কুলীন কায়স্থের গ্রাম বলিয়াই বিখ্যাত। ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈদিক, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী, কায়স্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ কুলীন বসু মজুমদার পরিবার ও মৌলিক গুহ বংশ, নমঃশূদ্রের মধ্যে ডাক্তার পরিবার বিখ্যাত, মুসলমানের মধ্যে ফকির মিঞার বংশধরগণ বিখ্যাত। চাঁদশীর আদিম অধিবাসী দাস বংশ, নবাব সরকারে বাঙ্গরোড়ার তালুক-দার ছিলেন। এই বংশে, বিষ্ণু দাস, মহীভদ্র দাস, হাম্বীর দাস, ধৃস্তর দাস, চম্পক দাস, বাণেশ্বর দাস ও গোবর্দ্ধন দাস নামধেয় সাত ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করেন, ইহাদের প্রত্যেকের নামে দীঘী ও

খাল এবং রাস্তা এখনও চাঁদশী ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বর্ত্তমান আছে। এক্ষণ এই বংশের চিহ্ন পাওয়া যায় না।

কাশ্যপ গোত্রীয় পুরুষোত্তম ন্যায়ালঙ্কার কোটালীপাড়া হইতে এই গ্রামে বসু মজুমদার ও গুহ পরিবারের ইষ্ট দেবতা নিবন্ধন বাস করেন। ইহাঁর চারি পুত্র; যথা—কমলাকান্ত তর্কবাগীশ, গঙ্গানন্দ সার্ব্বভৌম, গদাধর সিদ্ধান্ত ও ভুবনেশ্বর তর্কভূষণ। তৃতীয় পুরুষে উপাধিধারী পণ্ডিত, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কভূষণ ও কৃষ্ণনারায়ণ ন্যায়-ভূষণ। চতুর্থ পুরুষে উদয়চন্দ্র তর্কালঙ্কার। পঞ্চম পুরুষে কমলা-কান্ত তর্কসিদ্ধান্ত ও বিশ্বেশ্বর ন্যায়ভূষণ। ষষ্ঠ পুরুষে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ বাগ্মীপ্রবর পণ্ডিত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ ও পণ্ডিত হরনাথ শাস্ত্রী। রাঢ়ীয় শ্রেণীর প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বি, এ, একজন কৃতবিদ্য লোক।

বসুবংশ কচুয়া হইতে চাঁদশীর দাস কর্ত্তৃক এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশের রমাকান্ত বসু নবাব সরকারে প্রধানতম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মজুমদার উপাধিতে ভূষিত হন; বর্ত্তমান সময়েও চাঁদশীর মজুমদার বলিয়া এই বংশ বিখ্যাত। এই বংশে ৺ হর-গোবিন্দ বসু মজুমদার সংস্কৃত ভাষায় এইরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন যে. পণ্ডিতগণও তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন। ইনি ৭০০৲ টাকা বেতনে রাজসাহী-তাহেরপুরের রাজসংসারের ও অপরাপর ঘরের ম্যানেজারী করিয়া কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। ইনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। এই বংশে নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম ৺ ব্রজকিশোর বসু মজুমদার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কন্যাই কাদম্বিনী বসু বি, এ, এল্, আর্, সি, পি। বর্ত্তমান

সময়ে এই বংশে হাইকোর্টের বেঞ্চ ক্লার্ক বাবু শশিভূষণ বসু বি, এল্ ও পেন্সন প্রাপ্ত পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বাবু হরকিশোর বসু বিশেষ সম্মানিত। বাবু কেদারনাথ বসু বি, এ ও বাবু রমেশচন্দ্র বসু বি, এ কৃতবিদ্য লোক।

চাঁদশীর গুহ বংশের আদি পুরুষ বিলাস গুহ, ইনি হানুয়া হইতে চাঁদশীতে অবস্থান করেন। এই বংশে বরিশাল জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব উকীল ৺অম্বিকাচরণ গুহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুরুমহাশয়ের নিকট শিক্ষা পাইয়া প্রতিভা-বলে স্বীয় পদে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় বহুতর অর্থোপার্জ্জন করিয়া বিত্ত পশার করিয়া গিয়াছেন; ইনি নিঃস্বকুটুম্বগণকে অর্থ সাহায্য করিতেন।

চাঁদশীর বিষ্ণুহরি ডাক্তার, ৺ মনসার কৃপায় গোল ও কাইট নামধেয় ঔষধ প্রাপ্ত হন। এই ঔষধই এই বংশের কৃতিত্বের মূল ভিত্তি। তৎপর রামকৃষ্ণ ডাক্তার স্বীয় ব্যবসায়ে কৃতিত্ব দেখাইয়া, অনেক অর্থ সঞ্চয় করিয়া দালান কোটা দেন। ইহার পর রামকান্ত ডাক্তার স্বীয় ব্যবসায়ে অসাধারণ পারদর্শিতা দেখান। ইনি ময়মনসিংহ জমিদার বাড়ী হইতে পুরস্কার স্বরূপ একটী হাতী প্রাপ্ত হন। ইহার পুত্রই বর্ত্তমানে স্বনাম বিখ্যাত পদ্মলোচন দাস ডাক্তার। ইহাদের অস্ত্র চিকিৎসায় গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল বিদ্যালয় হইতে যাহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহারাও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন। বর্ত্তমানে কলিকাতা রাজধানীতে হরমোহন দাস ডাক্তার স্বীয় ব্যবসা খুলিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

এই গ্রামে একটী মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, পোষ্টাফিস ও হাট আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে একটী মেলা হয়। দশমহাবিদ্যা, কালী, রাধা-গোবিন্দ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠিত দেবালয় সমূহ আছে।

বাঁকাই।

এই গ্রামটী গৌরনদী থানার অন্তর্গত বাখরগঞ্জ জিলার উত্তর প্রান্ত সীমায় অবস্থিত। বসু ও ঘোষ পরিবার এবং বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ প্রধান অধিবাসী। বসু বংশ, প্রসিদ্ধ কুলীন চাঁদশীর বসু মজুমদার পরিবার হইতে কার্য্যসূত্রে এখানে আসিয়া বাস করেন। জন্মেজয় বসুই এখানে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাম বসু মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে প্রধানতম কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, নানা প্রকার সৎকার্য্য ও সৎকীর্ত্তি দ্বারা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "মঠ" দ্বারাই তৎ-পরবর্ত্তী বংশধরগণ মঠ বাড়ীর বসু বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার অধস্তন পুরুষে ৺ গোপীচন্দ্র বসুর পুত্রগণ মধ্যে ৺ বালকচন্দ্র বসু ও ৺ চন্দ্রকুমার বসু বিশেষ বিখ্যাত। ৺ বালকচন্দ্র বসু পূর্ব্বতন গুরু মহাশয়দিগের নিকট সাধারণ ভাবে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া, নিজ প্রতিভা-বলে একজন মুসাবিদানবিশ ও মুচ্ছদ্দি লোক বলিয়া বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। তিনি নিজ অধ্যবসায়-বলে অনেক বিত্তপশার ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যান। ইহাঁর পুত্র বাবু হরচরণ বসু এ অঞ্চলে একজন প্রধান লোক। ৺ চন্দ্র-কুমার বসু ঢাকা জজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব উকীল। তৎকালীন ঢাকা জজ আদালতের উকীল সম্প্রদায় মধ্যে ইনিই প্রধান আসন

গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাৎকালিক ঢাকার জজ মেঃ এবারক্রম্বি সাহেব বাহাদুর তাঁহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর ওকালতী পরীক্ষার পরীক্ষক, মিউনিসিপালটীর চ্যায়ার-ম্যান ও অন্যান্য সভা সমিতির অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে বরণ করেন।

ঘোষ পরিবার যশোহর জিলার কায়স্থ সমাজ হইতে আগত। ৺ রাঘবেন্দ্র ঘোষ নবাব সরকারে কার্য্য করিয়া, বীরমোহন ও চড়ামদ্দী পরগণার জমিদারী লাভ করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত দীঘী ও দেবালয়গুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। এক্ষণ এই বংশের অবস্থা শোচনীয়; কিন্তু পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ ভাবেই আছে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সরকেল উপাধিধারী পরিবার স্বীয় সমাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন লোক। বর্ত্তমান সময়ে এই পরিবার মধ্যে বাবু হরকুমার সরকেল বি, এল্ মহোদয় বরিশাল জজ আদালতের ওকালতী কার্য্য করিতেছেন। এখানে একটী হাট, মাইনর স্কুল ও পোষ্টাফিস আছে।

বাগধা।

বাগধা গৌরনদী থানার অন্তর্গত, ষ্টেসন হইতে প্রায় ১৩ মাইল পশ্চিমে একটী ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম; প্রসিদ্ধ আস্কর বিলের সংলগ্ন। এই গ্রামের সমদ্দার বংশই প্রধান ও নেতা। গ্রামে একটী মাইনর স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। রাস্তা ঘাটের অবস্থা শোচনীয়। অনেকানেক চণ্ডাল-খৃষ্টান এদেশে বাস করে। প্রসিদ্ধ সমদ্দার বংশের আদিপুরুষ মথুরানাথ সমদ্দার, বন্দ্য বংশজাত ছিলেন। নবাবী আমলে ইহাঁরা এই "সমজদার" উপাধি প্রাপ্ত

হন। এই বংশের নন্দকুমার একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী ও ধনী বলিয়া পরিচিত। ইনি ১২৮০সনে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাহাঁর শ্রাদ্ধে তৎপুত্র কালীকিশোর, ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করেন। কালীকিশোরের ভ্রাতা নিশিকান্ত একজন বিচক্ষণ লোক ছিলেন; ইনি ৩৮ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। উক্ত নন্দকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতপ্পুত্র হরমোহন মাতৃশ্রাদ্ধে "দানসাগর" করেন। জগন্নাথ সমদ্দারের বংশে অনেকানেক সৎকীর্ত্তি আছে।

রামচন্দ্রপুর ও কাঁচাবালিয়া।

রামচন্দ্রপুর গ্রামটী ঝালকাঠী থানার এলেকাধীন বরিশাল সদরের অন্তর্গত। এ গ্রামে বৈদিক ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও শূদ্র প্রভৃতির বাসস্থান। বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রসিদ্ধ কালী খোলাতে অতি প্রাচীন কালের একটী বট বৃক্ষ আছে; এরূপ প্রবাদ আছে যে, ইহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ কামরূপে গিয়া আবদ্ধ হইলে, কাত্যায়নীর আদেশে ঐ বটবৃক্ষে চড়িয়া তথা হইতে পুনরায় বাড়ীতে উপস্থিত হয়েন, পরে ঐ বৃক্ষের নীচে তিনি কালী দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এই বৈদিকবংশে পণ্ডিত কামিনী-কান্ত বিদ্যারত্ন বরিশাল ব্রজমোহন কালেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ও তাঁহার ভ্রাতা পণ্ডিত কালীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উক্ত স্কুলের অন্যতম সংস্কৃত শিক্ষক। পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বরিশাল দরিদ্র ভাণ্ডারের একজন পরমবন্ধু, ইহার চেষ্টায় অনেকানেক নিরাশ্রয় রোগীর সেবা শুশ্রূষা হইয়া থাকে। পণ্ডিত কামিনীকান্ত ও কালীশচন্দ্র বরিশাল ধর্ম্মরক্ষিণী সভার আচার্য্য।

এই গ্রামের বসু, দাস, গুহ ও রায় বংশীয় কায়স্থগণ প্রধান। বসু বংশই আদিম অধিবাসী। আর আর সকলই বসু বংশ দ্বারা আনীত ও স্থাপিত। ৺ রাধাকান্ত দাস সরকার, ৺ গৌরসুন্দর বসু প্রভৃতি বিশেষ ক্ষমতাশালী ও সম্পন্ন লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে গুহ বংশই অত্যন্ত উন্নত। ৺ পঞ্চানন গুহের পুত্রগণ মধ্যে ৺ স্বরূপচন্দ্র গুহ বরিশালে ওকালতী করিয়া স্বনাম খ্যাত হইয়াছেন, ইহাঁর উপার্জ্জিত অর্থদ্বারা এই বংশের ভূসম্পত্তির সৃজন হইয়াছে, ইনি বরিশালে ও নিজ গ্রামস্থ বাটীতে ইষ্টকালয় ও দেব মন্দির ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ বি, এ একজন কৃতবিদ্য যুবক। উক্ত পঞ্চানন গুহের অপর তিন পুত্র–৺ মোহনচন্দ্র গুহ, ৺ গোবিন্দচন্দ্র গুহ ও ৺ আনন্দচন্দ্র গুহ, বুদ্ধিমান ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন, ইহাঁরা নিজ নিজ ক্ষমতায় অর্থোপার্জ্জন করিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছেন। উক্ত মোহনচন্দ্রের জেষ্ঠ পুত্র বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ বি, এল্ বরিশালের একজন উকীল, মধ্যম বাবু তারাপ্রসন্ন গুহ বি, এল হাইকোর্টের একজন উকীল এবং কনিষ্ট বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ এম্, এ, একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। এই পরিবারের সকলেই সুশিক্ষিত ও বিজ্ঞ। ইহাদিগের জমিদারীর অবস্থাও ভাল। লক্ষ্মী এবং স্বরস্বতী একত্রে এই পরিবারে বাস করিতেছেন।

এই গ্রামে একটী ছাত্রবৃত্তি স্কুল, একটী পুস্তকালয়, একটী পোষ্টাফিস ও গ্রাম্য রাস্তা আছে।

কাঁচাবালিয়ার গুহ বংশ এদেশে কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। ৺ সদাশিব গুহ, তৎপুত্র কেবলকৃষ্ণ ও তৎপুত্র কৃষ্ণদাস গুহ

ইহারা, খ্যাতনামা তালুকদার ছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ বাবু রসিকচন্দ্র গুহ নায়েব ও বাবু কৈলাসচন্দ্র গুহ উকীল বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ও সম্মানিত। এই গ্রামের বসু বংশের বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু একজন স্বনাম খ্যাত লোক, ইনি বাখরগঞ্জের একজন প্রধান উকীল। এই বংশের বাবু রসিকচন্দ্র বসু উকীল ও বাবু রজনীকান্ত বসু বি, এ সবরেজিষ্টার সম্মানিত লোক। এই গ্রামে একটী বঙ্গবিদ্যালয় ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায়, লোকের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

(সিদ্ধকাঠী-ভাটীয়া-তেওলা)—(অভয়নীল ও কুশঙ্গল)।

উপরোক্ত গ্রামগুলি একই লপ্ত। নলছিটী থানার অন্তর্গত, নলছিটী হইতে ৩।৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। নলছিটী হইতে দক্ষিণে যে বড় রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া এই সকল গ্রামে যাইবার সুবিধা আছে। সিদ্ধকাঠীতে একটী মাইনর স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। এই গ্রামের বৈদ্য বংশীয়েরা বহুকালাবধি বিশেষ সম্মানের সহিত তথায় বাস করিতেছেন। ইহারা বৈদ্য সমাজের মধ্যে এক ঘর প্রধান কুলীন। ৺ দুর্গাগতি রায় একজন বিখ্যাত লোক, তাঁহার দুই পুত্র—দ্বারিকানাথ ও মথুরানাথ। ইহাঁরাও এ দেশে বিশেষ পরিচিত। ৺ মথুরানাথ রায় একজন সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর জেষ্ঠ পুত্র বাবু গিরিজাপ্রসন্ন রায় বি, এল্ এখন কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল, ইনি "গৃহলক্ষ্মী ও বঙ্কিমচন্দ্র" গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় সমাজে পরিচিত হইয়াছেন। এই বংশই এ অঞ্চলের প্রধান ভূম্যধিকারী ও

ধনী। এই গ্রামের বাবু নবীনচন্দ্র সেন একজন প্রধান ডাক্তার, ইনি বরিশালে বিশেষ সম্মানিত অবস্থায় আছেন, ইনি বোর্ড সমূহের মেম্বর ও অনারারী মাজিষ্ট্রেট। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র রায়, বাবু কালীশচন্দ্র রায় মোক্তার, রাবু নিবারণচন্দ্র রায় প্রভৃতি লোকের নাম উল্লেখ যোগ্য। বিপিনবিহারী রায় কবি চিন্তামণি একজন কৃতবিদ্য লোক, ইহারা বংশ পরম্পরায় কবিরাজী ব্যবসায় বিখ্যাত। বিষ্ণুদাস বংশের প্রধান পুরুষ রঘুনন্দন রায় হইতে বর্ত্তমান গোলকনাথ রায় মোক্তার পর্য্যন্ত ৭ পুরুষ। সিদ্ধকাঠীতে ব্রাহ্মণের একটী পৃথক পাড়া আছে। পণ্ডিত দিগম্বর ন্যায়ভূষণ একজন প্রধান শাস্ত্রবিৎ।

ভাটীয়ার কবিরাজ শ্রীনাথ সেন একজন বিখ্যাত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। এই গ্রামের বাবু যোগেশচন্দ্র গুহ বি, এ, একজন শিক্ষিত যুবক। তেওলার কামিনীকুমার সেন গ্রামের গণ্যমান্য লোক, ইনি একজন ডাক্তার।

অভয়নীলে একটী মাইনর স্কুল ও একটী পোষ্টাফিস আছে। এই গ্রামের বাবু হরনাথ ঘোষ বি, এল্, বরিশালের একজন প্রধান উকীল; ইহাঁর ভ্রাতা বাবু বিশ্বনাথ ঘোষ বি, এল্ বরিশালে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছেন। এই বংশ বিশেষ সম্মানের সহিত তথায় বাস করিতেছেন, ইহারা কুলীন কায়স্থ, গাভার ঘোষ বংশ। কুশঙ্গলের দত্ত বংশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কার্য্যাদি প্রশংসনীয়, ইহারা সম্মানিত বংশ, ইহাদিগের বাটীতে পুরাতন কীর্ত্তির চিহ্ন আছে। ঢাকার সারকিট জজ কোন এক সময়ে এইখানে কাছারী করিতেন, একটী ফাটকখানার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

দত্তবংশীয়েরা অনেকানেক কুলীন বংশকে দেশ মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়।

ফয়রা ও মানপাশা।

নলছিঠী হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এই গ্রামটী অবস্থিত। গ্রাম্য রাস্তা, খাল ও মানপাশা হইতে নলছিঠী পর্য্যন্ত হরনাথ দত্তের কাটাখাল থাকায়, লোকের গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে।

মানপাশা একটী ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম; এই গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশ ন্যায়শাস্ত্রের জন্য চিরদিনই বিখ্যাত। ৺ রামনাথ সার্ব্বভৌম এই বংশের প্রধান পুরুষ। ইনি বাল্যকালে কোন এক সময়ে বালি গ্রামের চড়ার উপর খেলা করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে ত্রিবেণীর বিখ্যাত নৈয়ায়িক ৺ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তথায় নৌকারোহণে উপস্থিত হন এবং রামনাথকে তিনি ত্রিবেণীতে নিয়া যান। ৺ রামনাথ একজন অসাধারণ নৈয়ায়িক হইয়া দেশ মধ্যে প্রশংসা ভাজন হইলেন। ইনি কোন এক সময়ে গঙ্গা স্নানে যাইয়া জল মধ্যে একটী শালগ্রাম প্রাপ্ত হন, অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরগণ উক্ত চক্রের পূজা করিতেছেন। এই বিগ্রহটী "রঘুনাথ" নামে অভিহিত হইতেছে। ওয়ারেণ হেষ্টিংশের কোপানলে পড়িয়া যে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই নন্দকুমার উক্ত রামনাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে এই জিলার জন্য "পণ্ডিত জজ" নিযুক্ত করেন। রামনাথ বারৈকরণে দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত জজ নিযুক্ত হন। সাহাজাদপুরের অন্তর্গত ফয়রার জমিদার

৺ বিজয়রাম রায় ইহাঁকে মানপাশায় স্থাপিত করেন এবং তদবধি ইহাঁর বংশধরগণ এই গ্রামে অতিশয় সম্মানের সহিত বাস করিতেছেন। রামনাথ বিস্তর সম্পত্তি করতঃ বাটীতে দালান কোঠা দিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর দুই পুত্র ও এগার কন্যা। রামনাথের দুই পুত্র—রঘুনাথ তর্কালঙ্কার ও কাশীনাথ তর্কভূষণ। রঘুনাথের তিন পুত্র মধ্যে কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত একজন প্রবীণ পণ্ডিত। তাঁহার পুত্র—কমল ন্যায়পঞ্চানন ও গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ পরম পণ্ডিত। কমল ন্যায়পঞ্চাননের বংশধর নারায়ণ তর্কপঞ্চানন একজন পণ্ডিত।

উক্ত রঘুনাথের কনিষ্ঠ পুত্র লোকনাথ ভট্টাচার্য্যের মধ্যম পুত্র বরদাকান্ত বিদ্যারত্ন এক্ষণ কলিকাতা সিটিকালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন ও কনিষ্ঠ চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য বি, এল্, বরিশালে ওকালতী করিতেছেন।

এই গ্রামের ভট্টাচার্য্য বংশের সম্পর্কে তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গঙ্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরকুমার চট্টোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ গাঙ্গোপাধ্যায় ও জগচ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার ব্যক্তিগণ এ অঞ্চলে পরিচিত।

মানপাশার ভট্টাচার্য্য বংশের পূর্ব্বে কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী একজন বিখ্যাত তালুকদার ছিলেন। এই বংশের অনেকানেক কীর্ত্তি কলাপের এখন চিহ্ন আছে। এক সময়ে স্বস্ত্যয়ন করাইবার জন্য চক্রবর্ত্তিগণ রামদেব বাচস্পতি নামক জনৈক সিদ্ধপুরুষকে মানপাশায় আনিয়া স্থাপিত করেন। বাচস্পতির পৌত্র নন্দরাম

তর্কবাগীশ একজন প্রধান তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মধ্যে পঞ্চ জীরজ চণ্ডালের মস্তক প্রোথিত করিয়া, "ত্রিপঞ্চারপীঠ" প্রস্তুত করেন; উহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার বাড়ীতে ভগ্ন দালান ও দেবমন্দির আছে।

পিরোজপুর বিভাগ—পিরোজপুর।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং কাউখালীর মুন্সেফী তথায় পরিবর্ত্তিত হয়। বরিশাল জিলার প্রধান মহকুমা পিরোজপুর; এ স্থান বরিশাল সহর হইতে প্রায় ১০মাইল পশ্চিমে বলেশ্বর নদীর পূর্ব্ব পাড়ে অবস্থিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। পিরোজপুরের লাগ উত্তরে দামোদর নদী প্রবাহিত হইতেছে। এণ্ট্রান্স স্কুল, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, কালী বাড়ী, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরীর দালান, দাতব্য ডাক্তারখানা, মিউনিসিপাল আফিস, লোকাল বোর্ডের আফিস প্রভৃতি সকলই শৃঙ্খলা ভাবে বর্ত্তমান আছে। এই বিভাগে স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মিউনিসিপাল টাউনের লোক সংখ্যা ১২২৩৬ জন, পিরোজপুর বিভাগে লোক সংখ্যা ৫১৯৬০৩ জন। এই মহকুমায় ফৌজদারী মোকদ্দমা ও খুনের সংখ্যা অধিক, মঠবাড়িয়া নামক থানায় ডিটেক্‌টিভ পুলিস থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য; সর্ব্ব সাধারণকে বন্দুকের পাশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই মহকুমার ভূতপূর্ব্ব ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু শশিশেখর দত্ত পিরোজপুর টাউনের ও বিভাগের অত্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে পিরোজপুরে একটী "প্রদর্শনী মেলা" হইত; এইরূপ দেশ-হিতকর কার্য্য এ জিলায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শশী বাবু এ জিলায় স্বনাম খ্যাত হইয়া গিয়াছেন। রায়েরকাঠীর প্রসিদ্ধ রাজা রাজকুমার রায় দোলযাত্রা উপলক্ষে মেলার অবতারণা করিয়া যান। দুঃখের বিষয় যে পিরোজপুর এখন পরহস্তগত হইয়াছে। এই মহকুমার সংলগ্ন দক্ষিণে পাড়ের বাড়ীতে প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ, সম্পন্ন অবস্থায় আছেন; বরিশালের নদীর ধারের "পাড়ের ঘাটলা" এই বংশের একটী কীর্ত্তি। পিরোজপুরের পূর্ব্বে রাণীপুরের নাগবংশ বিশেষ সম্মানিত; বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র নাগ বরিশালে সেরেস্তাদার নিযুক্ত আছেন। দামোদরের উত্তর পাড়স্থ কুমারখালীর হাট ও হুলার বা রাজার হাট, রায়েরকাঠীর জমিদারগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত।

রায়েরকাঠী।

পিরোজপুর বিভাগের প্রধান স্থান রায়েরকাঠী। এ স্থানের জমিদারগণ সাধারণতঃ "রায়েরকাঠীর রাজা" বলিয়া বিখ্যাত। এই বংশ সিলেমাবাদের রাজা, ইহাঁদিগের কীর্ত্তি কলাপ ও দানাদি কার্য্য বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ। রায় জমিদারগণ এই স্থানের গভীর অরণ্য আবাদ করেন বলিয়াই এই গ্রামের নাম "রায়েরকাঠী" হইয়াছে; রায়েরকাঠী পিরোজপুরের মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত দামোদরের উত্তর পাড়ে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে মাইনর স্কুল, পোষ্টাফিস, গ্রাম্য পাকা রাস্তা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি থাকায় স্থানীয় লোকের সুবিধা হইয়াছে। গ্রামের

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, নাপিত, ধোপা প্রভৃতি সকলেই রাজবংশের জায়গির ভোগ করিতেছেন। রায়েরকাঠীর চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় দশ হাজার টাকার লভ্যের তালুক রাজবংশের সম্পর্কীয় ও আশ্রিত লোকগণ নিষ্কর ভোগ করিতেছেন। জমিদারগণ আশ্রিত ব্যক্তিগণের প্রত্যেককে তাহাদের বাড়ীতে দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রায়েরকাঠীতে ইষ্টকালয়ের সংখ্যা অধিক, বাখরগঞ্জের অপর কোন স্থানে এতগুলি দালান নাই।

রায়েরকাঠীর রাজবংশ দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ সেন বংশ। এই গ্রামের দক্ষিণ রাঢ়ী ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি কুলীনগণ রাজবংশ কর্ত্তৃক আনীত ও স্থাপিত। হবিরকাঠীর ঘোষ বংশও রায়েরকাঠীর জমিদারগণের কুটুম্ব। রায়েরকাঠীতে এই সকল বংশে অনেকানেক কৃতবিদ্য ও ইংরেজী শিক্ষিত লোক আছেন। এ গ্রামে বি, এ ও এম্, এ উপাধিধারী ৬ জন লোক আছেন।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দিগঙ্গা নামক স্থানের রমানাথ সেন নবাব সরকারে চাকরী করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীনাথ সেন রায় নবাব সরকারে চাকরী করিয়া, নিজ প্রতিভা-বলে গচ্ছিত স্বরূপ জমিদারী লাভ করিয়া রায়েরকাঠীতে স্থিত হয়েন। এই মহাপুরুষই রায়েরকাঠীর রাজবংশের আদি পুরুষ। কেহ কেহ বলেন, শত্রুজিৎ রায় এই বংশের আদি পুরুষ। রায়েরকাঠীর জমিদার বংশের অন্যতম বংশধর শ্রীযুক্ত রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রায়, শ্রীনাথ রায়কেই আদি পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

উক্ত শ্রীনাথ রায়ের পুত্র—শ্রীরাম রায়, তৎপুত্র রুদ্র রায়। ইহাঁর চারি পুত্র—নরোত্তম, নরেন্দ্র, কন্দর্প ও গন্ধর্ব্ব। নরোত্তম

রায়েরকাঠীতেই থাকেন, অপর তিন ভ্রাতা বনগ্রাম, মঘিয়া ও চিঙ্গরাখালীতে গিয়া স্থিত হয়েন এবং তাঁহাদিগের বংশধরগণ এখনও উক্ত গ্রাম সমূহে বাস করিতেছেন। নরোত্তমের তিন পুত্র—জয়নারায়ণ, দর্পনারায়ণ (নিঃসন্তান) ও সুরনারায়ণ (ছোট রাজ বাড়ী, এই বাড়ীর ৺ নবকৃষ্ণ রায় প্রধান লোক)। জয়নারায়ণ এই বংশের স্বনাম খ্যাত মহা পুণ্যাত্মা পুরুষ। ইনিই এই বংশের প্রধান ও প্রবীণ রাজা। ইহাঁর চারি পুত্র—শিবনারায়ণ, উদয়নারায়ণ, দুর্ল্লভনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ। শিবনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণনারায়ণ, তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ। তাঁহার চারি পুত্র—রাজেন্দ্রনারায়ণ, প্রহ্লাদনারায়ণ, মাধবনারায়ণ ও নরনারায়ণ। রাজা নরনারায়ণ সঙ্গীত শাস্ত্রে বঙ্গদেশ মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত, ইহাঁর সহধর্ম্মিণী বসন্তকুমারী রায় কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। শিবনারায়ণের তৃতীয় পুত্রের বংশে রাজা চন্দ্রনাথ রায় বিখ্যাত। উদয়নারায়ণের বংশে রাজা রাজকুমার রায় স্বনাম খ্যাত পুরুষ। দুর্ল্লভনারায়ণের বংশে রাজা অদ্বৈতনারায়ণ রায় বিখ্যাত। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশে রাজা দুর্গানারায়ণ রায় খ্যাতনামা লোক ছিলেন।

বাখরগঞ্জের সকল অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণই এই বংশের ব্রহ্মোত্তর ভোগ করেন। জমিদারদিগের পুরোহিতগণ তারপাশায় ও ইষ্ট দেবতাগণ রায়েরকাঠীতে বাস করেন। রুদ্র রায় রায়েরকাঠীর প্রসিদ্ধ কালী স্থাপন করেন। সংস্কৃত ভাষায় কালী মন্দিরের উপর লিখিত আছে যে, বাঙ্গলা ১০৫০ সনে রুদ্র রায় (রাধু রায়)

রায়েরকাঠীর কালী স্থাপন ও মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কালী ও সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীতে অনেকানেক দেব-দেবীমূর্ত্তি ও মন্দির বর্ত্তমান আছে। স্থানটী গভীর ভাবোদ্দীপক। প্রায় ২৫০ শত ফিট উচ্চ একটী নবরত্ন আছে। যে স্থলে অতিথিগণ আসিয়া বাস ও আহারাদি করিত, সে স্থানটী অদ্যাপি অতিথিখানা নামে অভিহিত হইতেছে।

কীর্ত্তিপাশার জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ, সাতুরিয়ার মিঞা ভূম্যধিকারীর আদি পুরুষ, আমড়াজুরীর দত্ত ও জলাবাড়ীর বিশ্বাসগণের পূর্ব্ব পুরুষগণ, রায়েরকাঠীর রাজ সরকারে চাকরী করিয়া, সকলেই সম্পত্তিশালী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজবংশের অনেকেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে; রায়ের-কাঠীর পূর্ব্বশ্রী এখন অন্তর্হিতা।

জমিদার বংশের স্থাপিত কুলীনদিগের মধ্যে বাবু প্রিয়নাথ মিত্র, বাবু দীননাথ বসু, বাবু সখানাথ মিত্র, বাবু শশিভূষণ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ সম্পন্ন অবস্থায় আছেন।

সাতুরিয়া।

এই গ্রাম পিরোজপুর হইতে ১০ মাইল পূর্ব্বে ও ঝালকাঠী হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে। সাতুরিয়া মুসলমান প্রধান গ্রাম। এই গ্রামে একবংশজাত বহুতর ভদ্র বিশিষ্ট লোকের বাস। ইহারাই সাতুরিয়ার মিঞা নামে সর্ব্বত্র অভিহিত। এতদ্ভিন্ন ফরিদপুর, যশো-হর ও বাখরগঞ্জ জেলাস্থ অনেক গণ্যমান্য মুসলমান-কুলীন-সন্তান বিবাহাদি করিয়া, এই গ্রামে স্থাপিত হইয়াছেন। সাতুরিয়ার

জমিদারগণের প্রসিদ্ধ আদিপুরুষ সাজেন্দা নামক জনৈক আওলিয়া (ফকির)। তিনি দিল্লী হইতে সাজাহানে আলী অর্থাৎ যাঁহাকে এতদ্দেশীয় লোকে খাঞ্জে আলী বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহার সঙ্গে বাগহাট মহকুমার অন্তর্গত হাবেলি পরগণায় আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের বাসস্থান অদ্যাপি খাঞ্জে আলীর দরগা নামে সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে এবং ঐ স্থানে দর্শকের তৃপ্তিকর বহুতর সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, মসজিদ ও বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় সকল বর্ত্তমান থাকিয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি প্রচার করিতেছে। সাজেন্দার পুত্র সানুর প্রভৃতি ক্রমান্বয় কয়েক পুরুষ ঐ স্থানেই অবস্থিতি করেন; পরে ঐ বংশীয় সেখ সাহাবদ্দিন নামক একজন আওলিয়া (ফকির) সিলেমাবাদ পরগণার জমিদার রায়েরকাঠীর চৌধুরিগণ কর্ত্তৃক কতক চেরাগি ও তালুকাদি প্রাপ্ত হইয়া, এই সাতুরিয়া গ্রামের ৫ মাইল পূর্ব্বে সুক্তাগর নামক পল্লীতে বাস করেন, অবশেষে ঐ স্থানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। এখনও এ দেশীয় মুসলমান ও অনেক হিন্দু সন্তান তাঁহার সমাধি স্থানে অনেক মানসিক ও সিনি আদি দিয়া থাকেন। উক্ত আওলিয়ার ৯ পুত্র। তাঁহার পুত্রগণ তাঁহার জীবদ্দশাতেই নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়া, এই সাতুরিয়া আসিয়া বাস করেন এবং ক্রমান্বয় অনেক ভূসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া, সিলেমাবাদ পরগণায় এক ঘর প্রসিদ্ধ তালুকদার হইয়া পড়েন। উক্ত সেখ সনুবদ্দিন হইতে এই বংশীয়দের ৭ম পুরুষ অতিবাহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই বংশীয়গণ দেশাচল প্রথানুসারে আরবি, পারসী ও বঙ্গভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল। এই বংশীয় ভূম্যধিকারিগণ মধ্যে ইতি পূর্ব্বে সেখ ভ্রাহতুল্লা

ওরফে ধোন মিঞা ও আবদুল আজিজ ওরফে মুনসুর মিঞা জাঁকাল লোক ছিলেন। উল্লিখিত দ্রাহতুল্লা মিঞার পুত্র মৃত আবদুল গফুর মিঞার একমাত্র কন্যা শ্রীযুতা সামহন্নেছা খাতুন চৌধুরাইণ বর্ত্তমান সময় প্রধান ভূম্যধিকারিণীর সহিত সায়েস্তাবাদ পরগণার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার ৺ ছৈয়দ মৌলবী আবদুল্লা খান বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুত ছৈয়দ মৌলবী ওবেদুল্লা চৌধুরী সাহেবের পরিণয় হইয়াছে। তাঁহাদের ও উক্ত চৌধুরাণীর মাতা শ্রীযুতা মেহেরেন্নেছা খাতুন দ্বারা এ দেশের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইতেছে। কিছু পূর্ব্বে এ গ্রাম হইতে বিদ্যাচর্চ্চা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছিল এখন আবার উক্ত চৌধুরাইন প্রভৃতির উৎসাহে এই গ্রামে একটী সাহায্যকৃত মাইনর স্কুল, একটী পোষ্টাফিস ও একটী সামান্য রকম প্রাইভেট দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐ চৌধুরাইণ বিদেশীয় ও স্বদেশীয় অনেক ছাত্রকে অন্ন বস্ত্র ও লেখা পড়ার খরচাদি দিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইতেছেন। শ্রীযুত ছৈয়দওবেদুল্লা চৌধুরী সাহেব উক্ত সাতুরিয়াতেই থাকিয়া গ্রামের হিতের চেষ্টা দেখিতেছেন। ইনি পিরোজপুরের সবরেজিষ্টার, মিউনিসিপাল কমিশনার, অনারারী মাজিষ্ট্রেট ও বোর্ডের মেম্বর নিযুক্ত আছেন।

জলাবাড়ী।

পিরোজপুর বিভাগের মধ্যে এই গ্রামটী অবস্থিত। সর্ব্ব প্রথমে মাধবনারায়ণ বিশ্বাস আমড়াজুরী দত্তের বাড়ী বিবাহ করেন। তাঁহার দুই পুত্র প্রাণনারায়ণ ও প্রতাপনারায়ণ। ইহারা

উভয়েই রায়েরকাঠীর ৺জয়নারায়ণ রায়ের বড় পুত্রের অর্থাৎ বড় রাজবাড়ীতে চাকরী করিতেন; প্রাণনারায়ণ অত্যন্ত প্রতিভাশালী লোক ছিলেন। তিনি কৌশলক্রমে জমিদারগণের কতকগুলি বিলা ও জঙ্গলা জমির জিম্বা নেন, তদবধিই বিশ্বাস বংশের ভাগ্য-লক্ষ্মী উদিতা হয়েন। প্রাণনারায়ণের পুত্র কৃষ্ণসুন্দর ও দ্বারকানাথ, ইহারা উভয়ই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র অন্নদাচণ ও দ্বারকানাথের পুত্র—কালীনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, তারকনাথ, উপেন্দ্রনাথ ও কৈলাসনাথ। এই বংশ বাখরগঞ্জে পরিচিত। উক্ত প্রাণনারায়ণের ভ্রাতা প্রতাপনারায়ণের বংশ-ধরগণ বিশেষ সম্পত্তিশালী ও সম্মানিত। এই পরিবারের শ্রীনাথ, ক্ষেত্রনাথ, হরিমোহন ও শিবকৃষ্ণ প্রধান বংশধরগণ; হরিমোহন বাবু জজ আদালতের একজন উকীল। জলাবাড়ীতে মাইনর স্কুল, পোষ্টাফিস, হাট, বাজার ও গ্রাম্য রাস্তা থাকায় লোকের সুবিধা হইতেছে।

আমড়াজুরী।

পিরোজপুরের বিভাগে এই গ্রামের অবস্থিতি। অতি পূর্ব্বে এই গ্রামের দত্তবংশ নেমক মহালের দারগার কার্য্য করিয়া সম্পন্ন হইয়াছিলেন, পরে তাহাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায়, প্রসিদ্ধ কাশীনাথ দত্তের পিতা রায়েরকাঠীর জমিদার বাড়ীতে চাকরী করেন।। উহাদ্বারা তিনি বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া যান। কাশীনাথ দত্তও কিছুদিন রায়েরকাঠীতে চাকরী করেন। তাঁহার পুত্র হরনাথ দত্ত, ইনি বাখরগঞ্জে সুপরিচিত। তৎপুত্র দেবনাথ দত্ত

একজন কার্য্যদক্ষ লোক। আমড়াজুরীতে স্কুল, পোষ্টাফিস, হাট প্রভৃতি থাকায় লোকের উপকার সাধিত হইতেছে।

বানরিপাড়া, নরোত্তমপুর ও কুন্দিহার।

উক্ত তিনটী গ্রাম একই লপ্ত, পিরোজপুর বিভাগে স্বরূপকাঠী থানার অন্তর্গত। বানরিপাড়ায় একটী এণ্ট্রান্স স্কুল থাকায়, অধিবাসিগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে। গ্রামের পোষ্ট ফিসটী নরোত্তমপুরে স্থিত। গ্রামে লাইব্রেরী, ডিস্পেনসারী, হাট, বাজার, খাল প্রভৃতি আছে। বানরিপাড়ায় পাকা রাস্তা ও বাজারের খালে কৌশল নির্ম্মিত একটী লোহার পুল থাকায় লোকের গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা হইতেছে। বানরিপাড়ায় বসতি স্থান ঘন ও লোক সংখ্যা স্থানের পরিসরানুসারে অধিক বলিয়া মনে হয়। কুন্দিহার গ্রামে বৈদ্য জাতির প্রাধান্য; কবিরাজ দ্বারিকানাথ সেন, পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ দাস কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রধান লোক। এই গ্রামের বৈদ্য বংশ সংস্কৃত ও কবিরাজীর জন্য বিখ্যাত।

বিরাট গুহের বংশে অনেক কৃতি লোক জন্মিয়াছেন। বিশ্বকোষ পাঠে জানা যায় যে, মগ ও ফেরাঙ্গী বিজেতা জিতামিত্র গুহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি এই বংশ সম্ভূত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য মুরশিদাবাদে নবাবের দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁহার সহোদর ভ্রাতা নয়নানন্দ গুহ নবাবের সরকার ছিলেন। নয়নানন্দ সরকার কাকরধা গ্রামে বাস স্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না হওয়াতে মনো-

কষ্টে তিনি কাশী চলিয়া যান। সেখানে যাইয়া পুরশ্চরণ করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পুনরায় বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়া তাঁহার চারি পুত্র ও ১৬টী পৌত্র জন্মে। প্রতাপাদিত্য যশোহরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। নয়নানন্দ সরকারের বংশীয়গণ বানরিপাড়া গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। বল্লাল সেন কর্ত্তৃক সমীকরণে অন্যান্য কুলীনদিগের সঙ্গে পর্য্যায়ে জেতা হওয়াতে তিনি ঠাকুরত্ব অথবা ঠাকুরতা উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বংশে সৃষ্টিধর গুহ নবাব সরকারে নায়েবের কার্য্য করিতেন বলিয়া বিশ্বাস উপাধি পান, ইহার বংশীয়েরা গুহ বিশ্বাস নামে খ্যাত। গুহ ঠাকুরতা বংশের কোন ব্যক্তি চন্দ্রদ্বীপ রাজাদিগের সঙ্গে বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন, ইহার বংশীয়েরা গুহ রায় নামে পরিচিত। বানরিপাড়া গ্রামে গুহ ঠাকুরতা, গুহ বিশ্বাস এবং গুহ রায় এই তিন উপাধিধারী গুহ বংশীয়েরা বাস করেন, ইঁহারা রঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কুলীন। এই বংশের আনন্দকিশোর গুহ, অখিলচন্দ্র গুহ, গৌরকিশোর গুহ, রাজনাথ গুহ, ঈশ্বরচন্দ্র গুহ প্রভৃতি বিশেষ পরিচিত লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বিজয়কিশোর, মহিমাচন্দ্র, রাসবিহারী, শশিভূষণ, অম্বিকাচরণ, বসন্তকুমার, অশ্বিনীকুমার, রজনীনাথ, রজনীকান্ত, প্রসন্নকুমার, প্রতাপচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র জানকীনাথ গুহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্টের এবং জমিদারের ও ওকালতী কার্য্য করিতেছেন। এই বংশের মনোরঞ্জন গুহ একজন প্রধান ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই গ্রামে ৭ জন গ্রাডুয়েট আছেন; যথা—রজনীকান্ত, অশ্বিনী,

অশ্বিনী, কুঞ্জবিহারী, দিনেশ, জানকী এবং প্রসন্নকুমার গুহ। এই গ্রামে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে একটী সমৃদ্ধিশালী মেলার অবতারণা হইয়া, এখনও প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে উহা মিলিয়া থাকে। এক সময়ে ঘুড়ি খেলা উপলক্ষে নবদ্বীপ, মিথিলা, কাশী, বিক্রমপুর ইত্যাদি স্থানের পণ্ডিতগণ এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

নরোত্তমপুরের ঘোষ বংশ রায় উপাধিধারী। ইহারা গাভার ঘোষ দস্তিদারদিগের একই বংশ। এই গ্রামের কায়স্থগণের পাঁচখানি বাড়ীই প্রধান; যথা—বড় বাড়ী, পশ্চিমের বাড়ী, উত্তরের বাড়ী, পুরাণ বাড়ী ও গঙ্গাচরণ রায়ের বাড়ী। বড় বাড়ীর গোপীমোহন রায়, উত্তরের বাড়ীর জগমোহন রায় ও পুরাতন বাড়ীর দ্বারকানাথ রায় প্রধান লোক। গঙ্গাচরণ রায় মহাশয় একজন বিখ্যাত লোক, তাঁহার বাড়ীর বাবু উগ্রকণ্ঠ রায় বি, এল্ ও বাবু অশ্বিনীকুমার রায় বি, এ ও বাবু বরদাকান্ত রায় এল্ এম্ এস্ কৃতবিদ্য লোক। উগ্র বাবু একজন দেশ-হিতৈষী লোক। এই গ্রামের ৺ রাধাচরণ রায় মুন্সেফ, ৺ রাজকুমার রায়, ৺ তারিণী-চরণ রায়, ৺ কৃষ্ণকান্ত রায় প্রভৃতি প্রধান লোক ছিলেন।

বানরিপাড়ার নিকটবর্ত্তী মাছরং গ্রামে নট্ট জাতি বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে মৃত শিবচন্দ্র চুলী বঙ্গদেশের মধ্যে একজন স্বনাম খ্যাত লোক। বর্ত্তমান সময়ে বনমালী, বড় বৈকুণ্ঠ ও ছোট বৈকুণ্ঠ বিখ্যাত।

খলিসাকোটা।

খলিসাকোটা গ্রামটী পিরোজপুরের অন্তর্গত স্বরূপকাঠী থানার এলেকাধীন। বহুসংখ্যক ভদ্র লোকের বসতি স্থান। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির বিশেষ প্রাধান্য। সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য এ স্থানটী বিশেষ বিখ্যাত। ব্রাহ্মণ বংশে শ্রীশ্যামাচরণ তর্কচূড়ামণি ও শ্রীমোহনচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার প্রধান পণ্ডিত। খলিসাকোটা নিবাসী প্রসিদ্ধ রায় বংশীয়দিগের আদি পুরুষ রামগোপাল রায়। এই মহাপুরুষ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গানদীর পশ্চিম পাড়ের অর্থাৎ রাঢ় দেশীয় কোন স্থান হইতে এই বাখরগঞ্জ জিলার অধীন প্রথমতঃ রণমতী গ্রামে এবং তাহার কিছুকাল পরে তথা হইতে খলিসাকোটা গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। রামগোপাল রায় খলিসাকোটা গ্রামে আসিয়া, ঐগ্রামের সকল স্থান অধিকার করেন এবং ঐ স্থানের পূর্ব্বস্থিত সমুদয় জাতীয় লোকই রামগোপাল রায়ের অধীন হয়। রামগোপাল রায়ের ক্রমে পাঁচটী পুত্র জন্মে; যথা—১ম রামগোবিন্দ রায়, ২য় রত্নেশ্বর রায়, ৩য় গোপীকান্ত রায়, ৪র্থ রামজীবন রায়, ৫ম রামভদ্র রায় এই পাঁচটী পুত্র সকলেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন এবং আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন। ইহাঁরা সকলেই চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন, অদ্য পর্য্যন্তও এই বংশে চিকিৎসা ব্যবসা প্রচলিত আছে।

এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের প্রস্তুতি অনেক চিকিৎসা ব্যবসায়ের পুস্তক আছে, তন্মধ্যে "রসসার" নামক গ্রন্থখানি অতি প্রসিদ্ধ এবং ৫ম পুরুষ রামমাণিক্য রায় মহাশয়ের

প্রস্তুতি অনেকানেক সংস্কৃত সাহিত্য আছে, তাহা অদ্যাপিও জন-সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। রামমাণিক্য রায় ভূকৈলাসস্থ রাজবাড়ীর প্রধান চিকিৎসক এবং পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচিত একটী সংস্কৃত কবিতা ঐ বাড়ীর দেব-মন্দিরে অদ্যাপিও খোদা আছে। রামগোপাল রায়ের ১ম পুত্র রামগোবিন্দ রায়ের বংশই বিশেষ বিখ্যাত; এই বংশে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দি খাঁ যখন বাঙ্গলার নবাব ছিলেন, তখন এই বংশের ৩য় পুরুষ রামকৃষ্ণ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামনারায়ণ রায় মহাশয় নবাব বাড়ীর প্রধান পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্য-গুণে নবাব বাহাদুর বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন। ঐ বংশের ৫ম পুরুষ মদননারায়ণ রায় মহাশয় চিকিৎসা শাস্ত্রে এতদূর কৃতী ছিলেন যে, তিনি রোগী দেখিয়া অন্ততঃ ৬ মাস পূর্ব্বে মৃত্যুর সময় নিরূপণ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমান সময়ে পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয় এই বংশের মধ্যে প্রধান চিকিৎসা ব্যবসায়ী, তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নানাস্থানে বিদ্যমান আছে। ৬ষ্ঠ পুরুষে দীনবন্ধু রায় সংস্কৃতে এবং শিল্প বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন; তিনি একখানি মনসাদেবীর সিংহাসন নিজ হস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঐ সিংহাসনের কারুকার্য্য অতীব চমৎকারজনক, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

রামগোপাল রায় আদি পুরুষ হইতে বর্ত্তমানে ৯ম পুরুষ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে আর পূর্ব্ব পুরুষের ভাব কিছুই নাই; কিন্তু এইক্ষণ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও বিশেষ সম্মানিত এবং

নানাস্থানের লোক সমাজে বিশেষ পরিচিত। বাবু গিরিশচন্দ্র রায় বরিশালে থাকিয়া মোক্তারী করিতেছেন; ইনিও অত্যন্ত সম্মানিত। রায় বংশের ৫ম পুরুষের মধ্যে কাশীনাথ রায় নামক এক ব্যক্তি স্বনাম খ্যাত পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। বাখরগঞ্জ জিলার অধীন মাধবপাশা নগরীতে যখন মহারাজা উদয়নারায়ণের বংশধরগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, অদ্বিতীয় প্রতিপত্তির সহিত একাধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, তখন কাশীনাথ রায় ঐ রাজবাড়ীর দ্বার পণ্ডিত এবং চিকিৎসক ছিলেন।

এই খলিসাকোটা গ্রামটী শত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল যে, তথায় কখন কোন বিষয়ের অভাব কি অপ্রতুল ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, মালাকার, সূত্রধর, তন্তুবায় (জুগী, তাতী) গন্ধ বণিক, শঙ্খ বণিক, কাংস বণিক, ধুপী, নাপিত, নট্ট, ভূঞ্জমালী, গোয়ালা প্রভৃতি নানা প্রকার বর্ণ সঙ্কর জাতি ছিল। বর্ত্তমানে সর্ব্ব শ্রেণীর বংশধরগণ অতি অল্পই আছে।

খলিসাকোটায় একটী স্কুল, গ্রাম্য রাস্তা, পোষ্টাফিস, সংস্কৃত টোল প্রভৃতি থাকায় লোকের উপকার হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে বাবু চন্দ্রকান্ত সেন এম, এ, বি, এল, বাবু দ্বারকানাথ গুপ্ত উকীল, পণ্ডিত পার্ব্বতীচরণ রায় কবিরাজ, কবিরাজ প্রসন্নকুমার কবিরত্ন প্রভৃতি লোক বিশেষ কৃতবিদ্য।

পটুয়াখালী।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এই মহকুমা স্থাপিত হয় এবং বাউফলের মুন্সেফী পটুয়াখালীতে পরিবর্ত্তিত হয় ও কোটের হাটের মুন্সেফী এবালিস হইয়া যায়। পটুয়াখালী বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৩৮ মাইল দক্ষিণে সুন্দরবন বিভাগে অবস্থিত। এই মহকুমার উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে দুইটী দোন থাকায় জল পথের সুবিধা হইয়াছে। বরিশাল হইতে পটুয়াখালী হইয়া আমতলী পর্য্যন্ত ষ্টিমার লাইন আছে। এ স্থানের জল লবণাক্ত; সাধারণ স্বাস্থ্য মন্দ নহে; স্থানটীর দৃশ্য ভাল। মহকুমায় এণ্ট্রান্স স্কুল, পোষ্টাফিস, হাট, বাজার, পাকা রাস্তা, পুল, জেল, কালেক্টরীর ক্ষুদ্র দালান, দাতব্য ডাক্তারখানা, মিউনিসিপাল আফিস প্রভৃতি আছে। মিউনিসিপাল টাউনের লোক সংখ্যা ৪৮৮৫ জন ও পটুয়াখালী বিভাগের লোক সংখ্যা ৪৯৬৭৩৫ জন। পটুয়াখালীতে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা অধিক ও নরহত্যা ব্যাপারও অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে। এ স্থানে একজন পুলিসের সাহেব ও ডিটেক্‌টিভ পুলিস থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। সর্ব্ব সাধারণকে বন্দুকের পাশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মহকুমায় হাকিমদিগের বাসোপযোগি উপযুক্ত পাকা কোঠা থাকা বাঞ্ছনীয়, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি থাকা প্রার্থনীয়।

পটুয়াখালীর অধীন কচুয়া নামক স্থানে চন্দ্রদ্বীপের পুরাতন রাজধানী ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কমলা নাম্নী রাজকন্যা কালাইয়া নদীর পাড়ে তিন দরুণ তের কাণি স্থান বাপিয়া ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক দীঘী খনন করেন,

উহার অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। পটুয়াখালীর অধীন কালীস্থরীর মেলায় অতিশয় নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ উপভোগ করা যায়।

দক্ষিণ সাহাবাজপুর—ভোলা।

দক্ষিণ সাহাবাজপুরকে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সব ডিভিসন করা হয় ও মেহেন্দীগঞ্জের মুন্সেফী দৌলাতখাঁয় পরিবর্ত্তিত হয়। ১৮৭৬ অব্দের বন্যায় দৌলাতখাঁয় প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইয়া, সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়; ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ভোলায় সরকারী আফিসাদি সংস্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটী বরিশাল সদর হইতে প্রায় ৪০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। দক্ষিণ সাহাবাজপুর একটী দ্বীপ। বরিশাল হইতে ভোলার ধার দিয়া নোয়াখালী পর্য্যন্ত ষ্টিমার লাইন আছে। এই ডিভিসনের লোক সংখ্যা ২৫৮৪৫০ জন। অতি প্রাচীন কালে দক্ষিণ সাহাবাজপুরে লবণের কারখানা ছিল ও বহুসংখ্যক চোর, ডাকাইত ও ঠগ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সম্বন্ধে ভোলা বাখরগঞ্জের অন্যান্য বিভাগ অপেক্ষা উন্নত।

ভোলায় হাট, বাজার, রাস্তা, পুল, এণ্ট্রান্স স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, জেল, আফিসাদির ঘর, পোষ্টাফিস প্রভৃতি আছে। এই বিভাগে সর্ব্ব প্রথমে সব ডিভিসন স্থাপিত হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, হাকিমগণের বাসোপযোগি পাকা গৃহাদি নাই। গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহ না হইলে, এ অভাব দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ভোলার অন্তর্গত লালমোহন নামক স্থানে বড় বড় মহিষ, ব্যাঘ্র, হরিণ প্রভৃতি বাস করে।

পরিশিষ্ট।

গ্রামের ডিরেক্টরী।

মানুষ গণনার সুবিধার জন্য কোন গ্রাম বা মৌজাকে ৫।৬ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ ও চড়া প্রভৃতির নাম এ স্থলে প্রদত্ত হইল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মানুষ গণনার পরে গ্রামের ডিরেক্টরী নূতন সংস্করণ না হওয়ায়, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গ্রামগুলি যে যে পোষ্টাফিসের অন্তর্গত ছিল, সেই সেই পোষ্টাফিসের নাম লিখিত হইল।

বর্ণানুসারে গ্রামের নাম		থানার নাম	১৮৮১ সন পর্য্যন্ত যে পোষ্টাফিসের অধীনছিল সেই পোষ্টাফিসের নাম
ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম		
Abdulmona	আবদুলমোনা	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Abhoyanil	অভয়নীল	নলছিঠী	অভয়নীল
Abidpara	আবিদপাড়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Abuganja Hut	আবুগঞ্জহাট	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Abupur	আবুপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Adabari	আদাবাড়ী	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Adabari	আদাবাড়ী	গৌরনদী	ব্যাটাজোড়
Adabaria	আদাবাড়িয়া	বাউফল	বাউফল

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Adakhola	আদাখোলা	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Adamkati	আদমকাঠী	স্বরূপকাঠী	বীনরিপাড়া
Adhuna	আধুনা	গৌরনদী	আগরপুর
Adokati	আদকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Agarbari	আগরবাড়ী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Agarpur	আগরপুর	বরিশাল	আগরপুর
Amua	আমুয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Agalpasa	আগোলপাশা	ঝালকাঠী	ঝালকাঠি
Ahamadganja	আহামদগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ	আবপুর
Aila	আয়েলা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Ajodhya	অযোধ্যা	মঠবাড়িয়া	বামনা
Akbarpara	আকরপাড়া	নলছিটী	নলছিটী
Akhibaria	আখিবাড়িয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Alamkati	আলামকাঠী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Alankarkati	অলঙ্কারকাঠী	স্বরূপকাঠী	স্বরূপকাঠি
Algi	আলগী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Algi	আলগী	মঠবাড়িয়া	পিরোজপুর
Algi	আলগী	ভোলা	ভোলা
Algi	আলগী	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Aliganja	আলীগঞ্জ	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Aliganja Hat	আলীগঞ্জহাট	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Alikanda	আলেকান্দা	বরিশাল	বরিশাল

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Alimabad	আলীমাবাদ	গৌরনদী	গৌরনদী
Alipur	আলীপুর	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Alipur	আলীপুর	গলাচিপা	গলাচিপা
Alipura	আলীপুরা	বাউফল	বাউফল
Alkichandpura	আলকীচাঁদপুরা	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Alta	আলতা	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Amanatgunja	আমানতগঞ্জ	বরিশাল	বরিশাল
Amabari	আমবাড়ী	গৌরনদী	গৈলা
Amabari	আমবাড়ী	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Amabari	আমবাড়ী	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Ambaula	আমবউলা	গৌরনদী	কোটালিপাড়া
Ambica	অম্বিকা	বরিশাল	রহমৎপুর
Amgachia	আমগাছিয়া	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Amirabad	আমীরাবাদ	বাউফল	বাউফল
Amirabad	আমীরাবাদ	নলছিটী	নবগ্রাম
Amirganja	আমীরগঞ্জ	গৌরনদী	গোপালখর
Amaragachia	আমরাগাছিয়া	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Amarajuri	আমড়াজুরী	পিরোজপুর	কাউখালী
Amaratuli	আমড়াতলা	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Amatala	আমতলা	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Amatali	আমতলী	আমতলী	আমতলী
Amarabunia	আমরাবুনিয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Amuakandi	আমুয়াকান্দি	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Anandakati	আনন্দকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Anarasia	আনারসীয়া	বাউফল	ভাতশালা
Andakul	আন্দাকুল	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Andakandi	আন্দাকান্দী	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Andarchar	আন্দারচর	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Andarmanik	আন্ধারমাণিক	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Andarmanik	আন্ধারমাণিক	গুলসাখালী	ফুলঝুরী
Andarmanik	আন্ধারমাণিক	গৌরনদী	বাটাজোড়
Andirpur	আন্দিরপাড়	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Angaria	আঙ্গারিয়া	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Angaria	আঙ্গারিয়া	বাউফল	ভাতশালা
Angaria	আঙ্গারিয়া	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Angaria	আঙ্গারিয়া	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Angaria	আঙ্গারিয়া	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠি
Anurag	অনুরাগ	নলছিটী	নলছিটী
Araiani	আড়াই আনি	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Araidorun	অড়াইদ্দরুণ	বরিশাল	রহমৎপুর
Arailbeke	আড়াইলবেকী	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Arainao	আড়াইনাও	বাউফল	ভাতশালা
Arckul	আড়াকুল	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Aramkati	আড়ামকাঠি	স্বরূপকাঠি	স্বরূপকাঠি

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Arangagram	আরঙ্গগ্রাম	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Aorabunia	আওরাবুনিয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Assattakati	অশ্বত্থকাঠী	স্বরূপকাঠী	গোলাবাড়ী
Ashighar	আশীঘর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Ashkhar	আস্কর	গৌরনদী	গৈলা
Ashuar	আউসার	ঝালকাঠী	উজিরপুর
Atak	আটক	গৌরনদী	বাটাজোড়
Atakati	আতাকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Atakati	আতাকাঠী	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Atashkhali	আতসখালী	বাউফল	বাউফল
Atgati	আটগতি	বাউফল	বাউফল
Atghar	আটঘর	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Atipara	আটীপাড়া	গৌরনদী	বাটাজোড়
Atta	আতা	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Auliapur	আউলিয়াপুর	গলাচিপা	গলাচিপা
Azimpur	আজিমপুর	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Azimpur	আজিমপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Babaj	বেবাজ	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Babajiakhali	বেবজিয়াখালী	মঠবাড়িয়া	বামনা
Babla	বাবলা	পিরোজপুর	নাজিরপুর
Bachaspati	বাচসপতি	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Bachhar	বাখার	গৌরনদী	বাটাজোড়

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Backerganga	বাখরগঞ্জ	বাখরগঞ্জ	বাখরগঞ্জ
Badakhali	বাদাখালী	গুলিসাখালী	ফুলঝুরি
Badalkati	বাদলকাঠী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠি
Badarpur	বদরপুর	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Badarpur	বদরপুর	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Badarpur	বদরপুর	গৌরনদী	আগরপুর
Badartali	বদরটলী	মেহেন্দীগঞ্জ	আবপুর
Badiulla	বদিউল্লা	বরিশাল	বরিশাল
Badnikati	বদনীকাঠী	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Badnikhali	বদনীখালী	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Badarpur	বদরপুর	বরানদ্দি	তালতলী
Badura	বাদুরা	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Badura	বাদুরা	বাউফল	বাউফল
Badurpur	বাদুরপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Badurpur	বাদুরপুর	গৌরনদী	আগরপুর
Baga	বগা	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Bagbari	বাগবাড়ী	গৌরনদী	গৈলা
Bagdha	বাগধা	গৌরনদী	কোটালিপাড়া
Bageswari	বগেস্বরী	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Bagha	বাঘা	বরিশাল	কাশীপুর
Baghar	বাঘার	গৌরনদী	বাটাজোড়
Bagmara	বাঘমারা	ঝালকাঠী	ঝালকাঠি

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Bagmara	বাঘমারা	গৌরনদী	গৌরনদী
Bagra	বাগরা	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Bagura	বগুড়া	বরিশাল	বরিশাল
Bagura	বগুড়া	বাউফল	বাউফল
Bahadurpur	বাহাদুরপুর	গৌরনদী	আগরপুর
Bahadurpur	বাহাদুরপুর	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Bahadurbur	বাহাদুরপুর	বাউফল	বাউফল
Bahairdia	বাহিরদিয়া	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Bahar	বহর	স্বরূপকাঠি	বানরিপাড়া
Baharampur	বহরমপুর	নলছিটী	ঝালকাঠি
Baichandi	বইচণ্ডী	নলছিটী	নলছিটী
Badyapara	বদ্যপাড়া	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Badyapasha	বদ্যপাশা	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Bailabunia	বয়লাবুনিয়া	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Baniabari	বানিয়াবাড়ী	গৌরনদী	আগরপুর
Bainchatki	বাইনচটকী	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Bainkati	বায়নকাঠি	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Bainkati	বইরামপুর	পিরোজপুর	রায়েরকাঠি
Bairkati	বইরকাঠি	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Baisdia	বাইসদিয়া	গলাচিপা	চালিতাবুনিয়া
Baisari	বাইসারী	স্বরূপকাঠী	বাইসারী
Baitaghata	বাইটাঘাটা	গুলসাখালী	গুলসাখালী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Bajitkhan	বাজিতখাঁ	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Bajitpur	বাজিতপুর	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Bakai	বাঁকাই	গৌরনদী	গোপালপুর
Bakal	বাকাল	গৌরনদী	গৈলা
Balaibunia	বলইবুনিয়া	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Balaikati	বলইকাঠী	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Baldakhan	বেলদাখান	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Baligram	বালিগ্রাম	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Balipara	বালিপাড়া	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Bellabhapur	বল্লভপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Baltali	বলতলী	বাউফল	বাউফল
Bamna	বামনা	মটবাড়িয়া	বামনা
Bamrail	বামরাইল	গৌরনদী	বাটাজোর
Bamankati	বামনকাঠি	বরিশাল	কাশীপুর
Bamankati	বামনকাঠি	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Bamanpur	বামনপুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Banamail	বনমাইল	নলছিটী	অভয়নীল
Banamalikati	বনমালীকাঠি	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Bancharampur	বাঞ্ছারামপুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Banabari	বনবাড়ী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Baniakati	বানিয়াকাঠি	স্বরূপকাঠি	উজিরপুর
Banaripara	বানরিপাড়া	স্বরূপকাঠি	বানরিপাড়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Banshbunia	বাঁশবুনিয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Bashbari	বাসবাড়ী	গৌরনদী	গৈলা
Bashbari	বাসবাড়ী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Bashbari	বাসবাড়ী	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Bapta	বাপ্‌তা	ভোলা	ভোলা
Barabari	বড়বাড়ী	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Baragharia	বড়ঘড়িয়া	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Barahanaddi	বরানদ্দি	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Baraiara	বারইআড়া	নলছিটী	ঝালকাঠি
Baraikarau	বারইকরণ	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Baraikhali	বারইখালী	বরিশাল	রহমৎপুর
Barapakhia	বারপাইকা	ঝালকাঠি	উজিরপুর
Barapakhia	বারপাইকা	গৌরনদী	গৌরনদী
Barachakati	বরছাকাঠি	স্বরূপকাঠি	স্বরূপকাঠি
Barthi	বার্থী	গৌরনদী	গৌরনদী
Baruhar	বারুহার	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Basanda	বাসণ্ডা	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি
Basarda	বাসণ্ডা	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Bashudebpara	বাসুদেবপাড়া	গৌরনদী	বাসুদেবপাড়া
Basupati	বসুপতি	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Batajore	বাটাজোড়	গৌরনদী	বাটাজোড়া
Baulkanda	বাউলকান্দা	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Baukati	বাউকাঠি	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Bauphal	বাউফল	বাউফল	বাউফল
Begampur	বেগমপুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Beharipur	বিহারীপুর	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Belgachia	বেলগাছিয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Baniakati	বাণিয়াকাঠি	স্বরূপকাঠি	নাজিরপুর
Beokhir	বেউখির	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Betaki	বেতাকী	গলাচিপা	গলাচিপা
Betra	বেতরা	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Bezahar	বেজাহার	গৌরনদী	বাটাজোড়
Bhabanipur	ভবানীপুর	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Bhagirathpur	ভগীরথপুর	মটবাড়িয়া	বামনা
Bhaijora	ভাইজোড়া	পিরোজপুর	পিরোজপুর
BhairabganjaHat	ভৈরবগঞ্জহাট	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Bhandaria	ভাণ্ডারিয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Bhandarikati	ভাণ্ডারিকাঠি	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠি
Bharpasa	ভরপাশা	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Bharukati	ভারুকাঠি	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Bhasainandi	ভাষাইনন্দী	বরিশাল	কাশীপুর
Bhaterdia	ভাতারদিয়া	বরিশাল	আগরপুর
Bhaterpar	ভাতারপাড়	গৌরনদী	গৈলা
Bhatshala	ভাতশালা	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Bhengruli	ভেঙ্গুরুলী	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Bheranbaria	ভেরণবাড়িয়া	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Bheranbaria	ভেরণবাড়িয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Bherarpar	ভেড়ারপাড়	গৌরনদী	গোপালপুর
Bhitabaria	ভিটাবাড়িয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Bhola	ভোলা	ভোলা	ভোলা
Bholmara	ভোলমারা	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Bhutmara	ভূতমারা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Biaskati	ব্যাসকাঠি	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Bibichini	বিবিচিনি	বাখরগঞ্জ	শ্যামতী
Behangal	বিহঙ্গল	বরিশাল	কাশীপুর
Bijoynagar	বিজয়নগর	পিরোজপুর	কাউখালী
Bijoyopur	বিজয়পুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Bijoyopur	বিজয়পূর	গৌরনদী	গৌরনদী
Bikna	বিকনা	ঝালকাঠি	ঝালকাঠী
Bilbilash	বিলবিলাস	বাউফল	বাউফল
Billabari	বিল্ববাড়ী	বরিশাল	কাশীপুর
Billagram	বিল্বগ্রাম	গৌরনদী	গৌরনদী
Binakpur	বিনাকপুর	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Bindughosh	বিন্দুঘোষ	নলছিটী	অভয়নীল
Birnarain	বীরনারায়ণ	নলছিটী	সাহেবগঞ্জ
Bothla	বোথলা	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Bodhuthakurani	বধূঠাকুরাণী	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Brahmandanga	ব্রাহ্মণডাঙ্গা	গুলিসাখালী	কাউখালী
Brahmandia	ব্রাহ্মণদিয়া	বরিশাল	আগরপুর
Brahmankati	ব্রাহ্মণকাঠী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Brajamohon	ব্রজমোহন	গৌরনদী	গৌরনদী
Bukhainagar	বুখৈনগর	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Burihari	বুড়িহাড়ী	স্বরূপকাঠী	বাইসারী
Buroea	বড়ইয়া	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Burrisal	বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল
Chachairpasa	চাচরপাশা	বরিশাল	রহমৎপুর
Chachra	চাচরা	ভোলা	ভোলা
Chachrakati	চাচরাকাঠী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Chahar	চাহার	স্বরূপকাঠী	উজিরপুর
Chaita	চইতা	বাখরগঞ্জ	শ্যামতী
Chahata	চহটা	বরিশাল	কাশীপুর
Chalitabunia	চালিতাবুনিয়া	গলাচিপা	চালিতাবুনিয়া
Challiskahania	চল্লিশকাহনিয়া	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Chalpukhuria	চালপুখুরিয়া	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Chandanbari	চন্দনবাড়ী	বাউফল	বাউফল
Chandapara	চাঁদপাড়া	বরিশাল	রহমৎপুর
Chandipur	চণ্ডীপুর	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Chandipur	চণ্ডীপুর	গলাচিপা	গলাচিপা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Chandipur	চণ্ডীপুর	বরিশাল	কাশীপুর
Chandakhali	চাঁদখালী	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Chandakhali	চাঁদখালী	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Chandpur	চাঁদপুর	বরিশাল	বরিশাল
Chandrahar	চন্দ্রহার	গৌরনদী	বাটাজোড়
Chandshi	চাঁদশী	গৌরনদী	গৌরনদী
Changapasa	চঙ্গপাশা	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Charadi	চড়াদি	বাখরগঞ্জ	বরিশাল
Charamaddi	চড়ামদ্দি	বাখরগঞ্জ	বরিশাল
Charkibari	চড়খিবাড়ী	গৌরনদী	গৈলা
Charmonai	চড়মোনাই	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Chaudhabaria	চৌদ্দবাড়িয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Chaulakati	চাউলাকাঠি	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Cherakhi	চেরাখী	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Chhagalkanda	ছাগলকান্দা	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Chhailabunia	ছাইলাবুনিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Chhanbaria	ছোনবাড়িয়া	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Chhitki	ছিটকী	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Chhatrakanda	ছত্রকান্দা	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Chiknikandi	চিকনিকান্দী	গলাচিপা	গলাচিপা
Chingaria	চিঙ্গরিয়া	গলাচিপা	গলাচিপা
Chingrakhali	চিঙ্গরাখালী	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Chirapara	চিড়াপাড়া	স্বরূপকাঠী	উজিরপুর
Chithalia	চিথলিয়া	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Chithalia	চিথলিয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Churikata	ছুরীকাটা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Churipara	ছুরিপাড়া	ঝালকাঠী	বানরিপাড়া
Churipara	ছুরিপাড়া	স্বরূপকাঠি	বানরিপাড়া
Chuterpara	ছুতারপাড়া	গৌরনদী	গৈলা
Dabirchar	দেবীরচড়	বরানদ্দি	তালতলী
Dabirchar	দেবীরচড়	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Dadpur	দাউদপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Daharpara	ডহরপাড়া	নলছিটী	ঝালকাঠী
Daharpara	ডহরপাড়া	ঝালকাঠি	উজিরপুর
Dakatia	ডাকাতিয়া	পিরোজপুর	নাজিরপুর
Dakatia	ডাকাতিয়া	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Dakua	ডাকুয়া	গলাচিপা	গলাচিপা
Damudarkati	দামুদরকাঠি	গৌরনদী	বাটাজোড়
Daokati	দাওকাঠি	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Dapdapia	দপ্‌দপিয়া	নলছিটী	নলছিটী
Dariabad	দড়িয়াবাদ	বরিশাল	বরিশাল
Darkhi	দাড়খি	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Darjirpar	দড়জিরপাড়	গৌরনদী	গৈলা
Daserkati	দাসেরকাঠি	পিরোজপুর	কাউখালী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Dasakahunia	দশকাহুনিয়া	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Dattapara	দত্তপাড়া	স্বরূপকাঠী	বাইশারী
Dattapara	দত্তপাড়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Dattapur	দত্তপুর	ভোলা	ভোলা
Datterabad	দত্তের আবাদ	গৌরনদী	বাটাজোড়
Dattaser	দত্তসার	গৌরনদী	বাটাজোড়
Daudkhali	দাউদখালী	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Daudpur	দাউদপুর	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Daulatkhan	দৌলাতখাঁ	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Daulduar	দেউলদুয়ার	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Dabarkati	দেবরকাঠী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Debidaskati	দেবীদাসকাঠি	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Debiganja	দেবীগঞ্জ	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Dehergati	দেহেরগতি	বরিশাল	রহমৎপুর
Desantarkati	দেশান্তরকাঠি	বরিশাল	রহমৎপুর
Deulkati	দেউলকাঠি	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Deuri	দেউরী	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Dewant-hat	দেওয়ান্তহাট	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Dhalua	ধলুয়া	গুলসাখালী	গুলিসাখালী
Dhamura	ধামুরা	গৌরনদী	বাটাজোড়
Dhobarpar	ধোবারপাড়	গৌরনদী	গৈলা
Dhulia	ধুলিয়া	বাউফল	ভাতশালা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Diapara	দিয়াপাড়া	বরিশাল	কাশীপুর
Debarakkati	দেবারককাঠি	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Diga	দীঘা	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Domjuri	ডোমজুড়ী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Doaroka	দ্বারকা	বরিশাল	রহমৎপুর
Dudhal	দুধল	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Dumartala	ডুমরতলা	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Durgakati	দুর্গাকাঠী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Durgapasa	দুর্গাপাশা	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Durgapur	দুর্গাপুর	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Durgapur	দুর্গাপুর	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Durgapur	দুর্গাপুর	বরিশাল	বরিশাল
Durgapur	দুর্গাপুর	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Durgapur	দুর্গাপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Elispur	ইলিসপুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Etbaria	ইটবাড়িয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Faira	ফয়েরা	নলছিটী	অভয়নীল
Fakirkhali	ফকিরখালী	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Farfariatala	ফরফরিয়াতলা	বরিশাল	বরিশাল
Faridpur	ফরিদপুর	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Fatepur	ফতেপুর	বরিশাল	আগরপুর
Fauzdargram	ফৌজদারগ্রাম	বরানদ্দি	তোজমদ্দি

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Fedainagar	ফেদাইনগর	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Fulasri	ফুলশ্রী	গৌরনদী	গৈলা
Fuljhuri	ফুলঝুরী	গুলসাখালী	ফুলঝুরী
Fultola	ফুলতলা	স্বরূপকাঠী	স্বরূপকাঠী
Fultola	ফুলতলা	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Fultola	ফুলতলা	পটুয়াখালী	শ্যামতী
Gabbari	গাববাড়ী	গৌরনদী	উজিরপুর
Gabbaria	গাববাড়ীয়া	গুলসাখালী	গুলসাখালী
Gabkhan	গাবখান	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Gabtola	গাবতলা	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Gabtoli	গাবতলী	পটুয়াখালী	ফুলঝুরী
Gagarpar	গগারপাড়	গৌরনদী	গৌরনদী
Gaidyokati	গৈদ্যকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Gajirchar	গাজীরচর	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Gakulguha	গকুলগুহা	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Galachipa	গলাচিপা	গলাচিপা	গলাচিপা
Gamairbunia	গামইরবুনিয়া	গলাচিপা	গলাচিপা
Ganakyara	গণকপাড়া	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Ganapatikati	গণপতিকাঠি	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Gandharbakati	গন্ধর্ব্বকাঠী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Gandata	গণ্ডতা	পিরোজপুর	কাউখালী
Gandharba	গন্ধর্ব্ব	পিরোজপুর	জলাবাড়ী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Ganeshpur	গণেশপুর	ভোলা	গাজিপুর
Gangapur	গঙ্গাপুর	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Gangapur	গঙ্গাপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Ganpara	গণপাড়া	বরিশাল	কাশীপুর
Garangal	গরঙ্গল	পিরোজপুর	কাউখালী
Garangal	গরঙ্গল	গৌরনদী	গৌরনদী
Garuria	গারুরিয়া	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠি
Gauripasa	গৌরীপাশা	নলছিটী	নলছিটী
Gaurnadi	গৌরনদী	গৌরনদী	গৌরনদী
Gava	গাভা	ঝালকাঠি	বানরিপাড়া
Gazalia	গজালিয়া	গলাচিপা	গলাচিপা
Gazalia	গজালিয়া	পিরোজপুর	নাজিরপুর
Gazalia	গজালিয়া	বরিশাল	রহমৎপুর
Gazipur	গাজীপুর	ভোলা	গাজীপুর
Gazipur	গাজীপুর	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Gazipur	গাজীপুর	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Gazipur	গাজিপুর	বরিশাল	রহমৎপুর
Ghoshkati	ঘোষকাঠী	বরিশাল	আগরপুর
Ghoshkati	ঘোষকাঠী	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Ghotichora	ঘটীচোরা	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Gilalota	গীলালতা	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Gilatli	গীলাতলী	গুলিসাখালী	গুলঝুরী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Gilatali	গীলাতলী	বরিশাল	বরিশাল
Gobardhon	গোবর্দ্ধন	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Gobardhon	গোবর্দ্ধন	গৌরনদী	গৌরনদী
Gobindadhobal	গোবিন্দধবল	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Gobindapur	গোবিন্দপুর	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Godindapur	গোবিন্দপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Gobindapur	গোবিন্দপুর	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Gobindapur	গোবিন্দপুর	বরানদ্দি	তালতলা
Gobindapur	গোবিন্দপুর	গৌরনদী	গৌরনদী
Gobindapur	গোবিন্দপুর	পিরোজপুর	কাউখালী
Godara	গোদাড়া	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Gogan	গগন	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Goila	গৈলা	গৌরনদী	গৈলা
Gonman	গোণমান	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Gopalpur	গোপালপুর	নলছিটী	অভয়নীল
Gopalpur	গোপালপুর	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Gopalpur	গোপালপুর	পিরোজপুর	কাউখালী
Gopalpur	গোপালপুর	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Gopalpur	গোপালপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Gopalpur	গোপালপুর	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Gopinathkati	গোপীনাথকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Garange	গরঙ্গা	ঝালকাঠী	নবগ্রাম

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Gosinga	গোসিঙ্গা	বাউফল	বাউফল
Guabari	গুয়াবাড়ী	গৌরনদী	বাটাজোড়
Gulsakhali	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Gurudham	গুরুধাম	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Gutia	গুঠিয়া	ঝালকাঠী	উজিরপুর
Gyanpara	জ্ঞানপাড়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী.
Habirkati	হবিরকাঠী	নলছিটী	নবগ্রাম
Habinagar	হবিনগর	বরিশাল	রহমৎপুর
Hadua	হাদুয়া	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Hajipur	হাজিপুর	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Hailakati	হৈলাকাঠী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Halta	হল্‌তা	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Hanua	হানুয়া	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Hanua	হানুয়া	ঝালকাঠী	উজিরপুর
Hapania	হাপানিয়া	গৌরনদী	গৌরনদী
Hardal	হরদল	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Harhar	হরহর	গৌরনদী	বাটাজোড়
Hariganja	হরিগঞ্জ	ভোলা	ভোলা
Hariharkati	হরিহরকাঠি	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Harinafulia	হরিণাফুলিয়া	বরিশাল	কাশীপুর
Harinbaria	হরিণবাড়িয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী.
Harisona	হরিষোণা	গৌরনদী	গৌরনদী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Hayabatpur	হয়বৎপুর	নলছিটী	নলছিটী
Hasnabad	হাচনাবাদ	বরিশাল	বরিশাল
Hijaltala	হিজালতলা	বরিশাল	বরিশাল
Hijla	হিজলা	বরিশাল	রহমৎপুর
Hijla	হিজলা	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Harta	হরতা	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Ichakati	ইছাকাঠী	বরিশাল	কাশীপুর
Ichapura	ইছাপুরা	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Ichapasa	ইছাপাশা	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Ilsha	ইলসা	ভোলা	গাজীপুর
Iluhar	ইলুহার	স্বরূপকাঠি	স্বরূপকাঠি
Inderhat	ইন্দেরহাট	স্বরূপকাঠি	স্বরূপকাঠি
Indranarainpur	ইন্দ্রনারায়ণপুর	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Indrapasa	ইন্দ্রপাশা	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Indurkani	ইন্দুরকাণি	গৌরনদী	রাজাপুর
Indurkani	ইন্দুরকাণি	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Itbaria	ইটবাড়িয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Iswarkati	ঈশ্বরকাঠি	নলছিটী	ঝালকাঠি
Jabramal	জবরমল	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Jaganathkati	জগন্নাথকাঠি	স্বরূপকাঠি	স্বরূপকাঠি
Jagua	জাগুয়া	বরিশাল	কাশীপুর
Jaisirkati	জয়শীরকাঠি	গৌরনদী	বাটাজোড়

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Jayasri	জয়শ্রী	গৌরনদী	বাটাজোড়
Jalabari	জলাবাড়ী	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Jarpukuria	জারপুখুরিয়া	গৌরনদী	গৌরনদী
Joynagar	জয়নগর	গৌরনদী	জয়নগর
Jhalakati	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি
Jhanjhania	ঝন্‌ঝনিয়া	স্বরূপকাঠি	নাজিরপুর
Jharnabhanga	ঝরণাভাঙ্গা	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Jhingabaria	ঝিঙ্গাবাড়িয়া	পটুয়াখালী	শ্যামতী
Jonakia	জোনাকিয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Jobkhali	জোবখালী	বরিশাল	বরিশাল
Joyalbhanga	জয়ালভাঙ্গা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Juluhar	জুলুহার	স্বরূপকাঠি	কাউখালী
Kabiraj	কবিরাজ	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Kabirkati	কবিরকাঠী	বাউফল	ভাতশালা
Kabutarkhali	কবুতরখালী	মঠবাড়িয়া	মঠবাড়িয়া
Kachichira	কাছিছিড়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Kachichora	কাছিচোরা	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Kachua	কচুয়া	বাউফল	বাউফল
Kachua	কচুয়া	স্বরূপকাঠি	বাইসারী
Kachua	কচুয়া	গৌরনদী	বাটাজোড়
Kachuakhali	কচুয়াখালী	পিরোজপুর	কাউখালী
Kachupatra	কচুপাত্রা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Kadamtala	কদমতলা	পিরোজপুর	রাংগেরকাঠি
Kadirabad	কাদিরাবাদ	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Kaibartakhali	কইবর্ত্তখালী	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Kailashgram	কৈলাসগ্রাম	বরিশাল	কাশীপুর
Kailkashi	কৈলকাশী	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Kajlakati	কাজলাকাঠী	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Kakradhari	কাক্রাধারী	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Kalagachia	কলাগাছিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Kalaia	কালাইয়া	বাউফল	বাউফল
Kalaia	কালাইয়া	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Kalaskati	কলসকাঠী	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Kaliganja	কালীগঞ্জ	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Kaliganja	কালীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Kaliganja	কালীগঞ্জ	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Kalijira	কালীজিড়া	বরিশাল	কাশীপুর
Kalisuri	কালীশুরী	বাউফল	ভাতশালা
Kalmegha	কালমেঘা	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Kalmikandar	কলমিকান্দর	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Kalupara	কালুপাড়া	গৌরনদী	গৈলা
Kalyankati	কল্যাণকাঠি	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Kamalapur	কমলাপুর	গৌরনদী	উজিরপুর
Kamarkati	কামারকাঠি	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Kamarkhali	কামারখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Kamdebpur	কামদেবপুর	নলছিটী	অভয়নীল
Kanakdia	কনকদিয়া	বাউফল	কনকদিয়া
Kanchabalia	কাচাঁবালিয়া	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Kanchanpur	কাঞ্চনপুর	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Kandarpapur	কন্দর্পপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Kansaripara	কাঁসারীপাড়া	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Kansi	কাঁসী	গৌরনদী	বাটাজোড়
Kanudaskati	কানুদাসকাঠী	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Kanudaskati	কানুদাসকাঠী	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Kaonia	কাওনিয়া	বরিশাল	বরিশাল
Kapurkati	কাপুরকাঠী	নলছিটী	অভয়নীল
Kapurkati	কাপুরকাঠী	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Karalia	কড়ালিয়া	গলাচিপা	চাল্‌তাবুনিয়া
Karapur	কড়াপুর	বরিশাল	কাশীপুর
Karimganja	কড়িমগঞ্জ	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Kartikpasa	কার্ত্তিকপাশা	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Karnakati	কর্ণকাঠি	নলছিটী	নলছিটী
Karuna	করুণা	পটুয়াখালী	ন্যামতী
Kashipur	কাশীপুর	বরিশাল	কাশীপুর
Katalia	কাটালিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Kathalia	কাটালিয়া	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Kathachira	কাথাচিড়া	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Katipara	কাটীপাড়া	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Katipara	কাটীপাড়া	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Katipara	কাটীপাড়া	নলছিটী	নলছিটী
Kowkhali	কাউখালী	পিরোজপুর	কাউখালী
Kowria	কাউরিয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Kazirabad	কাজীরাবাদ	পটুয়াখালী	ফুলঝুরী
Kedarpur	কেদারপুর	বরিশাল	রহমৎপুর
Kefaitnagar	কিফইতনগর	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Keshabkati	কেশবকাঠী	গৌরনদী	বাটাজোড়
Keota	কেওতা	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Keora	কেওরা	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Khabrabhanga	খাবরাভাঙ্গা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Khagrakhana	খাগ্রাখানা	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Khajura	খাঁজুরা	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Khalia	খালিয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Khalisakhali	খলিসাখালী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Khalisakhali	খলিসাখালী	গলাচিপা	গলাচিপা
Khalisakota	খলিসাকোটা	স্বরূপকাঠী	উজিরপুর
Khamkata	খামকাটা	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Khapura	খাপুরা	বরিশাল	রহমৎপুর
Khordopara	খোরদোপাড়া	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Khatasia	খাটাসিয়া	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Khirakati	ক্ষিরাকাঠী	নলছিটী	অভয়নীল
Khodabaskati	খোদাবসকাঠী	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা
Khulna	খুলনা	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Kirtipasa	কীর্ত্তিপাশা	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Kodaldhoa	কোদালধোয়া	গৌরনদী	গৈলা
Kodalia	কোদালিয়া	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Koterhat	কোটেরহাট	নলছিটী	সাহেবগঞ্জ
Krisnagunj	কৃষ্ণগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ	আবুপুর
Krisnakati	কৃষ্ণকাঠী	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Krisnanagar	কৃষ্ণনগর	বাখরগঞ্জ	শ্যামতী
Kulkati	কুলকাঠী	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Kumarkhali	কুমারখালী	নলছিটী	নলছিটী
Kumarkhali	কুমারখালী	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Kumarkhali	কুমারখালী	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Kundihar	কুন্দিহার	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়
Kusangal	কুশঙ্গল	নলছিটী	অভয়নীল
Kutabkati	কুতবকাঠী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Kutabkati	কুতবকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Kutabkhali	কুতবখালী	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Labansara	লবণসারা	স্বরূপকাঠী	বাইসারী
Lakairtala	লাকইরতলা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Lakmankati	লক্ষ্মণকাঠী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Lakmipasa	লক্ষ্মীপাশা	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Lakhakati	লক্ষকাঠী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Lakutia	লাকুটীয়া	বরিশাল	রহমৎপুর
Laskarpur	লস্করপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Laskarpur	লস্করপুর	স্বরূপকাঠী	উজিরপুর
Labubunia	লেবুবুনিয়া	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Labubunia	লেবুবুনিয়া	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Labubunia	লেবুবুনিয়া	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Lemua	লেমুয়া	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Lata	লতা	মেহেন্দীগঞ্জ	লতা
Machrang	মাছরং	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Machuakhali	মাছুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Madarkati	মাদারকাঠী	ঝালকাঠী	উজিরপুর
Madarkati	মাদারকাঠী	পিরোজপুর	কাউখালী
Mandarkati	মান্দারকাঠী	স্বরূপকাঠি	উজিরপুর
Madhobpasa	মাধবপাশা	বরিশাল	রহমৎপুর
Madhobpasa	মাধবপাশা	নলছিটী	অভয়নীল
Madhobkati	মাধবকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Madhipur	মধিপুর	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Madra	মাদ্রা	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Magar	মগর	নলছিটী	নলছিটী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Magarpara	মগরপাড়া	বরিশাল	কাশীপুর
Magra	মগরা	গৌরনদী	গৈলা
Magura	মাগুরা	ঝালকাঠী	কাউখালী
Mahadebpur	মহাদেবপুর	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Maheshpur	মহেশপুর	বাখরগঞ্জ	শ্যামতী
Mahilara	মাহিলাড়া	গৌরনদী	বাটাজোড়
Mahisha	মহিষা	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Malati	মালতী	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Maloar	মালোয়ার	নলছিটী	অভয়নীল
Malikpur	মালিকপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Mamakati	মামাকাঠী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Manoharpur	মনোহরপুর	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Manpasa	মানপাশা	নলছিটী	অভয়নীল
Mathabhanga	মাথাভাঙ্গা	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Mathbaria	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Matibhanga	মাটীভাঙ্গা	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Mehendiganj	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Mrijapur	মৃজাপুর	ঝালকাঠি	পোনাবালিয়া
Mrijaganj	মৃজাগঞ্জ	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Mithakhali	মিঠাখালী	মটবাড়িয়া	মটবাড়িয়া
Mithapukuria	মিঠাপুকুরিয়া	বাউফল	ভাতশালা
Mohankati	মোহনকাঠি	গৌরনদী	বাটাজোড়

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Mokamia	মোকামিয়া	পটুয়াখালী	শ্যামতী
Morakati	মোরাকাঠি	গৌরনদী	বাটাজোড়
Muktahar	মুক্তাহার	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Muradia	মুরদিয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Musuria	মুশুরিয়া	বরিশাল	রহমৎপুর
Nabagram	নবগ্রাম	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Nachnapara	নাচনাপাড়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Nachanmal	নাচনমল	নলছিটি	পোনাবালিয়া
Nagpara	নাগপাড়া	ঝালকাঠি	পোনাবালিয়া
Naiari	নৈয়ারী	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Naikati	নৈকাঠি	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Nalbunia	নলবুনিয়া	নলছিটী	অভয়নীল
Nalchira	নলচিড়া	গৌরনদী	আগরপুর
Nalchiti	নলছিটী	নলছিটী	নলছিটী
Nalgora	নলগোড়া	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Nandapara	নন্দপাড়া	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Nandikati	নন্দীকাঠি	পিরোজপুর	নাজিরপুর
Napitkhali	নাপিতখালী	বরিশাল	কাশীপুর
Napitkhali	নাপিতখালী	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Narayanpur	নারায়ণপুর	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Narottampur	নরোত্তমপুর	স্বরূপকাঠি	বানরিপাড়া
Nathullabad	নথুল্লাবাদ	নলছিটী	ঝালকাঠি

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Nathullabad	নথুল্লাবাদ	বরিশাল	কাশীপুর
Nazirpur	নাজিরপুর	স্বরূপকাঠি	নাজিরপুর
Nehalganj	নেহালগঞ্জ	বরিশাল	বরিশাল
Nemupara	নেমুপাড়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Niamati	ন্যামতী	বাখরগঞ্জ	ন্যামতী
Nishanbaria	নিশানবাড়িয়া	গলাচিপা	গলাচিপা
Nrisinghapur	নৃসিংহপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Nurpur	নুরপুর	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Narullapur	নরুল্লাপুর	ঝালকাঠি	পোনাবালিয়া
Otra,	ওটরা	গৌরনদী	বাটাজোড়
Oura	আউরা	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Ostakhan	ওস্তাখান	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Odamkati	ওদমকাঠি	পিরোজপুর	রায়েরকাঠি
Pachakoralia	পচাকোড়ালিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Padrishibpur	পাদ্রিশিবপুর	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Pairtabari	পাইরতাবাড়ী	স্বরূপকাঠি	নাজিরপুর
Paithkhalbari	পাইটখালবাড়ী	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Palardi	পালরদি	গৌরনদী	গৌরনদী
Ponabalia	পোনাবালিয়া	ঝালকাঠি	পোনাবালিয়া
Panchakaran	পঞ্চকরণ	ঝালকাঠি	রামচন্দ্রপুর
Pangasia	পাঙ্গাসিয়া	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Pangasia	পাঙ্গাসিয়া	পটুয়াখালী	মুজাগঞ্জ

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Pangsa	পাঙ্গসা	বরিশাল	রহমৎপুর
Parerhat	পাড়েরহাট	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Pargola	পরগোলা	পিরোজপুর	রায়েরকাঠি
Pashurikati	পাশুরীকাঠি	বরিশাল	বরিশাল
Patakata	পাঠাকাটা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Patarhat	পাতারহাট	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Patuakhali	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Patyasi	পত্যাসী	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Pazipukharipara	পাজিপুখড়িপাড়া	ঝালকাঠি	নবগ্রাম
Penapacha	পেনপচা	স্বরূপকাঠি	নাজিরপুর
Perozepur	পিরোজপুর	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Petkata	পেটকাটা	বরিশাল	বরিশাল
Phultala	ফুলতলা	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Piarpur	পেয়ারপুর	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠি
Pichabanda	পিছাবান্ধা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Pingalakati	পিঙ্গলাকাঠি	গৌরনদী	গৌরনদী
Piprakati	পিপ্‌রাকাঠি	গৌরনদী	গৌরনদী
Pitambarkati	পিতম্বরকাঠী	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Pratapmahal	প্রতাপমহল	ঝালকাঠী	পোনাবালিয়া
Pratappur	প্রতাপপুর	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Pratappur	প্রতাপপুর	বরিশাল	রহমৎপুর
Pratappur	প্রতাপপুর	বাখরগঞ্জ	ভাতশালা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Prabhappur	প্রতাপপুর	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Promahar	প্রেমহার বা পেমার	নলছিটী	ঝালকাঠি
Pukharia	পুখরিয়া	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Punihat	পুনিহাট	নলছিটী	অভয়নীল
Pusarbunia	পশইরবুনিয়া	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Putiakhali	পুটিয়াখালী	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Putiakhali	পুটিয়াখালী	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Putimara	পুটিমারা	বরিশাল	কাশীপুর
Rabipur	রবিপুর	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠি
Rabipur	রবিপুর	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Raghua	রঘুয়া	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Raghunathpur	রঘুনাথপুর	পিরোজপুর	কাউখালী
Raghunathpur	রঘুনাথপুর	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Rahamatpur	রহমৎপুর	বরিশাল	রহমৎপুর
Rahutpur	রাহুৎপুর	গৌরনদী	গৈলা
Rairkati	রায়েরকাঠি	পিরোজপুর	রায়েরকাঠী
Rajabari	রাজাবাড়ী	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Rajabari	রাজাবাড়ী	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Rajapur	রাজাপুর	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Rajapur	রাজাপুর	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Rajapur	রাজাপুর	বাউফল	বাউফল
Rajapur	রাজাপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Rajihar	রাজীহার	গৌরনদী	গৈলা
Rajpasa	রাজপাশা	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Rakudia	রাকুদিয়া	বরিশাল	রহমৎপুর
Ramanathpur	রমানাথপুর	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Ramnagar	রামনগর	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Ramnathpur	রামনাথপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Ramshidhi	রামসিদ্ধি	গৌরনদী	গৌরনদী
Ranapasa	রাণাপাশা	নলছিটী	পোনাবালিয়া
Rangakati	রঙ্গকাঠি	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Rangasri	রঙ্গশ্রী	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Rangta	রঙ্গতা	গৌরনদী	গৈলা
Raniganj	রাণীগঞ্জ	বরানদ্দি	কালীগঞ্জ
Ranihat	রাণীরহাট	বাখরগঞ্জ	রাণীরহাট
Ranipur	রাণীপুর	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Ranmati	রণমতি	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Roypasa	রায়পাশা	বরিশাল	কাশীপুর
Runshi	রুণসী	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Runshi	রুণসী	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Rupasia	রূপসিয়া	ঝালকাঠী	ঝালকাঠি
Rupasia	রূপসিয়া	বাখরগঞ্জ	কলসকাঠী
Sagardi	সাগরদি	বরিশাল	বরিশাল
Sahibganj	সাহেবগঞ্জ	বাখরগঞ্জ	সাহেবগঞ্জ
Sakharia	সাখারিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখলী
Samadderkati	সমদ্দারকাঠী	পটুয়াখালী	ন্যামতী
Samudayakati	সমুদয়কাঠী	স্বরূপকাঠী	জলাবাড়ী
Sangor	সাঙ্গর	ঝালকাঠী	রাজাপুর
Sarai	সরই	নলছিটী	পোনাবালিয়া

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Sarangal	সরঙ্গল	ঝালকাঠী	কীর্ত্তিপাশা
Sarikal	সরিকল	গৌরনদী	আগোরপুর
Sarshi	সারসি	বরিশাল	কাশীপুর
Sarupkati	স্বরূপকাঠী	স্বরূপকাঠী	স্বরূপকাঠী
Saturia	সাতুরিয়া	পিরোজপুর	কাউখালী
Saulagar	সউলাগর	গৌরনদী	বাটাজোড়
Sayedkati	সইদকাঠী	ঝালকাঠী	নবগ্রাম
Sayedkati	সইদকাঠী	স্বরূপকাঠী	বানরিপাড়া
Sayedkati	সইদকাঠী	গলাচিপা	গলাচিপা
Sayedpur	সইদপুর	ভোলা	দৌলাতখাঁ
Shabaspur	সাবাসপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Shachilapur	সাচিলাপুর	ঝালকাঠী	ঝালকাঠী
Shaistabad	সায়েস্তাবাদ	বরিশাল	সায়েস্তাবাদ
Shakharikati	সাখারিকাঠী	মটবাড়িয়া	পিরোজপুর
Shakharikati	সাখারিকাঠী	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Sankarpasa	শঙ্করপাশা	নলছিটী	নলছিটী
Sankarpur	শঙ্করপুর	ঝালকাঠী	উজিরপুর
Sharikal	সরিকল	বারিশাল	আগরপুর
Sharmahal	সরমহাল	নলছিটী	অভয়নীল
Shaula	সউলা	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Shahaspur	সাহসপুর	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Sheota	সেওতা	নলছিটী	অভয়নীল
Shibpur	শিবপুর	ভোলা	ভোলা
Shibpur	শিবপুর	বাখরগঞ্জ	শিবপুর
Shibganj	শিবগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দীগঞ্জ
Shidhakati	সিদ্ধকাঠি	নলছিটী	অভয়নীল
Shihipasa	সিহিপাশা	গৌরনদী	গৈলা

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Shikarpur	শিকরপুর	গৌরনদী	উজিরপুর
Shimaltala	শিমলতলা	পিরোজপুর	নাজিরপুর
Shirjug	সিরজুগ	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Sholasat	ষোলশত	স্বরূপকাঠী	নাজিরপুর
Sialkati	শিয়ালকাঠী	পিরোজপুর	কাউখালী
Sibpasa	শিবপাশা	বরিশাল	কাশীপুর
Singa	শিঙ্গা	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Singa	শিঙ্গা	গৌরনদী	আগরপুর
Singarkati	শিঙ্গারকাঠী	বরিশাল	বরিশাল
Singhkhali	শিঙ্গখালী	গলাচিপা	গলাচিপা
Solak	শোলোক	গৌরনদী	বাটাজোড়
Solna	শোলনা	বরিশাল	কাশীপুর
Sonakhali	সোণাখালী	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Soula	সউলা	বাউফল	বাউফল
Soulakor	সউলাকর	গৌরনদী	বাটাজোড়
Srimantakati	শ্রীমন্তকাঠি	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Sripur	শ্রীপুর	পিরোজপুর	ভাণ্ডারিয়া
Suktagar	সুক্তাগর	ঝালকাঠি	রাজাপুর
Sultanabad	সুলতানাবাদ	বাউফল	বাউফল
Sundar	সুন্দর	স্বরূপকাঠি	কাউখালী
Sutalari	সুতালড়ী	ঝালকাঠি	ঝালকাঠি
Tafalbaria	তাফালবাড়িয়া	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Takthabunia	তক্তাবুনিয়া	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Takthakhali	তক্তাখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Talari	তালারি	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Talbari	তালবাড়ী	স্বরূপকাঠি	জলাবাড়ী
Taltali	তালতলী	বরানদ্দি	তালতলী

ইংরেজী নাম	বাঙ্গলা নাম	থানার নাম	পোষ্টাফিসের নাম
Tarabunia	তারাবুনিয়া	পটুয়াখালী	মৃজাগঞ্জ
Tarapasa	তারপাশা	ঝালকাঠি	কীর্ত্তিপাশা
Tazamadi	তোজমদ্দি	বরানদ্দি	তোজমদ্দি
Teakhali	টিয়াখালী	গলাচিপা	চালিতাবুনিয়া
Tiakhali	টিয়াখালী	বরিশাল	কাশীপুর
Telikhali	তেলিখালী	পিরোজপুর	পিরোজপুর
Temar	টেমার	গৌরনদী	গৈলা
Tengrakhali	টেঙ্গরাখালী	বরিশাল	আগরপুর
Tengrakhali	টেঙ্গারাখালী	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Tengrakhali	টেঙ্গারাখালী	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Tetulbaria	তেঁতুলবাড়িয়া	মটবাড়িয়া	বামনা
Teola	তেওলা	নলচিটী	অভয়নীল
Tepura	টেঙ্গরা	গুলিসাখালী	গুলিসাখালী
Terodron	তেরদরুশ	ঝালকাঠি	উজিরপুর
Timirkati	তিমিরকাঠি	নলছিটী	নলছিটী
Tona	টোনা	পিরোজপুর	রায়েরকাঠি
Tushkhali	তুষখালী	পটুয়াখালী ও পিরোজপুর	তুষখালী
Udoykati	উদয়কাঠি	পিরোজপুর	রায়েরকাঠি
Udaypur	উদয়পুর	মেহেন্দীগঞ্জ	মেহেন্দি গঞ্জ
Udaypur	উদয়পুর	ভেলা	দৌলাতখাঁ
Ulania	উলনিয়া	মেহেন্দীগঞ্জ	নলগোড়া
Umedpur	উমেদপুর	পিরোজপুর	পাড়েরহাট
Umedpur	উমেদপুর	গৌরনদী	গৌরনদী
Volankati	বোলানকাঠি	বরিশাল	রহমৎপুর;
Wazirali	ওয়াজির আলী	ভোলা	জয়নগর
Zamura	জামুরা	পটুয়াখালী	পটুয়াখালী
Ziluhar	জিলুহার	স্বরূপকাঠি	কাউখালী

সায়েস্তাবাদ ফেমিলি-মিঃ বিভারিজ সাহেব মহোদয়ের লিখিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস হইতে সংগৃহীত।

মহাম্মাদ (The Prophet)
|
ফাতেমা (কন্যা)
|
(১) হোছেন — হাছান
|
(২) জয়নোল আবেদিন
|
(৩) মহাম্মাদ বাকের
|
(৪) মহাম্মাদ জাফরসাদেক
|
(৫) সাহ আহমাদ বাখালি
|
(৬) আবুলুনাম
|
(৭) আনওয়ারলহাক বালাখি
|
(৮) আবদুলহাক বালাখি
|
(৯) সাহ আলাম বালাখি
|
(১০) সাহ আবদুল খালেক বালাখি
|
(১১) আবদুররজ্জাক
|
(১২) আবদুলকাদের
|
(১৩) গোলামহগ
|
(১৪) সাহ সুলতান
|
(১৫) সালার সামারকান্দী
|
(১৬) কোরার সামারকান্দী
|
(১৭) সাহবুজসী

(১৮) সাহ আমানাত
|
(১৯) সাহ জাকারিয়া
|
(২০) সামছদ্দিন
|
(২১) সাহ মহাম্মাদ ওয়ালী
|
(২২) সাহ আদাম
|
(২৩) মোর্ত্তাজা
|
(২৪) হসামুদ্দিন
|
(২৫) সামসদ্দিন
|
(২৬) ছালীমুদ্দিন
|
(২৭) আসাদ আলী চৌধুরী

আব্বাচ আলী | এমদাদ আলী | গোলাম ইমাম

তোজাম্মাল আলী | আবদুলমজিদ | মোয়াজ্জামহোছেন | আবদুল্ল

তফাজ্জল আহমাদ | আবদুলহা[illegible] ও ওয়াহিদ | মহম্মদএছরাইল ও ওবেদুল্ল

মজফরহোসেন | আবদুররব | মহম্মদহোচেন | মামুদহোছেন | মোতাহার[illegible]

সমাপ্ত

INSTITUTE OF ...
Acc. No.
Date
4997
7.4.61
406